PRINTED BY K. L. DASS. AT THE
"PONCHANON PRESS"
25/3 Taruck Chatterjee Lane,
CALCUTTA.

রূপসাধনা

(পৌরাণিক নাটক)

শ্রীফণিভূষণ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ

"গণেশ-অপেরা-পার্টিতে" অভিনীত

—ডায়মণ্ড লাইব্রেরী—

১০৫ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

শ্রীকানাইলাল শীল কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

সন ১৩৪৮ সাল

আনন্দ সংবাদ !　　　আনন্দ সংবাদ !!　　　আনন্দ সংবাদ !!!

ভাণ্ডারী অপেরার বিজয়-কেতন "মুক্তি-তীর্থ"

অভিনয়-প্রতিযোগিতায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

মুক্তি-তীর্থ　　　মুক্তি-তীর্থ

সংসার-তাপদগ্ধ জীবের শান্তি-নিকেতন !　পাপী-তাপীর মুক্তির শ্রীক্ষেত্র !!

"মুক্তি-তীর্থের" অভিনয় দেখিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন—
এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চমকপ্রদ নাটকের অভিনয় বহুদিন দেখি নাই।

যাঁহার লেখনীপ্রসূত "নিয়তি" ও "বীরপূজা" নাট্য-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে,
সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত কানাইলাল শীল প্রণীত
অপূর্ব্ব সাফল্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময় নূতন পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক নাটক

[সুরঞ্জিত প্রচ্ছদপট ও বহু ফটোচিত্র সহ, মূল্য ১।০ টাকা।]

সূর্য্যকুলোদ্ভব অবন্তীপতি মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের কঠোর সাধনা ও ভক্তির
আকর্ষণে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতে শ্রীভগবানের নবরূপে
সপ্রকাশ—পুণ্যভূমি ভারতের বক্ষে মুক্তি-তীর্থের উদ্ভব—
নীলাচলে মুক্তিনাথ "শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবে"র আবির্ভাব।

ইহাতে দেখিবেন—

ধর্ম্মপ্রাণ ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভ্রাতৃপ্রেমিক রুদ্রদ্যুম্ন, কূটচক্রী অরিন্দম, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ রত্নবাহু,
রক্তপিয়াসী রক্তাক্ষ কাপালিক, আদর্শ রাজগুরু বিদ্যাপতি, শবররাজ
বিশ্বাবসু, হাস্যরসিক দিগ্‌গজ, করুণারূপিণী মাল্যবতী, সারল্যের
প্রতিচ্ছবি ললিতা, প্রতিহিংসাময়ী সুষমা, বীরবালা নন্দা প্রভৃতি
প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্ন বিকাশ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইবেন।

—ইহা ছাড়া—

উড়িয়া পণ্ডিত ও বাউলের মাতোয়ারা গানে হাসিয়া লুটোপুটি খাইবেন।
কাভরাশগড়, পঞ্চকোট, নোয়াগড় প্রভৃতি স্থানের রাজন্যবর্গ ও
সংবাদপত্র কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

ভূমিকা

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় পাওয়া যায় মহাত্মা ধ্রুবের দুই পুত্র ছিলেন। দুই পুত্রের একটী ভাল একটী মন্দ; একটী ছিলেন ভগবানে বিশ্বাসী, অপরটী ছিলেন লোকচক্ষে ভগবানে অবিশ্বাসী। ধ্রুব ছেলেদের রাজ্যভার দিয়ে বাণপ্রস্থ গ্রহণের পর, যিনি ভগবানে অবিশ্বাসী, তিনি জ্যেষ্ঠকে উন্মাদ প্রতিপন্ন ক'রে কারাগারে দিয়ে নিজেকেই রাজা ব'লে ঘোষণা করেন। এই রাজাকেই আমি গড়েছি রূপ-সাধনার ভক্ত ক'রে। সকলেই জানেন—জ্যেষ্ঠই ছিলেন প্রকৃত ভক্ত—ব্রহ্মসাধনায় রত—ভগবানকে চোখে না দেখ্লেও ভক্তি বিতরণ ক'রে তৃপ্ত; কিন্তু কনিষ্ঠ চাইলেন ভগবানকে চোখের সামনে দেখতে। তাই যাঁরা ভগবান বল্‌তে অজ্ঞান, তাঁদেরই সাধনা প্রবল ক'রে তুললেন—সেই সূত্রে তাঁদেরই উপর অত্যাচার সুরু কর্‌লেন; কারণ যাঁরা ভক্ত, তাঁদের সাধনায় ভগবান মূর্ত্ত হ'য়ে মূর্ত্তিমান হোন্‌, এই তাঁর ইচ্ছা। লোকচক্ষে কনিষ্ঠ পাপী এবং অত্যাচারী প্রতিপন্ন হ'লেও তাঁর এ রূপ-সাধনা ব্যর্থ হয় নি। ব্রহ্মসাধনায় সাধুদের সম্মুখে তিনি তাঁর রূপ-সাধনার মূর্ত্তি আকর্ষণ ক'রে এনে যথার্থ সাধনার পরিচয় দিয়ে জাগ্রত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সাধনা ভুল হয়েছে কি না জানি না, কিন্তু এই আমার রূপ-সাধনা আমার দরদী বন্ধুগণ এই রূপ-সাধনায় তৃপ্তি লাভ করলে এই দীন পূজারীর শ্রম সার্থক—কুসুমচয়ন সার্থক—পূজা সার্থক। ইতি—

গ্রন্থকার

কুশীলবগণ।

পুরুষ।

নারায়ণ, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ।

ধ্রুব	...	...	...	রাজা।
উৎকল	...	...	...	ধ্রুবের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
বৎসর	...	...	...	ঐ কনিষ্ঠ পুত্র।
কমল	...	...	...	উৎকলের পুত্র।
পুষ্পার্ণ	...	...	...	বৎসরের পুত্র।
অনঙ্গসিংহ	...	...	...	সেনাপতি।
পাতঞ্জল	...	...	...	পুরোহিত।
গোরক্ষনাথ	...	...	...	ঐ শিষ্য।
মাণিকচাঁদ	...	...	...	বৎসরের সহচর।
মঙ্গল	...	...	...	উৎকলের সহচর।
বিপ্রদাস	...	...	...	সিদ্ধপুরুষ।
ব্রতরাজ	...	...	...	মন্দির সজ্জাকর।
জালন্ধর	...	...	...	সাপুড়ে

সামন্ত, রক্ষীদ্বয় ইত্যাদি।

স্ত্রী।

চন্দ্রাবতী	...	...	...	উৎকলের পত্নী।
সুবীথি	...	...	...	বৎসরের পত্নী।
চঞ্চলা	...	...	...	মাণিকচাঁদের পত্নী।
মহান্তী	...	...	...	অনঙ্গসিংহের ভগ্নী।
গোপালী	...	...	...	সুবীথির পালিতা।

দেবদাসীগণ, রঙ্গিনীগণ, সহচরীগণ ইত্যাদি।

রূপ-সাধনা

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নারায়ণ-মন্দির।

প্রাতঃকালীন দেবসেবায় নিযুক্তা সেবাদাসীগণ।

সেবাদাসীগণ।—

গীত।

দীপকলিকা ফুটিল ওগো দেবতা, তুমি জাগো জাগো আবাহনে।
তুমি হাস আনন্দ ছন্দ সুরে মধুর প্রাণের পীরিতি-আলাপনে॥
ধ্যানে থাক' প্রিয় দিবারাতি, জীবনে মরণে চিরসাথী,
মাথার মণিটী নয়নতারাটী মাধব মণি মালাহার সুখাসনে॥

[সকলের প্রস্থান।

সঙ্গে সঙ্গে সাপুড়ের মেয়ে মহান্তী মন্দিরে তার পলায়িত কালসর্প অন্বেষণ করিতে করিতে প্রবেশ করিল, পশ্চাতে দ্রুতপদে পাতঞ্জল প্রবেশ করিল।

পাতঞ্জল। কে মন্দিরে?

মহান্তী। আমি সাপুড়ের মেয়ে।

পাতঞ্জল। এখানে কি?

মহান্তী। আমার পোষা কেউটে পালিয়ে এসেছে।

পাতঞ্জল। এই মন্দিরে?

মহান্তী। হ্যাঁ গো! বাঁশী বাজালে সে ফণা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠে আমার মুখচুম্বন করতো, আমি বিনিময় দিতুম!

পাতঞ্জল। আশ্চর্য্য!

মহান্তী। এই মন্দির থেকে কে বাঁশী বাজালে, আর সে মাথা নীচু ক'রে ছুটে এলো। সে বাঁশী তুমিই বুঝি বাজিয়েছিলে?

পাতঞ্জল। না।

মহান্তী। তবে কে বাজালে? আর একবার বাজাতে বল না! সে এইখানেই আছে—বাঁশী শুনে এখনই আস্‌বে—আমি তার গলা ধ'রে নিয়ে যাবো। আমার কেউটে—আমার পোষ মানানো কেউটে!

পাতঞ্জল। কেউটে কখনো পোষ মানে না; তুই মিথ্যা বল্‌ছিস! হয় মন্দির অপবিত্র ক'রে ঠাকুর চুরি করতে এসেছিস্, নয় কোন কু-অভিপ্রায় সিদ্ধ করতে এসেছিস্!

মহান্তী। ঐ ঠাকুর? ঐ যার হাতে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম? তবে বাঁশী নয় ঠাকুর, তোমার ঠাকুর শঙ্খধ্বনি করেছে। সেই মিষ্টি সুর আর একবার বাজাতে বল না দেবতা! আমার পোষা কেউটে নাচ্‌তে নাচ্‌তে ফিরে আসুক্!

পাতঞ্জল। কেউটে যদি সত্যই পালিয়ে থাকে, তবে সে তোকে দংশন ক'রে পালিয়েছে।

মহান্তী। কই না!

পাতঞ্জল। হ্যাঁ—হ্যাঁ, সেই বিষ উঠেছে তোর ব্রহ্মরন্ধ্রে—অবিলম্বে মৃত্যুর কবলে ঝাঁপিয়ে পড়্‌বি!

মহান্তী। কেন?

পাতঞ্জল। কেউটে দংশন করার পরিবর্ত্তে নিয়ে এসেছে তোকে অপরাধিনী ক'রে এই মন্দিরে, যার ফলে আমিই সেই কালবিষধর মরণের দংশন করবো তোকে দণ্ডিত করতে।

মহান্তী। কেন, আমি কি অপরাধ করেছি?

পাতঞ্জল। মন্দিরে প্রবেশ ক'রে মন্দির অপবিত্র করেছিস্!

মহান্তী। অপরাধ নিও না দেবতা! আমি ঠাকুরকে প্রণাম ক'রে ফিরে যাচ্ছি—

পাতঞ্জল। ফিরে যাবার আশা রেখে সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করতে নেই!

মহান্তী। এ সিংহের গহ্বর না দেবালয়? এখানে বিরাজিত হাস্যময় দেবতা, আর তুমি তার পূজারী ব্রাহ্মণ!

পাতঞ্জল। সেই ব্রাহ্মণের বুকে শেলাঘাত করেছিস্ তুই সাপুড়ের মেয়ে, স্পর্দ্ধায় মন্দির অপবিত্র ক'রে!

মহান্তী। আমি মনের ভুলে অপরাধ করেছি ঠাকুর, আমায় মাপ কর! প্রাণের টানে আমি পালানো কেউটে ধরতে এসেছিলুম; মন্দির অপবিত্র করতে নয়—ভগবানকে করায়ত্ত করতে নয়! আমি জানতুম না যে, তোমার ভগবান আর আমার ভগবান আলাদা!

পাতঞ্জল। চুপ কর্—নীচের স্পর্দ্ধা শুনতে আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করি নি।

মহান্তী। তবে কি করবো, ব'লে দাও ঠাকুর! কি করলে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত হবে?

পাতঞ্জল। মন্দিরের কর্ম্মী সেবায়েতের ইচ্ছায় তোকে বন্দিনী হ'য়ে এখানে পুড়ে মরতে হবে।

মহান্তী। সেবায়েৎ কে?

পাতঞ্জল। আমি।

মহান্তী। তুমি আমায় প্রাণদণ্ড দেবে?

পাতঞ্জল। হ্যাঁ—এই নিয়ম।

মহান্তী। এ নিয়ম আমরা মানি না! শক্তিশালী ব্রাহ্মণ তুমি—তোমার শক্তিতে জাগিয়ে তুলেছ মন্দিরের বিগ্রহ—সাপুড়ের বাঁশীকে পরাজিত ক'রে তোমার দেবতা শঙ্খধ্বনি ক'রে টেনে নিয়ে এলো আমার পোষা কেউটে এই মন্দিরে—আমি ধর্‌তে এলুম তাকে প্রাণের আগ্রহে, তাতে এমন কঠিন অপরাধ আমার—তুমি আমায় জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মার্‌বে? এত দ্বিধা যদি, এত সঙ্কীর্ণ যদি তোমার দেবসেবার অন্তর, তবে কেন নিষেধ ক'রে দাও নি দেবতা তোমার ঐ বিগ্রহকে শঙ্খধ্বনি কর্‌তে? শুধু আমি কেন, এ শঙ্খধ্বনি শুন্‌তে পেলে উচ্চ নীচ সকল জাতি বিশ্বপ্রেমের সন্ধানে ছুটে এসে, মন্দিরের দ্বার ভেঙ্গে বিগ্রহের চরণ স্পর্শ কর্‌বে সকল দ্বিধা বিসর্জ্জন দিয়ে। ওগো ঠাকুর! সঙ্কোচ আর সঙ্কীর্ণতা প্রেমের ডাকে আবদ্ধ সীমার ভিতর প'ড়ে থাকে না—সে অস্পৃশ্যতার গণ্ডী বিচার করে না; নীচের উচ্চ অন্তঃকরণের মিলন-যৌতুক দেবতার স্থানেই পাওয়া যায়, আর কোথাও নয়।

পাতঞ্জল। এ সকল তত্ত্ব-কথা কে শেখালে তোমায়? আত্মরক্ষার অনেক ছলনা শিক্ষা করেছ দেখ্‌ছি!

মহান্তী। তোমার শিষ্য গোরক্ষনাথ; সে আমার সাপের নাচ দেখ্‌ছিল—সে আমায় জানে—মাঝে মাঝে আমায় ধর্ম্মকথা শেখায়! তার দোষ নেই, আমি নিজে শিখ্‌তে চেয়েছিলুম—আমি তাকে ভক্তি করি।

পাতঞ্জল। গোরক্ষনাথ? কতদিন তুমি গোরক্ষনাথের সঙ্গে পরিচিত?

মহান্তী। মাত্র দ্বাদশ দিনের পরিচয়; তার পূর্ব্বে আমি এখানে আস্‌তুম না।

পাতঞ্জল। গোরক্ষনাথকে ঠিক ততদিনই আমি অস্থিরমস্তিষ্ক লক্ষ্য কর্‌ছি! উত্তম, গোরক্ষনাথেরই কথার উপর তোমার জীবন মরণ নির্ভর কর্‌ছে। তুমি বিবাহিতা?

মহান্তী। না—

পাতঞ্জল। বুঝেছি!—গোরক্ষনাথ!

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষনাথ। আদেশ করুন প্রভু!

পাতঞ্জল। মুখ তুলে এই সাপুড়ের মেয়ের দিকে চাও! চাও—আমি আদেশ কর্‌ছি! যে ব্রত মোহাবিষ্ট হ'য়ে ভঙ্গ করেছ স্বেচ্ছায়, তার জন্য সঙ্কোচ কেন? আমার কথার উত্তর দাও! এই সাপুড়ের মেয়েকে চেনো?

গোরক্ষনাথ। অধিক পরিচয় জানি না প্রভু, জানি ও সাপুড়ের মেয়ে।

পাতঞ্জল। তুমি একে ধর্ম্মতত্ত্ব শেখাও?

গোরক্ষনাথ। ধর্ম্মযাজক হ'য়ে নয় প্রভু, মাত্র প্রশ্নের সহজ মীমাংসা শুনিয়ে।

পাতঞ্জল। তোমার প্রতি আমার কি আদেশ ছিল? ভবিষ্যতে তুমি এই মন্দিরে দেবসেবায়েৎ হ'য়ে পৌরহিত্য করবে জন্মের মত কামিনী-কাঞ্চনত্যাগে ব্রহ্মচারী হ'য়ে, তার পরীক্ষাও গ্রহণ করেছি; যুবতী সেবা-দাসীর মধ্যে বিশ্বাস ক'রে তোমায় স্থান দিয়ে রিপুজয়ী করেছি, কিন্তু নীচ সাপুড়ে মেয়ের কাছে তুমি পরাজিত হ'য়ে জীবন কলুষিত কর্‌লে?

গোরক্ষনাথ। না গুরুদেব! এখনও আমি অবিশ্বাসী নই—

পাতঞ্জল। উত্তম, এখনও আমি তোমায় বিশ্বাস করবো; কিন্তু যতটুকু পাপ সঞ্চয় করেছ এই অবিবাহিতা নীচ সাপুড়ে মেয়ের সঙ্গে বাক্যালাপ ক'রে, তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমায়; তুমি নিজের হাতে একে মৃত্যুদণ্ড দেবে।

গোরক্ষনাথ। মৃত্যুদণ্ড?

পাতঞ্জল। হ্যাঁ, পাপের প্রায়শ্চিত্ত!

মহান্তী। না ঠাকুর, গোরক্ষনাথ পাপী নয়, তবে কেন সে আমায় মৃত্যুদণ্ড দেবে?

পাতঞ্জল। স্তব্ধ হও; সাপ নিয়ে বিষের খেলা খেলে যে, তার চক্ষে পাপী নাই—মৃত্যুদণ্ডে সে কখনো ভীতা হয় না। গোরক্ষনাথ! এই নীচ বালিকা তোমারই স্পর্দ্ধায় পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ ক'রে নিজের স্বার্থ বিছিয়ে দেবতার অধিকার হ'তে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে যায়—তার রূপের মাদকতা দিয়ে তোমার মত বিশ্বাসীকে অবিশ্বাসী ক'রে গ'ড়ে তুলতে চায়। প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে, তুমিও তার পরিচিত; তার ফলে ওকে অন্ধকার কক্ষে বন্দিনী ক'রে রাখ, তুমি স্বহস্তে ওর দেহ অগ্নিসংযোগে জ্বালিয়ে দেবে।

গোরক্ষনাথ। আপনার নীতিবোধ আমার দুর্ব্বোধ্য প্রভু! আমি বুঝতে পারছি না, কোন্ কলঙ্ক অপসারিত করতে এমন ভীষণ আগুন জ্বালাবার প্রয়োজন? সাপুড়ের মেয়েকে ক্ষমা করুন প্রভু!

পাতঞ্জল। সাপুড়ের মেয়েকে ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তোমায় ক্ষমা করতে পারি না; তোমারই পাপে সাপুড়ে মেয়ের প্রাণদণ্ড—

উৎকলের প্রবেশ।

উৎকল। সাপুড়ে মেয়ের প্রাণদণ্ড? এই মন্দিরে? নারায়ণ বিগ্রহের এ

সম্মুখে নারীহত্যা? কেন পুরোহিত, বৈষ্ণব শাস্ত্রীয় কোন্ যজ্ঞ সম্পন্ন করবার অভিপ্রায়ে আজ এই বলিদানের প্রয়োজন? আপনার পৌরহিত্যের সম্মানে কি আঘাত পেয়েছেন? কিম্বা আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের আধিপত্য বিস্তারে এমন একটা আদর্শ কীর্ত্তি দেশবাসীর চক্ষে ধ'রে দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করছেন?

পাতঞ্জল। এই নীচ বালিকা মন্দির অপবিত্র করেছে।

উৎকল। এই বালিকা? নীচ হ'লো কিসে? তার জাতি-ধর্ম্মে? তার জন্মের দারিদ্রে? বসন-ভূষণে? অঙ্গসৌষ্ঠবে? কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে তার যদি রেখায় রেখায় নীচতার দলনযন্ত্র পবিত্রতা অঙ্কিত থাকে, তবে সম্মুখের ঐ সাধনার দেবতাও মিশে যাবে তাঁর অন্তর দিয়ে ঐ নীচ বালিকার পবিত্রতা প্রচারে। যত অপরাধই হোক্, নিরপরাধিনী ব'লে মুক্তিদান করুন! রাজসভায় আজ-অভিষেক উৎসব—আপনাকেই দিতে হবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত নূতন রাজ্যশাসকের ভালে জয়টীকা; নারীহত্যার রক্তে সে জয়টীকা কলঙ্কিত করবেন না, আপনার পৌরহিত্যের ক্রিয়াচার ক্ষুণ্ণ হবে।

পাতঞ্জল। নীচের স্পর্দ্ধায় এমন শুভদিনে আজ মন্দির অপবিত্র হওয়া নূতন অভিষিক্ত রাজার সিংহাসন আরোহণে এ এক দুর্লক্ষণ!

উৎকল। নীচের স্পর্দ্ধাকে প্রশ্রয় দেওয়ায় যে দুর্লক্ষণ, তার চেয়ে দেবতার স্থানে ক্রুদ্ধ অন্তরের তাড়নায় নারীহত্যাসাধন সহস্রগুণ সর্ব্বনাশের সূচনা! হরিভক্তিপরায়ণ সত্যসন্ধ মহারাজ ধ্রুবের এ ধর্ম্মরাজ্যে এতটুকু অবিচার স্থান পায় না। আজ তিনি ধর্ম্মের নামে শপথ ক'রে দুই পুত্রের মধ্যে যাকে হোক্ তাঁর রাজ্যখণ্ড দান করবেন। আমি কিন্তু রাজ্য চাই না, চাই রাজ্য রক্ষা করতে; তাই অভিষেক-উৎসবের পূর্ব্বে পিতৃ-আদেশে দেবতার স্থানে আত্মনিবেদনে কামনা

জ্ঞাপন কর্‌তে এসেছি। [নারায়ণকে প্রণাম করিলেন।] দেবতাকে প্রণাম করা হ'লো, কিন্তু পুরোহিত ! আপনার হাত দিয়ে নির্ম্মাল্য গ্রহণ করা হ'লো না !

পাতঞ্জল। কেন ?

উৎকল। ভক্তি হ'লো না ; আপনার অন্তরে দাগ পড়েছে হিংসার, অবিচারের অথবা কোন স্বার্থের ! আপনি দায়িত্ব হারিয়ে ফেলেছেন— নারী-নির্য্যাতন আপনার চরিত্রকে কলুষিত করেছে ; আপনার স্পর্শিত নির্ম্মাল্য বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌বে—আশীর্ব্বাদে অভিশাপের কীট দংশন কর্‌বে !

পাতঞ্জল। এতখানি নীচ ঘৃণার পাত্র যদি আমি, তবে কি প্রয়োজন আমার, মন্দিরের পবিত্রতার প্রহরী সেজে দাস্যবৃত্তি করা ? কি প্রয়োজন, দেবতার বিগ্রহ বুকে আঁকৃড়ে ধ'রে নিত্যসাধনায় তোমাদের কল্যাণে অন্তর শূন্য ক'রে অশ্রু বিসর্জ্জন করা ? রক্ষক যাদের আমি, তারা যদি আমার মর্য্যাদার পৃষ্ঠে অবিশ্বাসের বেত্রাঘাত করে, তবে সে রক্ষকের কার্য্যকুশলতার প্রয়োজন কি ? কেড়ে নাও আমার বৃত্তি দায়িত্ব সাধনা—রুদ্ধ কর মন্দিরদুয়ার—পদচ্যুত কর আমায় আমার পৌরহিত্য হ'তে !

উৎকল। আপনি কর্ত্তব্যনির্ণয়ে অক্ষম ; উদারতার পরিচয় যেখানে নাই, শ্রদ্ধা নিবেদন সেখানে ছুটে যায় না—বিচার হারালে শক্তি বৃদ্ধি পায় না।

বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। আর পিছনে শত্রু রেখে রাজসিংহাসনে বসাও বুদ্ধিমানের কাজ নয় ; নির্ব্বুদ্ধিতার ফলে পুরস্কার নিতে প্রাপ্য হয় তিরস্কার।

সারা পৃথিবী যাচাই ক'রে মুক্তার মালা গলায় প'রে, সে মালা শেষে সাপ হ'য়ে বুকে দংশন করে। হা-হা-হা-হা, দাদা! এ তোমারই কথা। আচ্ছা, এ সব কথাগুলো তোমার মনে হয় কি ক'রে? তুমি আজ রাজা হ'তে চলেছ—আমি বুঝতে পারছি, পিতা তোমাকেই রাজা কর্‌বেন; মাত্র মৌখিক একটা কর্ত্তব্য দেখিয়ে আমাকেও রাজটীকা নিতে পাঠালেন মন্দিরে ঠাকুর প্রণাম কর্‌বার আদেশ দিয়ে! যাই হোক্, পিতৃ-আজ্ঞা! কি ঠাকুর, একটা ফোঁটা-টোটা দেবে? কাজের হয় তো দাগ একটা কেটে দাও, নইলে মিছি-মিছি হাত নষ্ট ক'রো না—ঠাকুরকেও তোমার খেলো ক'রো না। ছেলে ভুলোনো একটা আশা দিয়ে প্রাণ খারাপ ক'রে দিও না, তা হ'লে হয় তো তোমার সম্মান রাখ্‌তে পার্‌বো না!

উৎকল। না বৎসর, পিতাকে আমি তোমার হস্তেই রাজ্যভার দিতে অনুরোধ কর্‌বো; আমার রাজ্যলোভ নেই—তোমাকে সাহায্য ক'রে রাজসেবক হওয়াই আমার ধর্ম্ম।

বৎসর। [মহান্তীকে দেখিয়া] একি, এটা আবার কে? এ কাদের মেয়ে?

পাতঞ্জল। সাপুড়ের মেয়ে!

উৎকল। এই মেয়েটী না কি মন্দির প্রবেশ করায় মন্দির অপবিত্র হয়েছে! তাই পুরোহিত মেয়েটীকে বন্দিনী রেখে হত্যা কর্‌তে চান।

বৎসর। হত্যা?

মহান্তী। তোমাদের সকলের কাছে নিজের দোষে আমি লজ্জিতা; তবু তোমরা ভদ্র—তোমাদের কাছে অসদ্ব্যবহার প্রত্যাশা করি না। আমার জন্য বিবাদ-বিসম্বাদের প্রয়োজন নেই। আমি ভুল ক'রে মন্দিরে সাপ ধর্‌তে প্রবেশ করেছি, সেই অপরাধে মানুষে মানুষের টুঁটি কাম্‌ড়ে

ধ'রে রক্তপান করে না। আমি আজ বিপন্ন—বিচার ক'রে আমায় মুক্তি দাও!

বৎসর। সেই ভাল; বিচারে মুক্তি হোক্—দণ্ড হোক্, যা তোমার প্রাপ্য, তাই তুমি পাবে। তোমার প্রতি আমার মানসিক সহানুভূতি থাকা সত্তেও এখনি তোমায় মুক্তিদান করতে পারি না। আজ আমি আর আমার অগ্রজের মধ্যে যে কেউ রাজসিংহাসনে বস্‌বে, অন্তরের প্রীতি নিয়ে সেই তোমার বিচার কর্‌বে। উপস্থিত এই অক্ষমতার ভিতর দিয়ে তোমার বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নয়; তোমার কথা আমার মনে থাকৃবে। পুরোহিত ঠাকুর! মেয়েটীকে মন্দিরে বন্দী ক'রে রাখ।

উৎকল। তা হয় না পুরোহিত ঠাকুর! ক্ষুদ্র একটু অপরাধ নিয়ে রাজসভার বিচার্য্য বিষয় গ'ড়ে তোলা শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়; বালিকাকে ছেড়ে দিন!

বৎসর। সে কি দাদা? পুরোহিত যাকে হত্যাদণ্ডে দণ্ডিত কর্‌বার সঙ্কল্প করেছেন, তাকে এত সহজে মুক্তিদান করা বিশেষ পক্ষপাতিত্বের পরিচয়। মুক্তিলাভ অসম্ভব! যদি সম্ভব হয়, রাজসভায় তা বিচার্য্য বিষয়।

উৎকল। এ নিষ্ঠুরতার পরিচয়—

বৎসর। এ নিঠুরতার প্রতিকার ক'রো রাজসিংহাসনে ব'সে। শত অশান্তি সৃষ্টি হ'লেও এখন ঐ বালিকা বন্দিনী; পুরোহিত ঠাকুরও এখন তার মুক্তিকামী হ'লে বালিকাকে বন্দিনী রাখ্‌তে হবে বিচার-কাল পর্য্যন্ত, অন্যথায় কৈফিয়ৎ দিতে হবে। পুরোহিত ঠাকুর! তোমার অভিপ্রায়?

পাতঞ্জল। বালিকা বন্দিনী—

উৎকল। না, বালিকা মুক্ত।

বৎসর। রাজসিংহাসন অধিকার করবার পূর্ব্বেই বিচার হ'য়ে যাচ্ছে দাদা! নিজের মান-মর্য্যাদা সত্তা রক্ষা ক'রে কথা কও; তোমার বা আমার এখন কারো অধিকার নেই বালিকাকে মুক্তিদান করবার!

উৎকল। নিপীড়িতা আর্ত্ত নারীকে রক্ষা করবার অধিকার সকল দেশে সকল জাতির সকল মানুষেরই আছে।

বৎসর। কিন্তু সকল সময় সে অধিকারের উন্মাদনা কার্য্যকারী হয় না—বিচারকে ক্ষুণ্ণ ক'রে কার্য্য সম্পন্ন হয় না। আমার শেষ কথা পুরোহিত! বালিকা তোমার মন্দিরে আমার বন্দিনী।

[প্রস্থান।

উৎকল। কিন্তু সাবধান! বালিকার উপর এতটুকু অত্যাচারের সূচনা দেখ্‌তে পেলে রাজনীতির নির্দ্দেশে প্রতিকারের শাসন-অস্ত্র ঘুমিয়ে থাকবে না! ন্যায় প্রতিবাদের পরিণামের কনিষ্ঠ আমার বিরুদ্ধে; সে বিরুদ্ধ আগুনে প্রাণ বলি দেবো, তবু আমি ন্যায়-নীতি পরিত্যাগ ক'রে তার অন্যায়ের তোষামোদ করবো না!

মহান্তী। হে উদার মহান! ধর্ম্মাধিকরণ তোমারই প্রাপ্য—ধর্ম্মের সংসার যে এমনি ধর্ম্মপ্রাণেরই কাঙাল! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন!

উৎকল। মনে থাকবে মা, নির্ম্মম ষড়যন্ত্রভরা নিশ্বাস-দৃষ্টি সঞ্চালিত ভীতা ত্রস্তা তুমি, হতাশ জীবন নিয়ে আমার আশ্রিতা! ঐ দেবতা তোর কাছে মা, পায়ের তলায় মাথা নোয়া—অত্যাচারের প্রতিকারে সেই অস্ত্র সৃষ্টি করবে অত্যাচারীর শিয়রে! পুরোহিত! এই বালিকা আমার কনিষ্ঠের বন্দিনী, কিন্তু আমারও গচ্ছিত রত্ন, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

[প্রস্থান।

পাতঞ্জল। গোরক্ষনাথ! নিয়ে যাও ঐ কক্ষে এই বালিকাকে—বন্দিনী ক'রে রাখ! তুচ্ছ একটা সাপুড়ে মেয়ের জন্য আমার এই হীন অপমান! লক্ষ রাজার ঐশ্বর্য্য যা দিতে পারে না, জগতের সকল শ্রেষ্ঠত্ব যা দিতে পারে না, সেই কামনার মর্য্যাদার মূলে কুঠারাঘাত ক'রে জীবন আমার শুষ্ক মরুভূমি ক'রে দিয়েছে! যাও—নিয়ে যাও ঐ কক্ষে, আজ হ'তে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ!

[প্রস্থান।

গোরক্ষনাথ। [মহান্তীকে চোখে কাপড় দিতে দেখিয়া] কাঁদ্‌লে হবে না সাপুড়ের মেয়ে! বিষ হারিয়ে সাপ যেমন নির্ব্বিষ, সাপ হারিয়ে তুমিও তেমনি অঙ্গহীন!

মহান্তী। ওগো দেবতা! আমার একটা কেউটে গেছে, কিন্তু তার বদলে বাস্তমঙ্গল মাথায় ধরেছে আলো করা উজল মণি!

গোরক্ষনাথ। পালিয়ে চল্—পালিয়ে চল! ও মণির আলো নয় রে বন্দিনী, ও একটা সর্ব্বনাশের সূচনা—জীবন্ত আলেয়ার আলো—

সাপ গলায় পরিয়া গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।—

গীত ঃ

সেই আলোতে ধরেছি এই কেউটে কালো।
আদরে আর মুখচুম্বনে সে আছে ভালো॥
শিব-সাগরের কালোরতন, কি জানি কি পেয়ে যতন,
বিষে ভরা ব্যাকুল নয়ন পেয়েছে আলো॥
ডাক হাতছানি দিয়ে সঘনে, যেতে পারে যাবে এই উজানে,
ডাক ডাক এই নিরঞ্জনে মিলন হ'লো॥

মহান্তী। ও আমার কেউটে; তুমি ধরেছ কেন?

নারায়ণ। ধরেছি আমার খেয়াল; হয় তো তোমাকেই আবার ফিরিয়ে দোবো!

[প্রস্থান।

গোরক্ষনাথ। মন্দিরের বাইরে এসো! সাপ নিয়ে খেলা কর্‌বার এ যোগ্য স্থান নয়।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রাজসভা।

গীতকণ্ঠে রঙ্গিণীগণের প্রবেশ।

রঙ্গিণীগণ।—

গীত।

ডালিভরা ফুল তুলেছি নূতন বাসর সাজিয়ে দিতে।
নূতন হাওয়ার মন বেঁধেছি নূতনে সব রঙিয়ে নিতে।
রঙ্‌ তুফানের দোল্‌না এলো, গলার মালা গাঁথা হ'লো,
কার গলে তা দুল্‌বে ভাল কে পরাবে কোমল হাতে।
বিনি সূতোয় গাঁথলে কি হয়, মোহন মালা বদল না হয়,
তারে তারে সুর বেজে যায় সলাজ চকিত চিতে॥

মাণিকচাঁদ ও মঙ্গলের প্রবেশ।

মাণিকচাঁদ। বাজী ফেল্‌—

মঙ্গল। আর বাজী ফেল্‌তে হবে না! এখানে অবলার দল তোমার বোকামীতে হেসে লুটিয়ে প'ড়ে পেট ফেটে ম'রে যাবে, আর এই শুভদিনে তাদের মাল্যবরণ নাচ-গান সব বন্ধ হ'য়ে যাবে। তার চেয়ে ডিগবাজী খাও, আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাহবা দিয়ে দেখা-শোনা করি!

মাণিকচাঁদ। কেন, ডিগবাজী খাবো কি দুঃখে?

মঙ্গল। শুধু কি ডিগবাজী খাবে? খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও আটটা রম্ভা গলাধঃকরণ করতে হবে, তাও কাঁচা—

মাণিকচাঁদ। অর্থাৎ অষ্টরম্ভা অর্থাৎ কাঁচকলা—

মঙ্গল। হ্যাঁ, বোকচণ্ডীদের পক্ষে খুব চমৎকার সুখাদ্য!

রঙ্গিণীগণ। [হাসিয়া উঠিল।

মাণিকচাঁদ। তার মানে? খুব হাসির ফোয়ারা তুল্‌ছো যে? সে দিন খোসামোদ ক'রে হাসির একটু ছিটেফোঁটা দেখ্‌তে পেলুম না, আজ যে একেবারে একগঙ্গা হাসি! ভারি আমোদ—না? ওঃ, হাতে ফুলের মালা নিয়ে একেবারে নেটিপেটি থেংরা ধ'রে জীবন গেল, আজ হয়েছেন সভাসুন্দরী!

রঙ্গিণীগণ। তোমার ভাগ্যে কিন্তু অষ্টরম্ভা!

মাণিকচাঁদ। আমার ভাগ্যে অষ্টরম্ভা থাকুক্—বিশ হাজার রম্ভা থাকুক, তোমাদের অত টনক নড়্‌লো কেন?

মঙ্গল। মাণিকচাঁদ! রাগের মাথায় যা বলেছ বলেছ, বিশ হাজার রম্ভার কথা আর জীবনে উচ্চারণ ক'রো না! দেশশুদ্ধ লোকে তোমায় মহাবীর মনে ক'রে যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারী করবে—জিনিসটা অন্য রকম হ'য়ে দাঁড়াবে!

মাণিকচাঁদ। দাঁড়াক্ গে অন্য রকম! বিশ হাজার কলা খাবো,

এ কি আর আশ্চর্য্যের কথা না কি? এমন দিন গেছে, তেঁতুলের টাক্না দিয়ে আমাদের বাস্তুভিটে পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলেছি।

মঙ্গল। আহা, বাপের গুণধর পুত্র! বাপ পিতামোর কত যত্নে গড়া বাস্তুভিটের বনেদ পর্য্যন্ত খেয়ে ফেল্বে, এ আর আশ্চর্য্য কি? তাঁরা তৈরী ক'রে গেছেন, তুমি খেয়েছ—বেশ করেছ! খেয়ে দেয়ে ক' কলসী জল খেয়েছিলে ভাই? আর নগদ যা কিছু ছিল, তাই দিয়ে বোধ হয় মুখশুদ্ধি করেছিলে?

মাণিকচাঁদ। চণ্ডীমণ্ডপের চালাটা একদিন দেখ্তে দেখ্তে প'ড়ে গেল!

মঙ্গল। পড়্বে না তো কি? তাতে যে অনেক দিন চক্ষুদান করেছিলে ভায়া! মুখশুদ্ধির পর পেটে একটু ধোঁয়া চাই তো? চালায় যত দড়ী ছিল, গেরো খুলে তা কল্কের ওপর গুঁজে মনের আনন্দে ফুঁকে দিলে! তাই বাঁধনহারা চালা তোমার মত মহাপুরুষকে প্রণাম করতে সটান ওপর থেকে একেবারে নীচে

মাণিকচাঁদ। তার মানে? ফুঁকে দিলুম মানে? আমি গাঁজাখোর না কি? তুমি যে যা তা বল্তে আরম্ভ কর্লে! দাঁড়াও—আজকের দিনটা যাক্, কাল চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমায় টিট্ ক'রে দেবো! কি—মনে করেছ কি? যার তার কাছে যা তা বল্ছো, কিছু বলি নি ব'লে নয়? বাস্তুভিটে খেয়েছি উদরের বলে, কিন্তু বাহুবল—বাহুবল জান?

মঙ্গল। দু' একটা গাঁজাখুরী গল্প শোনাও না মাণিক—একটু উপভোগ করি!

মাণিকচাঁদ। আমার বাঘ মারা দেখেছ?

মঙ্গল। ভাগ্যে আর ঘট্লো কই?

মাণিকচাঁদ। অমাবস্যার রাত্তিরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে সকাল হয়েছে মনে ক'রে শানবাঁধানো ঘাটে দাঁতন করতে বসেছি, অমনি একেবারে হিল-হিল করছে বাঘ—খুব কম হয় তো একশো থেকে আড়াইশো তিনশো! প্রথমটা মনে করলুম শ্যাল ফ্যাল হবে—দু' একটা তাড়া দিলুম; সে কি শোনে? আমার হাতে তাদের মৃত্যু লেখা রয়েছে, আর হ'লোও তাই! টপ্ ক'রে ধ'রে ফেল্‌লুম তিন তিনটে বাঘ—দু' বগলে দুটো একেবারে পিশে মেরে ফেল্‌লুম, আর একটা কেবল চুঁ মেরে মেরে—

মঙ্গল। আর বাকিগুলো?

মাণিকচাঁদ। আর কথা আছে ভায়া? নেংটী ইঁদুরের মত চিঁ-চিঁ করতে করতে দৌড়—দৌড়—

মঙ্গল। ও বাবা, সত্যিকারের বড় বড় বাঘ না বেলেমাটির ছোট ছোট কাঁচা বাঘ?

মাণিকচাঁদ। দুত্তোর বেলেমাটি! বড় বড় বাঘ—কোনটা হাতী—কোনটা গণ্ডার—কোনটা সিন্ধুঘোটক—

মঙ্গল। তবে যে শুনলুম, সে দিন বেরালের ল্যাজের ঝাপ্‌টা খেয়ে কবিরাজ ডাকতে হয়েছিল?

মাণিকচাঁদ। তোমরা ঐ রকমই শোনো! ধরলুম বাঘ, শুনলে বেরাল! লোকের বড় বড় বড় কীর্ত্তিগুলো ছোট ক'রে দেখা তোমাদের কেমন স্বভাব! বললে গুমোর করা হয়, আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনটে বাঘকে চট্‌কে বড়ী পাকিয়ে ফেল্‌লুম!

মঙ্গল। [রঙ্গিণীগণের প্রতি] ওগো শুনছো? একেবারে বড়ী—অর্থাৎ তিনটী গুলী! তোমাদেরও ঐ রকম গুলী পাকিয়ে একেবারে গুলীর আড্ডায় চালান দেবে—এক এক টানে ফটাফট ক'রে ফেটে

একবার দপ ক'রে জ্ব'লে উঠে একেবারে পঞ্চভূতে মিশিয়ে যাবে! ওঃ, মাণিক রে! তোকে পূজা করবো কি তোর ডু'গালে চড়াবো, তা মাথায় আনতে পারছি না!

মাণিকচাঁদ। হ্যাঁ রে মঙ্গল, তুই দিন দিন ও রকম অভদ্র হ'চ্ছিস্ কেন?

মঙ্গল। ভদ্র অভদ্র গায়ে লেখা থাকে না কি? তোমার স্বভাব দেশশুদ্ধ লোক জেনে গেছে। ছোট রাজকুমারের সঙ্গী ব'লে তোমায় তো কেউ ছেড়ে কথা কইবে না? নামটী তোমার মাণিকচাঁদ বটে, কিন্তু ভেতরটা তোমার একেবারে মাকাল ফল! তার ওপর প্যাচোয়া স্বভাবটা যাবে কোথা? পুকুরে পাক আর নদীতে বালি—এ একেবারে ভগবানের ব্যবস্থা!

মাণিকচাঁদ। ভগবানের ব্যবস্থা উল্টে যাবে! ছোট রাজকুমার রাজমুকুট মাথায় দিয়ে রাজসিংহাসনে বসুক্, তারপর তোমার চ্যাটাং-চ্যাটাং বুকনীর ব্যবস্থা আমি করবো, আর এদের দিয়ে উঠোন ঝাঁট দেওয়াবো, তবে আমার নাম! যত সব তেলে ভাজা বেগুনী এসেছে—

মঙ্গল। ঘিয়ে ভাজা পালোয়ানের সঙ্গে পাল্লা দিতে! ওগো তেলে ভাজা বেগুনী সুন্দরী, আজ তোমাদের অধঃপতনের চরম হ'য়ে গেল! ভায়া আমার ঘৃতপক্ক মচ্মচে পল্তা ভাজা—এই বেলা ব্যবস্থা কর!

রঙ্গিণীগণ। তাই না কি?

গীত।

ওগো ভেজাল ঘিয়ের পল্তা ভাজা।
তোমায় খাই কি না খাই ভাবনা যে তাই,
পাই কি না পাই সেই মজা॥
বাসি হ'লে চল্বে নাকো, মুখে দিতে গরম থেকো,
এই হ্যাঙলা দাঁতের পেষাইকলে দেখ্বো কেমন প্রাণ তাজা॥

মঙ্গল। ও মাণিক ভায়া! খুব বলেছ কিন্তু—"ভেজাল ঘিয়ের পল্‌তা ভাজা"—আর কথা ক'য়ো না—ওদের ঘাঁটিও না!

মাণিক। ওদের চেয়ে তুমি আরও ভয়ানক! তুমি একটা ভীষণ অস্বাভাবিক মানুষ!

মঙ্গল। ঐ মহারাজ আর রাজকুমারগণ আস্‌ছেন, এইবার আমার প্রকৃত স্বভাবটা দেখ্‌তে পাবে।

ধ্রুব, উৎকল, বৎসর, অনঙ্গসিংহ এবং একটী
পাত্রে মুকুট, রাজদণ্ড ও চন্দন-মাল্যহস্তে
জনৈক সামন্তের প্রবেশ।

ধ্রুব। এসো পুত্রগণ! শুনুন হিতকামী মিত্রগণ! অচিন্ত্য অব্যয় সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষের দাসানুদাস আমি; তাঁর চরণ-রাজীবে অন্তরের কামনা নিবেদন ক'রে দুই পুত্রের মধ্যে নীতিজ্ঞ এক পুত্রের মাথায় রাজমুকুট আর অন্যের সুনিপুণ কার্য্যকুশলতার উপর এই ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের সকল ভার সমর্পণ কর্‌বো! আপনারা সকলে এই শুভ মুহূর্ত্তে ভগবানের চরণে অন্তর দেওয়া শুভ কামনা ক'রে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রাখুন—

গীতকণ্ঠে বিপ্রদাসের প্রবেশ।

বিপ্রদাস।—

গীত

অনাদি অনন্ত নরকনিবারী ত্রিতাপতারণ পতিতপাবন।
ত্রিগুণ-অতীত নীরদ-নিন্দিত সর্ব্বগুণান্বিত জয় জনার্দ্দন॥

ধরম সৌরভ করম গৌরব, মঙ্গল নির্ম্মল সদা শ্রীমাধব,
অচিন্ত্য অব্যয় অতুল বিভব পদে পদানত দীনহীন জন ॥

ধ্রুব। এসো বিপ্রদাস! তোমার ভক্তি-নিবেদনের সাগ্রহ আহ্বানে বিশ্বপতিকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে এসো শুভক্ষণে শুভ আশীর্ব্বাদের অমিয়ধারা বর্ষণ করতে। অনঙ্গ!

অনঙ্গ। আদেশ করুন!

ধ্রুব। পুরোহিত পাতঞ্জলকে শুভ মুহূর্ত্তে রাজসভায় আস্‌তে সংবাদ দিয়েছিলে?

অনঙ্গ। যথারীতি আদেশ প্রতিপালিত হয়েছে মহারাজ!

ধ্রুব। তবে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ কি? আমার যে বাণপ্রস্থ গ্রহণের শুভ মুহূর্ত্ত উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়! পুত্রদের কল্যাণ কামনায় শুভদিনে অশুভ লগ্নে ক্রিয়াচার বাঞ্ছনীয় নয়! আবার সংবাদ দাও; জেনে এসো, পুরোহিত পাতঞ্জল শুভ মুহূর্ত্তে ক্রিয়াচার সুসম্পন্ন করতে সক্ষম কি অক্ষম!

পাতঞ্জলের প্রবেশ।

পাতঞ্জল। পাতঞ্জল উপস্থিত মহারাজ! মনিষী মনস্বী মহাপুরুষের পৌরহিত্য আমার স্বধর্ম্ম! জানি আমি, ভারতের পরম ভক্ত মহারাজ ধ্রুবের যোগ্য পুত্রের রাজ্যাভিষেক—আমি তার জয়টিকা দানের পুরোহিত! দ্বিধাশূন্য হ'য়ে, রাজমুকুট রাজদণ্ড যোগ্য পাত্রে সমর্পণ করুন; আমি আমার কার্য্য নির্ব্বাহ করি!

ধ্রুব! ধর্ম্মরাজ্যে ধর্ম্মরক্ষায়, সিংহাসনের দায়িত্ববিচারে, রাজদণ্ডের মর্য্যাদাসাধনে আজ যোগ্য পাত্র নির্ব্বাচন; তাতে তৃপ্তি পাবে আমার বাণপ্রস্থ-ব্রত। সাম্রাজ্যের সম্রাট নির্ব্বাচন—আমার দুই পুত্র—এই সভা-

স্থলে সকলের সমক্ষে পুত্রদের পরীক্ষা ক'রে, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ পুত্রের হাতে সাম্রাজ্য দান করবো। বলুন সকলে, এ ভাবে রাজ্যের প্রতিপালক-নির্ব্বাচনে আপনাদের কারও আন্তরিক আপত্তি আছে?

সকলে। [উৎকল ও বৎসর ব্যতীত] না।

উৎকল। কিন্তু আমার আপত্তি আছে পিতা!

ধ্রুব। বল, ন্যায়সঙ্গত হ'লে তোমার আপত্তি আমি গ্রহণ করবো।

উৎকল। আরাধ্য রতন নারায়ণের পরম সাধু ইচ্ছার ভিত্তির উপর এই ধর্ম্মরাজ্য স্থাপিত। যাঁর আবাল্য সাধনায় সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটী স্তম্ভ আদর্শ দৃঢ়তায় উন্নতশির, জীবনের উদ্বেগ নিয়ে সেখানে সাম্রাজ্য শাসন করা কঠিন কার্য্য। পিতৃভাগ্যে ভাগ্যবান আমি, কিন্তু আপনার বাণপ্রস্থ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পাবো আমি কালের বাঁশী বাজবে এই সংসারে! অনন্ত শান্তির বংশীধ্বনি চ'লে যাবে আপনার বাণ-প্রস্থের পশ্চাতে—সংসারলক্ষী চ'লে যাবে আপনার সঙ্গে সেই বাশীর সুরতরঙ্গে লীন হ'য়ে! কি থাকবে এখানে পিতা? যা থাকবে, তা অশান্তি! আপনি কনিষ্ঠ বৎসরকে রাজ্য দান করুন; বিনা পরীক্ষায় সেই রাজদণ্ড গ্রহণ করুক্!

ধ্রুব। উত্তম; আর বৎসর! তোমার জ্যেষ্ঠের অভিমতের উপর তোমার কিছু আত্মমত প্রকাশ করবার আছে?

বৎসর। পিতা পুত্রবৎসল—স্নেহ বিতরণে কখনও তাঁর কার্পণ্য দেখি নি! বিধাতার অভিপ্রায়ে, আপনার ইচ্ছায় রাজমুকুট আমি গ্রহণ করলেও জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে সর্ব্ব দিক দিয়ে আমার প'ক্ষে তা অশোভ-নীয়! সাম্রাজ্যশাসনে আমি অক্ষম না হ'লেও, সাধারণের মনোবৃত্তির বিচারে তা আমার প্রাপ্য হবে কেন পিতা? আপনি বিচার ক'রে রাজদণ্ড আমার অগ্রজকেই দান করুন!

ধ্রুব। হুঁ—বুঝ্‌লাম! রাজদণ্ড রাজমুকুট গ্রহণে তোমাদের উভয়েরই প্রকারান্তরে আপত্তি আছে। কিন্তু সে ইচ্ছা কারো বলবতী হবে না, কারণ আমাকে তা দান ক'রে মুক্ত বিহঙ্গের মত চ'লে যেতে হবে আপন গন্তব্য পথে! পুত্রদের কর্ত্তব্য নয় তাতে বাধা দান করা।

উৎকল। আপনি বৎসরকেই সাম্রাজ্য দান করুন পিতা!

বৎসর। তা যদি হয়—জ্যেষ্ঠকে যদি সাম্রাজ্যখণ্ড হ'তে বঞ্চিত হ'য়ে আমার সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়, তবে জ্যেষ্ঠের কোন সাহায্যও আমি প্রার্থনা করি করি না! কারণ, ধর্ম্মের সাম্রাজ্যে জ্যেষ্ঠ হবে কনিষ্ঠের আজ্ঞাবাহী দাস—এ আমার অধর্ম্ম; তিনি থাক্‌বেন মাত্র নিষ্কর্ম্মা বৃত্তিভোগী।

ধ্রুব। উত্তম, সে আমার বিচার্য্য বিষয়! সাম্রাজ্য আমারই থাক্‌লো—আমি বিচার ক'রে যাকে ইচ্ছা দান করবো; কিন্তু বাণপ্রস্থ-ব্রত যেন আমার পণ্ড না হয়! সাম্রাজ্য না চাও, বল—আমার এই বিদায়ের মুহূর্ত্তে তোমরা পিতার কাছে কি স্নেহের দান গ্রহণ করতে চাও? বৎসর! তুমি কনিষ্ঠ, তুমি আগে চাও!

বৎসর। পিতা! আপনার স্নেহপ্রত্যাশী সন্তান আমি, সেই দাবীতে প্রার্থনা করি নাট্যশালার সুসজ্জিত অট্টালিকা আর সঞ্চিত সম্পদপূর্ণ রাজভাণ্ডার! আমি প্রজা চাই না—রাজ্য চাই না—শাসনদণ্ড চাই না।

ধ্রুব। তারপর?

বৎসর। আর যিনিই এ সাম্রাজ্যের রাজা হোন্, আমার বিনানুমতিতে সাম্রাজ্যের প্রাপ্য আদায়ে কখনও হস্তক্ষেপ করবেন না; প্রয়োজন মতে রাজ্যের কল্যাণে আমিই তা ব্যয় করবো।

ধ্রুব। তারপর?

বৎসর। রাজ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ উপস্থিত হ'লে, সমর ঘোষণার পূর্ব্বে

আমার সম্মতির প্রয়োজন, কারণ জটীল রাজনীতির মধ্যে আমি জীবন উৎসর্গ করবো না।

ধ্রুব। আর কিছু ?

বৎসর। এই পর্য্যন্ত পিতা!

ধ্রুব। উত্তম। উৎকল! আমার এই শেষ দানের দিবসে তোমার তীর্থযাত্রী পিতার কাছে তোমার অন্তরের প্রার্থনা প্রকাশ কর!

উৎকল। পিতা! মায়া-প্রপঞ্চের সংসারক্ষেত্র যাঁর কাছে ঐশী চিন্তার সাধনাভূমি, যিনি জ্ঞানের দ্বারা মায়া ছেদন ক'রে আদর্শ মানবত্ব দেখিয়ে আজ মহামানব, যাঁর বিচিত্র বুদ্ধি-কৌশলে এই বিপুল ধর্ম্ম-সাম্রাজ্য পরিচালিত, সেই পরমগুরুর স্নেহাশীর্ব্বাদই আমার এক-মাত্র কামনার। যদি লোকচক্ষের দান দেওয়া আপনার উদ্দেশ্য হয়, তবে আপনার পরম সাধনায় যে ভগবানের ষড়ৈশ্বর্য্যশালী বিপুল বিভূতি প্রকটিত, প্রাণের আকর্ষণে যে মহাপুরুষ অহর্নিশি বিকশিত, যিনি শান্তির বসন্ত-সমীর—যাঁর করুণার সমীরস্পর্শে পাপী তাপী সংসারবাসীর সকল তাপ বিদূরিত হয়, সেই সর্ব্বতীর্থময় ভবকারাবদ্ধ জীবের পরিত্রাতা নারায়ণের সেবায় আমায় নিযুক্ত করুন! আপনার সম্পদের অধিকারী হ'য়ে নয়—সেবকের দীনতা নিয়ে; এক মাত্র বিশ্বেশ্বরের প্রসাদই আমার কামনা। আমার প্রার্থনা আপনার নারায়ণ—নারায়ণের তীর্থ-মন্দিরে দেবসেবার পূর্ণ অধিকার!

ধ্রুব। তুমি ঐশ্বর্য্য চাও না?

উৎকল। তাতে শান্তি নাই পিতা, আছে বিষ-বহ্নির প্রবল দাহন!

ধ্রুব। তুমি রাজদণ্ড, রাজসিংহাসন, প্রজার আবেদন কিছুই চাও না?

উৎকল। সে আমার জীবনগতির বিপত্তি—তাতে ক্ষুণ্ণ হবে আমার কর্ম্মের উৎকর্ষসাধন।

ধ্রুব। তোমার ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য তুমি সব পরিত্যাগ করতে পার?

উৎকল। কাদম্বিনী-অধিকৃতা অমানিশা বিদূরিত করতে আমার সে আলোকরশ্মি সঞ্চয় নাই পিতা! তমসী নিশার সংহারমূর্ত্তি বড় ভীষণ; সে সাধন-অস্ত্র আমার অস্ত্রাগারে নাই পিতা!

ধ্রুব। আছে—তুমিই পারবে! অমানিশার গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত করতে অপূর্ব্ব শক্তিতে তুমিই জ্বালতে পারবে সেই আলো! ধর্ম্মময় মহাপুরুষের এই আলোক-সাম্রাজ্যে অন্ধকারের আশঙ্কা মাত্র উত্থিত হ'লে তুমিই পারবে তা সরিয়ে দিতে তোমার অজ্ঞাত অর্জ্জিত সাধন-অস্ত্রের আঘাতে। উৎকল! ধার্ম্মিক পুত্র আমার! এ ধর্ম্মরাজ্য তোমারই প্রাপ্য—এ রাজমুকুট তোমারই যোগ্য! [মাথায় রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন।] এ সিংহাসন তোমারই সাধনার পুরস্কার। [উৎকলকে সিংহাসনে বসাইলেন।] ভগবানের ধর্ম্মপ্রচারের নিদর্শন এই রাজদণ্ড তোমারই হাতে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় একান্ত শোভনীয়। [হস্তে রাজদণ্ড দিলেন।]

উৎকল। না—না পিতা! এ মায়ার আক্রমণ হ'তে আমায় রক্ষা করুন!

ধ্রুব। না, এ রাজ্যের তুমিই প্রকৃত অধীশ্বর। সকল বিপদে মধুসূদনের স্মরণাপন্ন হ'য়ো, অশান্তি অপসারিত হবে। এসো পুত্র, বিনা দ্বিধায় আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর!

[ধ্রুব উৎকলের মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন; রঙ্গিণীগণ ফুল ছড়াইল; বিপ্রদাস ও রঙ্গিণীগণ গাহিল।]

গীত।

বিপ্রদাস।— গাও নূতন মাতন সুরে জয় আকাশ আশিস্‌ঝরা জয়।

রঙ্গিণীগণ।— নির্ম্মল মঙ্গল সুবিহিত উজ্জ্বল বিধির বিধান দিল জয়।

বিপ্রদাস।— পূর্ণচন্দ্র যেন পূর্ণরূপে আজ দণ্ডধারী,
কর্ম্ম নিয়ে যেন কর্ম্মী রাজে মহাধর্ম্মাচারী,
সকলে।— কত শান্তি এলো প্রাণ মুগ্ধ হ'লো সফল বাসনা মধুময়।
বিপ্রদাস।— তোলো দিকে দিকে জয়গান,
রঙ্গিণীগণ।— বিধি মঙ্গল কর দান,
সকলে।— মোদের সম্বল যাহা সেই উপহার প্রাণের কামনা শুধু জয়।

ধ্রুব। বৎস উৎকল! সর্ব্ববাদী সম্মত অধীশ্বর তুমি সাম্রাজ্যের; আর বৎসর! তুমি আন্তরিক সহায়তা নিয়ে আজীবন এই ধর্ম্মাধিকরণের অধীশ্বরকে সাহায্য করবে। পুরোহিত! আপনি আশীর্ব্বাদ করুন নূতন সাম্রাজ্যপতিকে!

পাতঞ্জল। [চন্দন মাল্য লইয়া উৎকলকে আশীর্ব্বাদ করিতে উদ্যত হইলেন।]

উৎকল। পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ এখন স্থগিত থাকুক পিতা! আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করবো পূর্ণ অভিষেকের দিনে।

ধ্রুব। কেন, এর কারণ কি?

মহান্তীর প্রবেশ।

মহান্তী। সে কারণ আমি জানি মহারাজ!

ধ্রুব। কে তুমি?

মহান্তী। আমি সাপুড়ের মেয়ে! আপনার পুরোহিতের বিচারে, আপনার পুত্র দু'টীর বিচারে আমি বন্দিনী ছিলুম, আমায় উদ্ধার ক'রে এনেছেন পুরোহিতের প্রধান শিষ্য গোরক্ষনাথ। মহারাজ! আমি বিচার চাই—

ধ্রুব। বিচারগণ্ডীর বাহিরে এসেছি মাতা!

আজ আমি তীর্থযাত্রী—
বাণপ্রস্থ-ব্রতধারী, চ'লে যাই
মায়ার সংসারসূত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া!
জীবন-মরণ-সন্ধিস্থলে উপনীত যেবা,
নহে সে তো সংসার-বিচারে ভাগী!
নহি মহারাজ—কাঙাল ভিখারী আমি,
রাজদণ্ড, রাজসিংহাসন, রাজার মুকুট
উদ্যোগী পুরুষসিংহে করি সমর্পণ
চলি আমি সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে!
অভিযোগে বিচারপ্রার্থনা যদি,
আবেদন কর ওই নবীন ভূপালে!
এক রাজা যায়,
অন্য রাজা আসে অন্যথা কি তায়!
দিনে দিনে দিন যায় চলি,
অন্যের বিচার ছাড়ি
আপন বিচারে নিয়োজিত আমি।
তোমাদের রাজা—
ধর্ম্মাধিকরণে ওই দণ্ড ধরি করে।

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।—

গীত।

পাকা মাঝির তৈরী তরী ছেড়ে দেবে এই বাতাসে।
সেই তরণীর যাত্রী তুমি ছাড়্‌লে তরী ভাস্‌বে হতাশে।

মাঝি তোমায় ডাক দিয়েছে, নোঙর তুলে ব'সে আছে,
পারের টানে জল নেচেছে রূপ ধরেছে নীল আকাশে ॥

ধ্রুব। তুমি আবার কে ?

নারায়ণ। পারে যাবে যে ? পাকাপোক্ত দাঁড়ি নিয়ে আমি সেই নৌকার মাঝি !

ধ্রুব। এই এতটুকু বালক—আমায় নৌকা চালিয়ে পরপারে নিয়ে যাবে তুমি ?

নারায়ণ। আমিই তো নিয়ে যাই ! নইলে আর কে নিয়ে যাবে বল ? আমার তো আর কেউ নাই, তাই এতটুকু বয়সেই নিজের সংসার নিজে চালাই ! বেশী বিলম্ব ক'রো না ! তরী প্রস্তুত—যাত্রী পেলেই ছেড়ে দেবো !

[প্রস্থান ।

ধ্রুব। না, বিলম্ব কিসের ? আমার কার্য্য শেষ ! সকলেরই কাছে আমার প্রার্থনা—এই বিশ্বনাথ শ্রীহরির রাজ্যে যেন অহর্নিশি হরিনাম ঘোষিত হয়। আমার শুভাকামী বন্ধুগণ ! আমার পরম আত্মীয়গণ ! এই শুভ মুহূর্ত্তে হৃষ্টচিত্তে সকলে আমায় বিদায় দান কর ! জয় তারক্-ব্রহ্ম—জয় তারকব্রহ্ম—[প্রস্থানোদ্যত]

বৎসর। পিতা ! আমার প্রার্থনা কি অপূর্ণ থাকবে ? স্নেহপ্রবণ পিতা পুত্রকে দান দেবেন বলেছিলেন—

ধ্রুব। দান দিয়েছি পুত্র ! তোমার অগ্রজকে দান করেছি মুকুট দণ্ড সহ সসাগরা ধরণী, আর তোমায় দান করেছি ঐ সসাগরা ধরণীপতির আজ্ঞাবাহী সাহায্যকারীর পূর্ণ অধিকার ; তার যেন ব্যতিক্রম না হয় ।

[ধ্রুব ও সামন্তের প্রস্থান ।

পাতঞ্জল। তাই তো, মহারাজ এরূপভাবে গেলেন কোথায় ? এখনও

তাঁর যথেষ্ট দায়িত্ব আছে, অন্ততঃ নবীন রাজার পূর্ণাভিষেক পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকা উচিৎ ছিল।

উৎকল। আপনার কি বল্‌বার আছে, আমায় বলুন পুরোহিত! পিতার আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত, তাঁর সকল দায়িত্ব নিয়ে আজ আমি তাঁরই প্রতিনিধি স্বরূপ; এখনো আমার পরম সাহায্যকারী ভাই আপনার সম্মুখে বর্ত্তমান, এখনো আপনার বিচারবুদ্ধি নিয়ে আপনি নিজে বর্ত্তমান; অতি সহজেই সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হবে।

পাতঞ্জল। এই সাপুড়ে মেয়ের বিচার কর্‌বে কে?

উৎকল। প্রয়োজন হ'লে আমিই কর্‌বো।

পাতঞ্জল। আর গোরক্ষনাথের বিচার?

উৎকল। বিচারস্থলে তাকে প্রয়োজন হবে না। গোরক্ষনাথ আপনার বন্দিনীকে উদ্ধার ক'রে বালিকার মর্য্যাদা রক্ষা করেছে।

পাতঞ্জল। সেই অপরাধে গোরক্ষনাথ পতিত—সে মন্দির হ'তে তার ভবিষ্যৎ অধিকারে বঞ্চিত; আর বন্দিনীকে দণ্ডভোগ করতে হবে আমারই বিচারে।

উৎকল। তা হ'লে আমি কে? এই ধর্ম্মাধিকরণের মর্য্যাদা কি?

পাতঞ্জল। কি বিচার করতে চাও বন্দিনীর?

উৎকল। তুচ্ছ অপরাধের বিচারফলে বন্দিনী মুক্ত।

বৎসর। অগ্রজের এ বিচারশক্তিকে আমি কিন্তু সাধুবাদ দিতে পারি না। আমার বিচারে সাপুড়ের মেয়ে পুরোহিতের দণ্ডনীয়।

উৎকল। বৎসর! মনুষ্যত্ব হারিও না—বিচার করতে ব'সে অবিচার ক'রো না—আত্মপ্রবঞ্চনায় আপনাকে ক্ষত-বিক্ষত ক'রো না—প্রকৃতির সরলতায় অপবিত্র রেখাপাত ক'রো না।

বৎসর। আত্মগরিমায় তুমিও বিচারদায়িত্ব অতিক্রম ক'রো না।

উৎকল। বৎসর! তুমি উত্তেজিত হয়েছ—

বৎসর। আর তুমি হয়েছ আত্মগরিমায় অন্ধ!

উৎকল। আমার আত্মগরিমা কেড়ে নাও ভাই! আধিপত্য যদি আমার সেই গরিমার উপাদান হয়, তুমি নাও সেই আধিপত্য—নাও এই রাজদণ্ড—নাও এই মাথার মুকুট; তুমি হও সাম্রাজ্যের অধীশ্বর—ফেলে দাও আমাকে সকল বিচারদায়িত্বের বাইরে!

বৎসর। পিতার উপেক্ষিত সন্তান আমি—আমায় দিয়ে গেছেন তিনি ভিক্ষাবৃত্তি, তাতে প্রতিবাদ করবার আমার অবসর নেই; কিন্তু আমার মর্য্যাদার মূলে কারো কুঠারাঘাত আমি সহ্য করবো না। তোমার বিচারে বন্দিনী মুক্ত হ'লেও আমি তাকে বন্দিনী রাখবো; তাতে বাধা দেবার শক্তি থাকে, বাধা দিও!

উৎকল। চমৎকার! এ আমি জানতুম; সুশান্ত প্রকৃতির বক্ষ ভেদ ক'রে এমনি একটা ঝটিকায় পৃথিবীর বক্ষ আলোড়িত ক'রে তুলবে, তা আমি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছি। এমন একটা চাপা অগ্নি ধ্বংসকরী বাতাসে জ্ব'লে ওঠবার জন্য বহুক্ষণব্যাপী প্রচেষ্টা নিয়ে ধোঁয়াচ্ছিল, তা আমি বুঝতে পেরেছি; তাই পিতাকে শান্তিরক্ষায় অনুরোধ করেছিলুম তোমাকেই রাজসিংহাসন দান করতে। তুমি সেভাবে চাইতে পারলে না, তাই আমাকেই মাথা দিতে হ'লো বজ্রাঘাত বরণ করতে! এখনো সময় আছে; আমি পূর্ণাভিষিক্ত নই; নাও ভাই সিংহাসন—নাও ভাই সকল দায়িত্ব!

বৎসর। না—

উৎকল। আমায় অব্যাহতি দাও!

বৎসর। না—

উৎকল। তবে আমার বিচারকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে, আমার আজ্ঞা

অবুনতমস্তকে প্রতিপালন কর! আমার আদেশ, এই বন্দিনী মুক্ত। আর মহামান্য পুরোহিত! আপনার কলুষিত অন্তর নিয়ে আর দেব-মন্দিরে প্রবেশ করবেন না—আপনি পদচ্যুত!

পাতঞ্জল। উৎকল!

উৎকল। ক্রুদ্ধ আঁখিতে অভিশাপ দাও ব্রাহ্মণ! আজ নূতন রাজা অভিষিক্ত হোক্ সেই অভিশাপ-অগ্নিতে, তথাপি ধর্ম্মাধিকরণের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে। সাপুড়ের মেয়ে! চ'লে যাও নির্ভয়ে তোমার গন্তব্যপথে! জেনে রাখ, অলক্ষ্যে রাজার শাসনশক্তি তোমার জীবনরক্ষার অক্ষয় কবচ।

মহান্তী। হে মহান্! হে ভগবানের প্রতিনিধি! তোমার শাসন-শক্তি অক্ষয় হোক্—ধর্ম্মরক্ষায় জাগ্রত থাকো তুমি—লোকশিক্ষায় চিত্তের প্রফুল্লতা ঢেলে দাও তুমি—সাজ তুমি দীন দরিদ্রের পরম দয়াল—সকল জাতির নারীর মর্য্যাদা রক্ষা কর তুমি! এমন সসাগরা ধরণী-ঈশ্বর যিনি, তাঁর অপূর্ব্ব মানবতার রক্ষণশক্তির ছায়াতলে এ দুর্ব্বলা রমণী নির্ভয়—নিশ্চিন্ত—মুক্ত! সাপুড়ের মেয়ে আজ তোমার বদান্যতায় তার মন্ত্রশক্তি জাগিয়ে তুলে আকর্ষণ করবে শত শত কেউটে নিজের আত্ম-রক্ষায়! আমি একা ছুটবো আমার গন্তব্য পথে; কে ধরবে আমায়? কে সহ্য করবে কেউটের দংশন?

পাতঞ্জল। সাবধান বালিকা!

বৎসর। এই, কে আছ? সাপুড়ের মেয়েকে বন্দী কর! অনঙ্গসিংহ—

অনঙ্গ। ক্ষমা করবেন প্রভু! দেব তুল্য দিক্‌পাল মহারাজ ধ্রুবের সাম্রাজ্যে যা কখনও সম্ভব হয় নি—যা কখনও চোখে দেখি নি, তাকে সম্ভবে পরিণত করতে এ অনঙ্গসিংহ চিরদিনই অক্ষম! উচ্চ কিম্বা নীচ-জাতীয়া হোক্, মাতৃস্বরূপিনী রমণীর সকল অপরাধ মার্জ্জনা ক'রে তার মর্য্যাদা রাখ্‌তেই শিখেছি, অনিয়মে তাকে দণ্ড দিতে শিখি নি! আপ-

নার আদেশ প্রত্যাহার করুন! ধর্ম্মাধিকরণে মহারাজের আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করতে তাঁর হাতে গড়া যোগ্য রাজা বর্ত্তমান! তাঁর আদেশ ব্যতীত এ জঘন্য কার্য্য প্রতিপালনে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম!

বৎসর। পার্‌বে না?

অনঙ্গ। না।

বৎসর। আমি স্বহস্তে বন্দী কর্‌বো—

উৎকল। না—আমি স্বয়ং রক্ষক তার! এসো বালিকা, আমি স্বয়ং তোমার গৃহযাত্রার আয়োজন ক'রে দিই উপযুক্ত বিশ্বাসী দেহ-রক্ষী দিয়ে।

মহান্তী। আর একটী অনুরোধ, ঠাকুর গোরক্ষনাথকে রক্ষা কর্‌বেন; তিনি আমারই জন্য বিপদগ্রস্থ।

উৎকল। ধর্ম্মাশ্রিত জীবকে নিদারুণ পীড়ন থেকে ভগবান রক্ষা করেন। আমাকে তুমি বিশ্বাস কর মা! অনঙ্গসিংহ! বালিকাকে সঙ্গে নিয়ে এসো— [প্রস্থান।

অনঙ্গ। এ দাস চিরদিনই আপনার মহৎ কার্য্যের অনুসঙ্গী প্রভু!

[মহান্তী ও অনঙ্গসিংহের প্রস্থান্।

বৎসর। উত্তম—উত্তম! পুরোহিত! আপনার পৌরহিত্য যায়—দাঁড়াতে পার্‌বেন তা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে? ইন্ধন দেওয়া অগ্নিতে আমি চাই বাতাসসংযোগ! কর্ম্মের মাতনে আমাদেরও সৃষ্টি করতে হবে একটা সাম্রাজ্যখণ্ড, নতুবা জন্ম বৃথা—জীবন বৃথা!

পাতঞ্জল। তোমার জীবন সার্থক ক'রে সাফল্যমণ্ডিত কর্‌বো আমি! আমি তোমারই পুরোহিত—তোমারই কর্ম্মে—তোমারই মঙ্গলে! সঙ্গে এসো, পরামর্শ আছে—

[পাতঞ্জল ও বৎসরের প্রস্থান।

মঙ্গল। কি রে মাণকে, এখনো বাজী ফেল্‌বি না কি? দেখ্‌লি একবার বোড়ের চাল! কি, হ'লো কি—ব্যাপার কি? কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো, দেখ্‌লি একবার? পায়ের ধূলো নে—পায়ের ধূলো নে! এইবার পত্রপাঠ আদেশ কর্‌বো তোকে, আর নেংটী ইঁদুরের মত পায়ের তলায় ঘুর্‌-ঘুর্‌ কর্‌বি!

মাণিক। ওঃ, রাজা হ'লো উৎকল, ওর আর আমোদ ধরে না! যেন মন্ত্রী হ'লেন কি সেনাপতি হ'লেন! যতই কর, যে মঙ্গল সেই মঙ্গল! নামেও মঙ্গল, কাজেও একেবারে বেস্পতিবারের বাবা! সব ফক্কা—সে দফায় গয়া! খুব আমোদ কর্‌গে যা আর ভেরেণ্ডা ভাজ্‌গে যা!

মঙ্গল। আর তোর কপালে খাঁটী পরিপাটী হরিমটর ভাজা! ছোট কর্ত্তার এমন যে মেজাজ, একটু খোসামোদ ক'রে দেখ্‌গে যা না—একটী চড়ে একেবারে বদন বিগ্‌ড়ে দেবে!

মাণিক। তোর বড় দেমাক! দাঁড়া, দু'দিন অপেক্ষা কর—সবুরে মেওয়া ফলাবো; হাতে টুক্‌নী নিয়ে তখন সুড়্‌ সুড়্‌ ক'রে বেরিয়ে যেতে হবে! ছোট কর্ত্তাও বড় কেও কেটা নয়! ঐ সিংহাসন, রাজদণ্ড, রাজমুকুট দু'টুকরো ক'রে আধা-আধি বখ্‌রা ক'রে নেবে, তবে ছাড়্‌বে।

মঙ্গল। সেই আশাতেই ব'সে থাক্‌ ধর্ম্মের ষাঁড় কোথাকার! বেশী কথা ক'স্‌নি—গোয়ালে প'ড়ে শুধু জাবর কাট্‌গে যা!

[প্রস্থান।

মাণিক। আমার নাম মাণ্‌কে—আমিও পিঁপড়ে টিপে চিনি বার করি; বেশী চালাকি কর্‌লে, রঙের মুখে কল্‌কের মাথার টিপ চড়িয়ে ফুঁকে মেরে দোবো—

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর।

চন্দ্রাবতী ও কমল।

চন্দ্রাবতী। কমল!

কমল। কেন মা?

চন্দ্রাবতী। রাজসভায় গিয়েছিলে?

কমল। গিয়েছিলুম মা!

চন্দ্রাবতী। কি দেখে এলে?

কমল। উপরের অলিন্দ থেকে সব লক্ষ্য করেছি—সব শুনেছি মা, পিতা রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত!

চন্দ্রাবতী। আর তোমার পিতৃব্য?

কমল। তাঁর উদ্ধত স্বভাবের জন্য তিনি সকল অধিকারে বঞ্চিত।

চন্দ্রাবতী। তারপর?

কমল। খুল্লতাত এতে সন্তুষ্ট নন্; তিনি চান নিজের উদ্ধত স্বভাবকে প্রশ্রয় দিতে। প্রতিজ্ঞা করেছেন, নূতন রাজাকে এ রাজ্যে মাথা তুলে দাঁড়াতে দেবেন না। আমি বুঝ্তে পেরেছি মা, সুযোগ পেলেই কাকা এ রাজ্য পিতার হাত থেকে কেড়ে নেবেন! তাঁর অভিপ্রায়, এ রাজ্যে দুর্গ তৈরী কর্তে দেবেন না—সৈন্য সমাবেশ কর্তে দেবেন না। দাদুও তাই কাকার এছ হীন আচরণের দুশ্চিন্তা নিয়ে রাজ্য ত্যাগ করেছেন।

চন্দ্রাবতী। কমল! রাজসভায় যাও, জানিয়ে এসো তোমার পিতাকে

আমার প্রাণের নিবেদন—উৎসব-মুখরিত রাজ-অট্টালিকার সকল আনন্দ-তরঙ্গ দলিত ক'রে জানিয়ে এসো আমার মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাস ! দেব সাক্ষ্য ক'রে অচিরায় যেন রাজ্যের সকল আধিপত্য পরিত্যাগ ক'রে দায়িত্ব-পূর্ণ রাজমুকুট তাঁর কনিষ্ঠের মাথায় সমর্পণ করেন ; আমরণ তাতেই আমাদের তৃপ্তি !

কমল। পিতা এখন রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে পারেন না মা !

চন্দ্রাবতী। কেন, এরই মধ্যে সেটাকে এত ভাল লাগ্‌লো ? যার অন্তরালে লুকিয়ে আছে নীরস স্তুতিবাদ, কুৎসিৎ হাসি, শান্তি অন্বেষণে যেখানে পাওয়া যায় শুধু দারুণ উৎকণ্ঠা, দিনের পর দিন তাকে আত্মীয় মনে ক'রে লোকাপবাদ কুড়িয়ে নিজের অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করবার প্রয়োজন কি ?

কমল। বল কি মা ? রাজসিংহাসনে ব'সে তাঁরই অধীনস্থ রাজ-পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা পিতাকে সহ্য করতে হবে ? কেন মা ? দাদু রাজা যাঁকে ধনকুবেরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে দিয়ে বিচক্ষণ জনমণ্ডলীর সমক্ষে রাজসিংহাসনে বসালেন, রাজনীতির কোন্ উল্লিখিত ছত্রের দোহাই দিয়ে সিংহাসনের পার্শ্বপ্রদীপ রাজ্যের বীর সেনাপতিরা, বিচক্ষণ মন্ত্রীরা, বুদ্ধিমান সামন্তগণ ষড়যন্ত্র ক'রে তাঁকে সিংহাসন হ'তে নামিয়ে পথের ভিক্ষুক ক'রে ছেড়ে দেবে মা ? এতখানি অত্যাচার, এতখানি যথেচ্ছাচার এখনো এখানে সৃষ্টি হয় নি মা !

চন্দ্রাবতী। মনও কথা কয় কমল ! জগতের দুষ্ক্রিয়া যখন নগরে পল্লীতে প্রাসাদে চোখের সম্মুখে ছুরি শাণায় শত্রুতা করতে, তখন সে দৃষ্টির সঙ্গে কথা কয়—প্রতিকারের সময় থাকলে আক্রমণ প্রতিহত করবার যুক্তি দেয় ; অক্ষম হ'লে সতর্ক করে—অসমর্থ হ'লে শান্তির উপায় ব'লে দেয়। মনের সান্ত্বনা না পেলে, নিজের বিচারের উপর

আস্থা না থাকলে পুণ্যময় কর্ম্মস্রোতের মাঝখানে হাস্তবিমল রূপের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় না। পিতা তোমার পুণ্যবান, দয়ালু, শক্তিমান, তাই তাঁর প্রতি চারিদিক হ'তে স্বার্থের সন্ধান—স্বার্থের খাতির; নির্ব্বাণের ভাণ ক'রে প'ড়ে আছে জ্ব'লে ওঠ্‌বার বাতাসের প্রতীক্ষায়।

কমল। ভয় কি মা, আমিও পিতার পুত্র! মায়ের সন্তান—রাজরাণীর পদাশ্রিত অস্ত্রধারী রক্ষাকারণ সন্তান! পক্ষপাতিত্ব নিয়ে, পিতার প্রতি বিরূপ হ'য়ে ধর্ম্ম-সাম্রাজ্যের ভাগ্যাকাশে যদি কেউ দুর্য্যোগের ঘনঘটা সৃষ্টি ক'রে, উজল সাম্রাজ্যের শ্যামল ক্ষেত্র যদি কেউ রক্তের আলপনা দিয়ে রাঙিয়ে তুল্‌তে চায়, যত্নে গড়া সৌভাগ্য-সূর্য্য যদি কেউ শত্রুতার গায়ের জোরে অস্তাচলে নিয়ে যায়, আমার জনক-জননীর শিয়রে যদি কেউ কাল নিশা সৃষ্টির মানসে দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে এসে দাঁড়ায়, সন্তান তোমার ঘুমিয়ে থাক্‌বে না মা! শত্রুর সকল চক্রান্ত হবে তার মৃত্যু-অভিযান!

চন্দ্রাবতী। আমরা শত্রুতা চাই না কমল—চাই মিত্রতা! বিপদ চাই না পুত্র—চাই বিপদের শান্তি! প্রতিদ্বন্দ্বী চাই না পুত্র—চাই সম্প্রীতি!

সুবীথির প্রবেশ।

সুবীথি। কত সম্প্রীতি চাও দিদি? রাজার রাজভাণ্ডারে যদি না থাকে, ভায়ে ভায়ে মিলন-বীথির অন্তর সাম্রাজ্যের যদি না থাকে, আমি রেখেছি তা আমার এতটুকু কোমল হৃদয়ে আমরণ আমার দিদির কল্যাণে বিলিয়ে দিতে।

চন্দ্রাবতী। সুবীথি! বোন! তুই রাণী হ'বি?

সুবীথি। কেন, রাণীর দাসী হওয়া কি ভাল নয় দিদি?

চন্দ্রাবতী। ভাল হ'তো, কিন্তু আমার ভগ্নিত্বই যে রাণীর আসন উজ্জ্বল করবার উপযুক্ত বোন্!

সুবীথি। কেন দিদি, তোমার রাণীত্ব গ্রহণ কি অসঙ্গত? আগে তুমি, তবে তো আমি! তুমি আজ সাম্রাজ্যের রাণী, আমার আনন্দ ধরে না! তুমি আজ সাম্রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সন্তানের জননী, এ গৌরবে আমিও আজ গৌরবান্বিতা! তোমার একটী ক্ষুদ্র সংসার আজ বিরাট-মূর্ত্তিতে তোমার দ্বারে করুণাপ্রার্থী, এ দৃশ্য তোমার চেয়ে উপভোগ করবো আমি। আজ তুমি আমাদের প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে রক্ষাকারিণী! আমরা বিমুক্ত-অন্তরে বসবাস করবো তোমার দায়ীত্বপূর্ণ স্নেহ-সমুদ্রের মাঝখানে!

চন্দ্রাবতী। সুবীথি! তুই সব কথা শুনিস্ নি বোন্, তাই তোর সরল প্রাণের এই আনন্দ-উল্লাস।

সুবীথি। কেন, কিসের দুঃখ যে আনন্দ করবো না? আমি কমলকে নিয়ে উপরের অলিন্দ থেকে সব লক্ষ্য করেছি। তুমি যেমন সব কাজে ভয় পাও! সাহস ক'রে একবার যেতে পার্‌লে না? পরিষ্কার দেখে এলুম, ভাসুর রাজা হ'লেন! তোমার দেবর তাতে যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হ'য়েছেন বটে, কিন্তু ভগবানের বিচার ভুল হয় নি—যোগ্য পাত্রেই যোগ্য ভার সমর্পিত হয়েছে।

চন্দ্রাবতী। দেবর বৎসরকেও বঞ্চিত দেখা আমার কর্ত্তব্য নয়।

সুবীথি। তাঁর নিজের ভুলে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন; তাঁর সঙ্কোচ সংশয় নিয়ে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন, তাই মনের আসল কথাটী প্রাণপ্রস্থযাত্রী পিতার সম্মুখে প্রকাশ করতে পার্‌লেন না। তিনি চেয়েছিলেন বিলাস আর অধর্ম্ম, তাই তিনি বঞ্চিত; তাঁর পরম লাঞ্ছনাবোধে অন্তরে যদি তিনি কেঁদে ওঠেন, আর সেই কান্নার

প্রতিকার করতে চলেন, তবে সে জল শুখিয়ে অন্তর পুড়ে যাবে তাঁর অতিশুষ্ক হবার প্রতিফলে।

চন্দ্রাবতী। তোর সাহস তো কম নয় সুবীথি! এ সব কথা আমার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌ছিস?

সুবীথি। আজ অন্তঃপুরে গৃহের এক কোণে দাঁড়িয়ে আমি এই কথা বল্‌ছি, কাল উষাগমনের সঙ্গে সঙ্গে শুন্‌তে পাবে দেশ ভ'রে গিয়েছে লোকের মুখে মুখে এই অসঙ্গত কথায়। সে তো মিথ্যা নয়; তোমার দেবরের যথেষ্ট লোভ আছে সিংহাসনের উপর, অথচ ভিক্ষা নেবেন না—চান শক্তির পরিচয় দিয়ে। দিদি! আমার একটা ভয়, যদি তিনি প্রজাদের ক্ষেপিয়ে দিয়ে অনর্থক একটা যুদ্ধ-বিগ্রহের সৃষ্টি করেন!

চন্দ্রাবতী। যার জন্য যুদ্ধ, সেই মুকুট দণ্ড যদি আমি নিজের হাতে তুলে দিই প্রার্থীর প্রার্থনার করে, তবে সে যুদ্ধ কর্‌বার অবসর পাবে কেন বোন্? উদ্যত খড়্গের তলায় যদি ধ'রে দিতে পারি আমার মহত্ত্বের ডালি বাঞ্ছনীয় বান্ধব সৃষ্টি কর্‌তে, আমার সুসাধ্য হ'লে কেন আমি তাতে উদাসীন থাক্‌বো বোন্? কমল! ডেকে আনো তোমার খুল্লতাতকে; আমার অনুরোধ জানিয়ে বল্‌বে, তাঁর অন্তরে শান্তিস্থাপনের জন্য আমি তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী!

কমল। তাই হবে মা! খুল্লতাতকে তোমার আদেশ জ্ঞাপন করবো। [স্বগত] জননীর এ দুর্ব্বলতা কি মহত্ত্বের নিদর্শন? সম্রাট-আসনে অভিষিক্ত পিতার কি এতে অপমান নয়? জানি না—আমি ধারণায় আন্‌তে পার্‌ছি না।

[প্রস্থান

সুবীথি। দিদি! কর্‌ছো কি? পুত্রকে কি আদেশ কর্‌লে!

কমল! ফিরে আয়—যাস্ নি বাবা অকারণে আধিপত্যের পসরা বিলিয়ে দিতে! দিদি! পুত্রকে ফেরাও!

চন্দ্রাবতী। ভাব্‌ছিস কেন বোন্? আমি তোরই দিদি—তোর ভগ্নিত্ব আমি ক্ষুণ্ণ কর্‌বো না! তোকে আমি পর ভাব্‌তে পারি না বোন্! ভবিষ্যৎ স্মরণ ক'রে সংসারে ছন্নছাড়া বাতাস প্রবেশ কর্‌তে দোবো না; এ তোর দিদির মহত্ত্ব!

সুবীথি। এ মহত্ত্ব উচ্ছৃঙ্খলের সেবায় ধ'রে দিও না দিদি! মহত্ত্ব দেখাও মহতের পূজায়। কেন তুমি অন্তরে অন্তরে গুম্‌রে থাক্‌বে? তোমার প্রাপ্য আধিপত্য বিলিয়ে দিয়ে কেন তুমি গৃহহারা হবে? কেন—কিসের জন্য? আমার স্বামীর নির্ব্বুদ্ধিতার প্রশ্রয়বিধানে? তার প্রতিকার কর্‌তে আমি আছি।

চন্দ্রাবতী। তুই চুপ কর্—

সুবীতি। আমার স্বামীকে আমি জানি—এ তাঁর অকারণ দাবী।

চন্দ্রাবতী। দাবী অকারণে আসে না বোন্, তার যথেষ্ট কারণ আছে।

সুবীথি। না, এ তাঁর দস্যুতা—

চন্দ্রাবতী। না—এ রাজনীতি।

সুবীথি। আমি রাজনীতি জানি না দিদি—আমি জানি ধর্ম্ম। আমি রাজ্যের সম্বন্ধ বুঝি না দিদি—জানি মাত্র অন্তরের স্নেহ-দয়া, মায়া-মমতা! প্রতিহিংসা যেখানে সর্ব্বস্ব লুটে নিয়ে যায়, জানি তাতে বাধা দিতে; বিনয়ে নয়—ভগবানের কাছে অভিযোগ জানিয়ে নয়—নিজের চেষ্টায় প্রতিকারের অস্ত্র হাতে নিয়ে। দিদি! তার প্রতিফলে তোমার কাছে আমিও দণ্ড নিতে প্রস্তুত!

চন্দ্রাবতী। এ যে আমিও ভাবতে পারি না বোন্! আমি

শিউরে উঠি—অন্তরজোড়া বিশ্বাস হারিয়ে বুকখানা আমার জ্ব'লে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়! কি বল্‌ছিস সুবীথি? কি ভাব্‌ছিস তুই? আমি পথের কাঙ্গালিনী হ'য়ে দরিদ্রতা সাথী ক'রে প'ড়ে থাক্‌তে পারি, তবু অবিশ্বাসী মনে ক'রে শত্রুদলনের অস্ত্র হাতে নিয়ে তাদের শাস্তি দিতে পারি না। ওরে, তোর স্বামীর সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে তার অন্যায় দাবী পূর্ণ কর্‌তে আমি বাধ্য। আমি ঋণী তোর কাছে; তোর ভগ্নিত্ব যে কেড়ে নিতে চায় আমার সকল অধিকার! তোর কাছে যে আমার স্বার্থ বড় নয়—স্নেহই বড়! নে বোন্! আশীর্ব্বাদীর মত দিদির দান যা পাস্, তাই হাত পেতে নে—আমায় শান্তি দে!

সুবীথি। দিদি! তোমার উন্নত মাথা নত হ'তে দোবো না, এই আমার প্রতিজ্ঞা। তোমার রাজৈশ্বর্য্য আমি কেন নেবো? তোমার অলক্ষ্য স্নেহই আমার মঙ্গলের, তার প্রকাশ্য নিদর্শন আমার মঙ্গলের নয়।

চন্দ্রাবতী। সুবীথি! ভগ্নী! জীবনে যতদিন তোর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, ততদিন আমি স্বর্গ হাতে পেয়েছি; ভগ্নীর সাধ ছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। এমন আদর্শ ভগ্নীচরিত্র সমাজেরও আদর্শ সামগ্রী। কি সম্পদ, কি আধিপত্য ভোগ কর্‌বো বোন্? রাজ্যসম্পদ যা দিতে পারে না, উপযুক্ত কর্ম্মদক্ষতা যা দিতে পারে না, অথচ সমস্ত জীবন শুষ্ক মরুভূমি হ'য়ে যায় যার অভাবে, তাও অতি তুচ্ছ এই আদর্শ নারী আমার ভগ্নী সুবীথির কাছে। ক'জন পায় বোন্ অন্তরের একান্ত স্বাভাবিক দাবীতে সত্যিকারের প্রাণের সম্প্রীতি? দেশের ইষ্ট, সংসারের ইষ্টসাধনে, সত্যের তুষ্টিবিধানে এমন ক'টী আদর্শ ভগ্নী জগতে সৃষ্টি হয়েছে বোন্?

. সুবীথি। সংসারের বদ্ধমূল ধারণা—ভায়েদের মিলন-মন্দিরে ভেঙ্গে যায় যখন তারা পরের মেয়েকে বরণ ক'রে ঘরে নিয়ে আসে বধূ সাজিয়ে! সংসার জানে, ভায়েদের প্রাণে প্রাণে বিষ ছড়িয়ে দেয় বধূরাই কানে কানে কুমন্ত্রণা দিয়ে; বধূরাই আগুন জ্বালে—সংসার ভাঙ্গে। বিচ্ছেদ আর মনোমালিন্য সৃষ্টির জন্যই যেন ঘরে ঘরে বধূদের আগমনী-শঙ্খ বেজে ওঠে! আজ ভেঙ্গে দেবো সেই ভুল। একই বিধাতার সাম্রাজ্যে সংসারের শঙ্খধ্বনিতে বরণ করা বধূ আমরা, এই সংসারে দাঁড়িয়ে প্রচার করবো—বাইরের ঝড় ঘরে এনে বধূরা সংসার ভাঙ্গে না, সংসার ভাঙ্গে পুরুষদেরই ভায়ে ভায়ে সংসার-সমস্যার অভিমান নিয়ে—সম্পদ-লালসার সর্ব্বনাশী হিংসা নিয়ে। দিদি! সহস্র প্রচেষ্টায় পুরুষের দল ভাঙ্গুক্ তাদের সাজানো সংসার, আমাদের দুই ভগ্নীর মনের মিলন-মাধুর্য্য চির-অক্ষুন্ন রাখ্‌বে তার প্রত্যেকটী অঙ্গ। দিদি! আমার স্বামীকে অবিশ্বাস কর—আমায় বিশ্বাস কর দিদি! [কাঁদিয়া ফেলিল]

চন্দ্রাবতী। ছিঃ বোন্, তুই কাঁদ্‌ছিস? অমন ক'রে কাঁদ্‌লে আমি তোকে কোন কথা বল্‌বো না।

সুবীথি। মনের মিল রেখে যদি কাঁদ্‌তেও পাই, সেই আমার বিলাস; সে কান্নার আমি বিরাম চাই না। আজীবন সাথী হোক্ আমার সে কান্না! সে কান্নায় সংসারের সকল সর্ব্বনাশী উপাদান, অশান্তির বিদ্রূপ, বিচ্ছেদের রণ-কোলাহল সব ভেসে চ'লে যাবে! কান্নায় চরম ব্যথার পরম পরিসমাপ্তি!

নারায়ণ মূর্ত্তিহস্তে পুষ্পার্ণর প্রবেশ।

পুষ্পার্ণ। মা! জ্যেঠাই মা! দেখ, দাদু রাজা আমায় কি দিয়ে গেছেন! তাঁর ছেলেবেলাকার খেলাঘরের নারায়ণ! আমার হাতে

দিয়ে বল্লেন, যত্নে রেখো—পাঁচ বছরের ধ্রুবের শৈশব সাধনার ফল! দাদুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌লো! কি বলবো মা, সেই থেকে এই নারায়ণের চোখেও অবিশ্রান্ত জলধারা! কেন জ্যেঠাই মা? যে নারায়ণ শুধু পাথরে গড়া, যে নারায়ণের চোখের পলক পড়ে না, তার চোখে জল কেন মা?

গীতকণ্ঠে বালকমূর্ত্তি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

মুছায়ে দাও গো নয়নবারি যতনে আপন করে।
বিপুল বেদনে বুক ভেঙ্গে যায় তাই তো নয়ন ঝরে॥
স্বপনের ঘোরে উঠেছে কাঁদিয়া মরম কথা কহিয়া,
মুছায়ে দিয়েছি, ভুলায়ে রেখেছি, তবু আসে জল ঝরিয়া,
আদর করিয়া বুকেতে ধরিয়া সান্ত্বনা দাও প্রিয় স্বরে।

চন্দ্রাবতী। পুষ্পার্ণ! তোমার ঠাকুরের চোখের জল তুমিই মুছিয়ে দাও—খেলার ঠাকুরকে হাস্‌তে বল; সে তোমার কথাতেই হাস্‌বে। দেখ্‌ছো না, তোমার ঠাকুরের কান্নায় তোমার মা কত কাঁদ্‌ছে।

পুষ্পার্ণ। মা, তুমি ঠাকুরের কান্না দেখে কাঁদ্‌ছ?

সুবীথি। না বাবা, আর আমায় কান্না নেই।

পুষ্পার্ণ। না মা, চোখের জল ফেলো না! দাদু বলেছিলেন, কান্নার বিশ্বাসে বিষ থাকে—কান্নার দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে! চোখের জলে ভাসা জীবন্ত দেহ অনুভব করে ভূমিকম্পের সঞ্চালন!

সুবীথি। তবে আয় তো পুষ্পার্ণ তোর জ্যেঠাইমার হাত ধ'রে! তোর খেলার সাথীদের সঙ্গে নিয়ে চল্‌ তো তোর সরল হাস্যলীলার

খেলাঘরে! সংসারে সরলতার সাম্রাজ্য সে; সেখানে রাজনীতির কোলাহল নাই, হিংসা-বিদ্বেষের হলাহল নাই, দুর্জ্জনের মহাস্বার্থের নির্ম্মম সংঘাতে জীবনব্যাপী অশান্তিসৃষ্টির আশঙ্কা নাই। দিদি! বিষাদিনী থেকো না; আশার সূত্র ছিঁড়ে ফেলা আমাদের হাতে—আশার বীণা বাজিয়ে তোলা আমাদেরই নিপুণতা!

[চন্দ্রাবতীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের গীত।

সকলে।—

গীত।

আমার আশার বীণা মাতন সুরে গাও রে মাধব নাম।
এমন রূপের সুধা মিটায় ক্ষুধা পরম গুণধাম॥
জনম সফল পেয়ে জীবনসাথী,
জ্বলেছে নূতন তোর সাধন-বাতি,
এস আলোর তলে পরাণ খুলে, গাও বীণা অবিরাম॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

নারায়ণ-মন্দির।

ব্রতরাজ।

ব্রতরাজ।—

গীত।

ওগো রূপ-সায়রের রতন।
সাজন হ'লো সাতন দেখি
যুগল পায়ের নাচন॥
বেশ দিয়েছি ভালবেসে
মোহন চূড়া মাথে,
দোলনচাঁপার ঝুলন মালা
গলায় দিছি গেঁথে,
রাঙা পায়ে নূপুর দিছি
শোনাও সুরের বাজন।
তোমার হাসি দেখ্‌বো ব'লে
হাসি নিয়ে আসি,
তোমার সুরে নাচবো ব'লে
তোমায় ভালবাসি,
তোমার ভজন গাইব ব'লে
তোমায় করি আপন॥

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষ। ব্রতরাজ! গুরুদেবকে দেখেছ?

ব্রতরাজ। হ্যাঁ, তিনি স্নান করতে গিয়েছেন। ঠাকুরের বেশ হ'লো, এইবার সন্ধ্যা-আরতি হবে।

[প্রস্থান।

গোরক্ষ। সন্ধ্যার আরতি হবে
রত্ন-বেদিকায় অধিষ্ঠিত আদরের দেবতার
ধূপ দীপ গন্ধ নিবেদনে!
সুবেশে সজ্জিত, উজল মূরতি
প্রফুল্ল অন্তর দেবতার অমিয় চরণতলে
জগতের হাসিরাশি পড়িবে লুটিয়া,—
আর আমি, বিষাদমলিন
নিরুৎসাহ অন্তর লইয়া
পড়িয়া রহিব দূরে, যেন
বিশ্বের দুয়ারে অপরাধী শত অপরাধে!
নহি অপরাধী শুধু,
যেন কলঙ্কিত আমি!
নহে সমাজশাসনে,
নহে দেবতাবিধানে,
নহে আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে,
নহে শঠতায়—
শুদ্ধ মাত্র গুরু-আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন!
ওগো প্রাণের দেবতা!

ব্যথাভরাচিতে জিজ্ঞাসি তোমায়—
কথা কও—ওষ্ঠপ্রান্ত সঞ্জীবিত করি'
আশ্বাসে অমিয় ঢাল!
বল বিশ্বনাথ!
নির্য্যাতিতা প্রপীড়িতা নারী
যদি কিছু ক'রে থাকে অপরাধ,
দণ্ডনীয়া যদি সেই নারী গুরু অপরাধে,
নীচ কিম্বা উচ্চ কুলোদ্ভবা না করি বিচার
ভালবেসে অবিকল আপন আত্মার মত
জীবনরক্ষায় মুক্তি যদি দিয়ে থাকি তারে,
করেছি কি অপরাধ শ্রীগুরুচরণে?
অন্তর্য্যামী! অপরাধী যদি,
শাস্তি দাও—
অন্তর্দ্দাহ সহে না আমার।

পাতঞ্জলের প্রবেশ।

পাতঞ্জল। কে, গোরক্ষনাথ?
গোরক্ষ। আপনার দাস—
পাতঞ্জল। না, পাতকী—গুরুদ্রোহী—
গোরক্ষ। কেন গুরু?
পাতঞ্জল। কোথায় বন্দিনী? কি আদেশ ছিল
তোমা প্রতি বন্দিনী সম্বন্ধে? বল—
গোরক্ষ। গুপ্ত গৃহে আবদ্ধ রাখিতে—
পাতঞ্জল। তারপর?

গোরক্ষ। জ্বালাইয়া দিতে তার দেহ অনলসংযোগে।

পাতঞ্জল। আদেশ আমার হয়েছে পালিত?

গোরক্ষ। না মহান্!
আদেশ লঙ্ঘন করি
মুক্তি দিছি বন্দিনী বালায়।

পাতঞ্জল। কেন?

গোরক্ষ। আদেশ পালিতে তব সাহসে নির্ভর করি'
চলিতে চলিতে অকপটে উন্নত মাথায়,
কোথা হ'তে দুর্ব্বলতা আসি
রুদ্ধ করি নিঃশ্বাস আমার,
বক্ষযন্ত্রে দণ্ডাঘাত করি
ভূমিতলে ফেলিল আছাড়ি!
দেখিলাম, ব্যথিতা বালিকাচক্ষে
ঝরিতেছে শ্রাবণের ধারা,
নয়নের তারা কাতর মিনতি ল'য়ে
জানাইল মর্ম্মের দুয়ারে মোর
জীবনের যত ব্যথা; ক্ষীণকণ্ঠে
উচ্চারিল কত সাধ বাঁচিবার তার!
নাহি শাঠ্য, নাহি প্রবঞ্চনা
নাহি সে ছলনা,
ষড়যন্ত্র দেখি নাই কোন
সরল সে মূর্ত্তিমাঝে তার,
খুঁজিয়া পেয়েছি শুধু বিশ্বাসের ভরা;
তাই গুরু!

মৃত্যুপথযাত্রী বন্দী বালিকায়
মৃত্যুপথ হ'তে ফিরাইয়া আনি
নিরাপদ হ'তে সতর্ক করিয়া
মুক্তি দিছি আপন যুক্তিতে।
ফলে যার—
অপরাধী আমি চরণে তোমার।

পাতঞ্জল। প্রতিফল তার ভুঞ্জিতে হইবে তোমা!
আপন দুর্ভাগ্য ল'য়ে
স্পর্দ্ধাসীমা করি অতিক্রম
আমার অদৃষ্টে যেবা দুর্ভাগ্য আঁকিয়া দিল,
সমাদরে তুমি তারে
আমারে অবজ্ঞা করি
সাজাইলে সৌভাগ্যের রাণী?
গোরক্ষনাথ! আদেশ মম—
ভূর্জ্জপত্রে লিখি ফিরাইয়া দেহ মন্ত্রবাণী যত;
গুরুদ্রোহী শিষ্যে মম নাহি প্রয়োজন।
মম দত্ত অভিষেক-মন্ত্রে
নাহি তব অধিকার।

গোরক্ষ। এ হ'তে অধিক দণ্ড
কি আছে জগতে গুরু?
তুষানলে কিম্বা অস্ত্রাঘাতে মৃত্যুদণ্ড
নহে শাস্তি গুরুতর হেন দণ্ড হ'তে!
অন্য শাস্তি দেহ প্রভু,
শিষ্যত্যাগী না হও মহান্!

পাতঞ্জল। স্তব্ধ হও! ফিরাইয়া দিয়ে মন্ত্রবাণী
অপবিত্র দেহ মন ল'য়ে
দূর হও মন্দির হইতে; ভবিষ্যতে
কোন দিন কোন মুহূর্ত্তের তরে
মন্দির প্রবেশে তব নাহি অধিকার!

গোরক্ষ। গুরুদেব! ক্ষমা কর—দয়া কর!
অন্তর্দ্বন্দ্ব মোর
মীমাংসার কঠিন শাসনে
মথিত দলিত করি'
যোগ্য স্থানে পুনঃ তুমি
লহ তব যোগ্য অধিকার;
কৃপায় তোমার
শৃঙ্খলা রচনা কর মনের আমার।

পাতঞ্জল রমণীর রূপমুগ্ধ রিপুদাস
জ্ঞানহীন শিষ্যে মোর নাহি আকিঞ্চনা
অবোধ ভাবিয়া তোমা
হেন গুরু অপরাধ করিলে মার্জ্জনা,
এ হেন আদর্শে বহু গুরুগৃহে
জন্মিবে পাতকী শিষ্য। যাও—যাও,
মন্দিরের নিয়মনিয়ন্তা আমি,
শৃঙ্খলারক্ষায় প্রয়োজন হ'লে
আমারেও দিতে হয় আত্মাহুতি!
যত্নে গড়া শিষ্য তুমি—
আছিলে আমার ভবিষ্যের সকল ভরসা,

মর্ম্ম-মন্দিরের জীবন্ত আশ্বাস,
কর্ম্মের শ্যামল ক্ষেত্রে বিকচ কুসুম,
এত আপনার তুমি!
আজি দুর্ভাগ্য অনন্ত—
কীটদ্রংষ্ট ভাবি,
বৃন্তচ্যুত করি আবর্জ্জনা বোধে
ফেলে দেওয়া কর্ত্তব্য আমার!
গোরক্ষনাথ! বিদ্রোহী তুমি;
শেষ আজ্ঞা মম,
বিতাড়িত তুমি মন্দির হইতে!

গোরক্ষ। হে আচার্য্য! সত্য কি আদেশ তব,
প্রতিকারে কঠোর কুলিশ সম
বিচূর্ণ করিবে মস্তক আমার?
রচিত তোমার প্রচণ্ড আঁধার
অন্তরে আমার
করিবে কি লক্ষ্যহারা উদ্দেশ্যবিহীন?
নিত্যনিরঞ্জন ওই মূর্ত্তি মনোহর
নয়ন আমার দেখিবে না আর কি কখনো?
প্রভাতে সন্ধ্যায় কণ্ঠ মোর
আর কি কখনো গাহিবে না দেবতা-সঙ্গীত?
বল গুরু! বিচারে তোমার
ভেসে যাবো কোন্ মারুতপ্রবাহে?
হৃদয়ের উষ্ণ রক্তস্রোত মম,
জীবনের কোলাহল যত,

কোথায় কোন্ শ্মশানভূমি করিয়া রঞ্জিত
নির্ব্বাণ-মুক্তির কোলে ঢলিয়া পড়িলে
অনন্ত অশান্তি তব হবে বিদূরিত?
দিয়ে পদধূলি শেষ যুক্তি দেহ মতিমান!

পাতঞ্জল। না—না, অস্পৃশ্য পাতকী তুমি—
পাদস্পর্শে তব নাহি অধিকার!

গোরক্ষ। বিদায়ের কালে নিতে দাও
ওই দেবতার পদতল হ'তে মুক্তি-পদরজঃ!

পাতঞ্জল। পাপ স্পর্শে দেবতার চক্ষে ঝরিবে নয়নজল।

গোরক্ষ। সত্য? পাপী আমি? স্পর্শে মম
দেবতার চোখে ঝ'রে যাবে জল?
পাপ যদি ক'রে থাকি,
পাপে মুক্তি দেবে না দেবতা?
হাঁা—হাঁা, মোহান্ধ মানব আমি,
সাথে সাথে ফিরে রিপুদল,
মদগর্ব্বে উন্মত্ত আকার রিপুর বন্ধনে,
খুঁজিয়া না পাই কর্ত্তব্য আমার!
কিন্তু জানি মনে, ওই চক্রধারী
চক্রাকারে আমারে ঘুরায় চক্রে,
প্রকৃতিজড়িত জড় আমি,
জড়তায় চৈতন্য হারাই,
জড়তায় আশামত্ত উঠি নামি
তরঙ্গসঙ্কুল সাগরের বুকে
ক্ষুদ্রকায় ভাসমান তরণী সমান,

আচারে আমার
ডুবিতে চলেছি নরক দুস্তরে ;
কিন্তু প্রেমতত্ত্ব ল'য়ে ফেলিয়া নয়নজল
ডাকি যদি জগন্নাথ বলি,
এত বড় পাপীজনে স্বয়ং সে ব্রহ্ম
ভেদিয়া প্রস্তরবক্ষ, কর দিয়ে
পারে না কি মুছাতে নয়নজল ?
ভয়ত্রাতা পাপীত্রাতা যিনি,
করুণায় তাঁর পাপমুক্তি হবে না আমার ?
কিসে তবে মুক্তিদাতা—
কিসে তবে পাপনাশী তিনি ?

গীতকণ্ঠে বিপ্রদাসের প্রবেশ।

বিপ্রদাস।—

গীত।

যদি পাপ থাকে প্রাণের ডাকে হ'য়ে যাবে ক্ষয়।
হৃদি-খনিমাঝে মণি যদি জ্বলে নয়ন উজ্জল হয়।
মধু অনুরাগে ফোটা পদ্মরাগে কত মধু বয়,
সৌরভে তাব গৌরব জাগে কত মধুময়,
যদি পরাগ তাহার বিরাগ নাশে জনম সফল হয়।

[প্রস্থান।

গোরক্ষ। মনোভ্রান্তি—মনোভ্রান্তি
বাড়ায় জঞ্জাল যত !
তবু চিত্তস্থৈর্য্য নিয়ে

দাঁড়াইয়া রবো সংসারজলধি মাঝে,
পরীক্ষা করিব শুধু দেবতার দয়া।

পাতঞ্জল। নাহি পাবে দেবতার দয়া।
গোরক্ষনাথ! কি হেতু অচঞ্চল?
যাও—ত্যজ ত্বরা দেবতা-আবাস।

গোরক্ষ। যদি এতখানি অবিশ্বাসে বিনা দোষে
ত্যজিতে আমারে হয় দেবতা-আবাস,
তবে হে আচার্য্য! ল'য়ে যাবো
মন্দির হইতে ওই দেবের বিগ্রহ!

পাতঞ্জল। কি—কি! কে আছ? ব্রতরাজ!

ব্রতরাজের প্রবেশ।

ব্রতরাজ। কি আদেশ প্রভু?

পাতঞ্জল। ডাক বেত্রাধারী, কিম্বা নিজে তুমি
পাতকী গোরক্ষনাথে কর বেত্রাঘাত!

গোরক্ষ। শত বেত্রাঘাত ভেদ করি
ল'য়ে যাবো দেবের বিগ্রহ।
শূন্য এ মন্দিরে ঘন স্তব্ধতায়
হে আচার্য্য! কর্ম্মহীন বসি
পৌরহিত্য ল'য়ে করিও আনন্দ।

পাতঞ্জল। মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন তুমি আজি হ'তে।

গোরক্ষ। এক মন্ত্র হ'তে
ক্রিয়াচারে বহু মন্ত্র জেগেছে আচার্য্য!
তব দত্ত মন্ত্র ফিরাইয়া নিলে,

প্রেম-মন্ত্র মম অন্তরের পরতে পরতে
অঙ্কিত হয়েছে যাহা প্রকৃতির স্বভাবগতিতে,
পরম সে বীজ প্রভু,
পার না তো কাড়িয়া লইতে !

পাতঞ্জল। সে মন্ত্রও বিলুপ্ত হইবে।
লেখ ভূর্জ্জপত্রে—
ফিরাইয়া দেহ মন্ত্র।

গোরক্ষ। না—দিব না—

পাতঞ্জল। তারপর ?

গোরক্ষ। চলিলাম বিগ্রহ লইয়া তব !
নহে মূর্ত্তি—মন্ত্রে দেওয়া প্রাণ তার।
আমারি সাধন-মন্ত্রে,
তোমারি শক্তিতে গড়া—
গুরু শিষ্য মহারণে শক্তির পরীক্ষা দিতে।

[প্রস্থানোদ্যত]

ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। সেই মেয়েটী ডাক্‌ছে তোমায়—সেই মহান্তী! এক হাতে বিষধরীর বিষফণার নিমন্ত্রণ, অন্য হাতে নিবেদনের ডালি; এক চক্ষে অশ্রুর সম্ভার, অন্য চক্ষে প্রীতির আবাহন! আসক্ত আর বৈরাগ্যের মিলন—তোমায় ডাক্‌ছে।

গোরক্ষ। কোথায় ? কোন্ দিকে ?

নারায়ণ। আমার সঙ্গে এসো—

[নারায়ণ ও গোরক্ষনাথের প্রস্থান।

পাতঞ্জল। ব্রতরাজ! মন্দিরে বিপদের ঘণ্টাধ্বনি কর! প্রহরীদের ডাক—গোরক্ষনাথ আর সাপুড়ের মেয়েকে বন্দী কর।

ব্রতরাজ। আজ্ঞে প্রহরী দ্বারবান কেউ নেই।

পাতঞ্জল। কারণ?

ব্রতরাজ। মন্দিরে আরতি দেখ্‌বে ব'লে সব তিলক কাট্‌ছে!

পাতঞ্জল। অপদার্থ! [প্রস্থানোদ্যত]

ব্রতরাজ। আজ্ঞে আরতি কর্‌বেন না?

পাতঞ্জল। দেবতা অপবিত্র হয়েছে ব্রতরাজ! আগে তাঁকে শুদ্ধ কর্‌বার আয়োজন করি।

[প্রস্থান।

ব্রতরাজ। দেবতা আবার শুদ্ধ হয় না কি? তবে আমিই আরতি করি—

গীত।

এই ফুলবিতানে ধর এই আরতি।
ধূপ দিয়ে নয়, দীপ জ্বেলে নয়,
আমার পাগল হিয়ার মিনতি।
আজ এই বাদল দিনে,
মনে মাদল বাজে নূপুর শুনে,
এই বাসরঘরে বোসর হ'য়ে
বিলাই প্রাণের আমার পীরিতি।

[প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য।

পর্ব্বতের পাদদেশে বনমধ্যস্থ গৃহসম্মুখ।

দ্রুতপদে মহান্তীর প্রবেশ।

মহান্তী। বাপী—বাপী! তোর বিয়াল্লিশ ঝাঁপি পদ্ম গোখ্‌রোর ডালি খুলে দে! সাত কুটরীর ময়াল আর হাজার বিচ্ছু ছেড়ে দে! বুঝি যুদ্ধ বাধ্‌বে—আমরা যুদ্ধ করবো বিষধর বিষধরী নিয়ে! আঃ! বাপী গেল কোথা? ও বাপী!

সহচরীগণের প্রবেশ।

১ম সহচরী। তোমার মাথা—এতক্ষণ ছিলে কোথা?

মহান্তী। নগরে গেছ্‌লুম খেলা দেখাতে! সমস্ত দিনে রোজগার হ'লো না কিছু; কেউটে হারিয়ে ফেলে কি গণ্ডগোল! আবার ফিরে পেয়েছি তাই রক্ষে। হ্যাঁ রে, বাপী কোথা?

১ম সহচরী। সাত ক্রোশ দূরে ভূস্‌গর্ত্তে সোনার বরণ ময়াল মাথা তুলেছিল, বাপী খোন্তা নিয়ে ধর্‌তে গেছে। হ্যাঁ রে, ক'দিন ধ'রে তোর নগরে যাওয়া বেড়েছে! কেন, নগরে তোর কি?

মহান্তী। নগরে যাই নাগর ধর্‌তে—সোনার বরণ নাগর—আমার সাপ খেলানোর রোজগার—বোধ হয় একটা ফুঁয়ে বশ কর্‌বো—বশ হ'লেই বিয়ে কর্‌বো। নগরে সবাই আমার রূপ দেখে খুসী! কেউ আগুন মনে ক'রে নিভিয়ে দিতে চায়—কেউ অপলকচোখে চেয়ে থাকে! আমার হাসি পায়—মনে হয় আমার বুঝি বিয়ের ফুল ফুট্‌লো।

১ম সহচরী। ও বাবা, এত?

সহচরীগণ ।—

গীত ।

তোর নয়নকোণে তাই কি হাসির ঝরণা ঝরে ?
সোনা দেখে সোনামুখী সোনার আলো তুল্‌বি গয়ে।
নগরে নাগর পেলি,
যেচে গিয়ে সোহাগ দিলি,
কি জানি কি ঢলাঢলি ক'রে এলি আঁখির জোরে।
নিশীথের শিশির মাখা,
ফুলরাণীর ফুল-সখা,
কে হ'লো বল্‌ কোথায় দেখা বাঁধ্‌লি কারে ফুলহারে ?

মাণিকচাঁদের প্রবেশ ।

মাণিক । কি সর্ব্বনাশ ! ডাকিনী, হাঁকিনী, নাগিনী, ছাগিনী, নানান্‌ রকমের সাপুড়ের মেয়ে এখানে কিল্‌বিল করছে যে ! আর তার মধ্যে ঐ যে সেই টুক্‌টুকে মোহিনী ! আঃ, ভগবানের কি বিদ্‌কুটে বিচার ! এমন একটা সুন্দরী রাজা-রাজড়ার ঘরে না গিয়ে প'ড়ে আছে এই বনের ভেতর ? ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা ! তা যাই হোক্‌, ছোট কর্ত্তার পছন্দ আছে ! এখন দুর্গা ব'লে চার হাত এক ক'রে দিতে পার্‌লেই ঘট্‌কালির কিছু দক্ষিণা মেরে দিতে পারি। মা গো মঙ্গলচণ্ডী ! মুখ তুলে চা মা ! ওগো সাপুড়ের মেয়ে ! আমি একবার এলুম—আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ ? সেই সভায় দেখা—আমি মাণিকচাঁদ—

মহান্তী । মাণিকচাঁদ কি হীরেচাঁদ, অত বোঝ্‌বার আমার প্রয়োজন নেই। কি চাও এখানে ?

মাণিক । রাজবাড়ী দেখেছ ? কি রকম জিনিস পত্তর—কি রকম ব্যাপার—মানে অগাধ ঐশ্বর্য্য—কিছু কিছু দেখেছ তো ?

মহান্তী। দেখেছি।

মাণিক। তোমার বেশ পছন্দ হয়?

মহান্তী। না।

মাণিক। না মানে?

মহান্তী। সেখানে বদ্ধ গণ্ডীর ভিতর বাস—আর আমাদের মুক্ত বাতাসে বাস; আমাদের প্রাণ যেন সেখানে হাঁপিয়ে ওঠে।

মাণিক। আবার দাসীতে পা টিপে দেয়—

মহান্তী। যারা টিপ্‌নী খায়, তাদের আবার বাতেও ধরে।

মাণিক। ভাল ভাল গয়না—ভাল ভাল কাপড়—

মহান্তী। অমন অট্টালিকা, অত ঐশ্বর্য্য যাদের, তাদের ঘরে ও সব না থাক্‌লে মর্য্যাদা রক্ষা হবে কেন?

মাণিক। তুমি এত সুন্দরী—তোমায় ঐ সব কাপড় গয়না পর্‌লে ভারি সুন্দর মানাবে কিন্তু! তাই চল না একবার! এই বন ছেড়ে নগরে গিয়ে রাণী হ'য়ে বস্‌তে আপত্তি আছে?

মহান্তী। রাণী? কার রাণী?

মাণিক। বৎসর মহারাজের! তিনি রাজা হ'তে পার্‌লেন না বটে, কিন্তু হামরাই হ'য়ে ওটা ক'রে কম্মে নিতে হবে।

মহান্তী। রাজা তো মহারাজ উৎকল!—আমি রাণী হবো কি? তুমি পাগল না কি?

মাণিক। পাগল কি রকম? মহারাজ উৎকল রাজা হ'য়েছেন দু'দিনের! শীঘ্রই তার ব্যবস্থা ক'রে উৎকলকে সরিয়ে দিয়ে মহারাজ বৎসর রাজসিংহাসনে বস্‌লেন ব'লে! তাঁর ভয়ানক সখ হয়েছে, তোমাকে রাণী ক'রে একেবারে সরাসর সিংহাসনে গিয়ে বস্‌বেন।

মহান্তী। তাই না কি? শোনো, তোমার কানে কানে একটা কথা বলি!

মাণিক। বলো—বলো. কানে ছ'টো মধুবর্ষণ হোক্—

মহান্তী। [মাণিকচাঁদ কাছে আসিবামাত্র মাণিকচাঁদের কান ধরিয়া বলিল] এই কথা।

মাণিক। উঃ—আঃ! ছাড়—ছাড়—ছাড়, গেলুম—গেলুম; ওরে বাবা! সাপধরা হাতের টান কি আমার অবলা কান সইতে পারে? আঃ, ছাড় না! কি রকম আক্কেল তোমার?

মহান্তী। মহারাজ উৎকলকে সিংহাসনচ্যুত করবে? হিংসা-পরায়ণ ভাই বৎসর রাজা হবে? ঘট্‌কালি ক'রে আমায় রাজরাণী সাজাতে এসেছ? গরীবের ওপর অত্যাচারের ফন্দী? আমি রাণী? তোর কি? তুই কেন এসেছিস্? বৎসরের তুই কে? বল্, নইলে মুণ্ড থেকে কান ছ'টো একেবারে ছিঁড়ে দোবো—বড় ময়াল দিয়ে তোকে খাওয়াবো!

মাণিক। বল্‌ছি, আগে ছাড়—

মহান্তী। আচ্ছা বল্—[মাণিকচাঁদের কান ছাড়িয়া দিল।]

মাণিক। ওঃ, ছোট কর্ত্তার সখও বলিহারী! এ রকম কাটখোট্টা রাণী নিয়ে ঘর করবার মতলব তার মাথায় দিলে কে? এ রকম সোহাগের কর্ণমর্দ্দন একটা ছাড়লেই বৎসর মহারাজ সিংহাসন শুদ্ধ একেবারে বলির পাতালপ্রবেশ! ওরে, বাপ রে—বাপ রে—বাপ রে, কাণে কর্ণমূল হবার যোগাড়! ও-হো-হো, এখনো চিড়িক মেরে মেরে উঠ্‌ছে!

মহান্তী। কি, ভাব্‌ছো কি?

মাণিক। ভাব্‌ছি, তুই মনে করেছিস্ কি? কার কানে হাত

দিয়েছিস্ জানিস্? এ কাণ খারাপ হ'য়ে গেলে তোদের গুষ্টি শুদ্ধ, বেঁধে নিয়ে যাবো।

মহান্তী। আবার অসভ্যর মত কথা বল্‌ছ? এবার আর কানমলা নয়, এই চড়ে—[মাণিকচাঁদকে চড় মারিল।]

মাণিক। ওরে বাপ রে—বাপ রে—বাপ রে! না ব'লে ক'য়ে ফট্ ক'রে চড় মার্‌লি যে? যাচ্ছে তাই ক'রে অপমান করতে ব'সে হাত খুলে গেল না কি? ইচ্ছে কর্‌লে চ্যাপ্‌টা চিঁড়ে ক'রে ফেল্‌তে পারি জানিস্? গুঁড়িয়ে ছাতু কর্‌তে পারি—দাঁতের মাজন তৈরী কর্‌তে পারি।

সহচরীগণ। [মাণিকচাঁদের প্রতি] তবে এই চড়—এই ঘুসি, এই ঘুসি—এই চড়—[সকলে প্রহার করিতে লাগিল।]

মাণিক। ওরে সর্ব্বনাশ! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম চারদিক থেকে যে—

মহান্তী। মারতে—মারতে বনের বাইরে পৌছে দিয়ে আয়! [গোলমাল করিতে করিতে সহচরীগণ মাণিকচাঁদকে লইয়া চলিয়া গেল।] এমন শাসন কর, ওদের যেন মনে থাকে, নারী দুর্ব্বল নয়—দরিদ্রের জীবন খেলার সামগ্রী নয়; শক্তি শুধু অর্থের গর্ব্বে সৃষ্টি হয় না—অভাবের অন্তস্থলেও মহাশক্তি সঞ্চিত থাকে জয়ের গৌরব নিয়ে—সকল ধর্ম্মের গৌরবরক্ষায়।

বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। যে মহাশক্তির প্রয়োগসাধনে যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন। দৃষ্টিশক্তিতে পাত্রনির্ব্বাচনও নিতান্ত শক্তির পরিচয়!

মহান্তী। আপনি এখানে?

বৎসর। আমার জ্যেষ্ঠের কর্ম্মদক্ষতায় তুমি নিরাপদ; দেখ্‌তে এলুম সত্য কি মিথ্যা!

মহান্তী। একা এসেছেন না বাহিনী সঙ্গে এনেছেন? এখানে এসে কি দেখ্‌লেন?

বৎসর। দেখ্‌লুম—তুমি শুধু সৌন্দর্য্যময়ী নারী নও, তোমার বুদ্ধিমত্তাও প্রশংসার! তাই আমার আবেদন—

মহান্তী। আবেদন? দীনা দরিদ্রা আমি, আমার কাছে অতুল ধনৈশ্বর্য্যের অধিকারী রাজবংশধরের আবেদন? যাকে আদেশ করবার অধিকার, তার কাছে কাকুতির আবেদন?

বৎসর। আদেশের আধিপত্য তোমার কাছে পেয়েছে তাচ্ছিল্যের পদাঘাত, তাই এই আবেদনের প্রয়োজন—

মহান্তী। রমণী নীচকুলোদ্ভবা হ'লেও তার মর্য্যাদার উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করলে উচ্চ কুলোদ্ভব মহাপুরুষকেও সে তাচ্ছিল্য করে। পরস্পরের মর্য্যাদারক্ষার দায়িত্ব পরস্পরের হাতে।

বৎসর। আজ আমার আবেদন রক্ষা কর সুন্দরী! তুমি অবিবাহিতা, তোমার ওই ফুটন্ত যৌবনে তুমি পরিণীতা হও উচ্চ কুলের প্রার্থীর গলায় বরমাল্য দিয়ে! রাজবংশধর আমি; দু'দিন বাদে নিজের বাহুবলে সিংহাসন অধিকার করবো আমি—তোমাকে রাণীত্ব দিয়ে তোমার বিকশিত নেত্রের অমিয় চাহনির মাঝে খুঁজে নেবো আমার জীবনের সার্থকতা! সুন্দরী! তোমার রূপ-সাগরের শীতল সলিলশিকর হ'তে এ পিপাসিতকে বঞ্চিত ক'রো না!

মহান্তী। রাজা হ'য়ে যাঁর সিংহাসনে বস্‌বার কামনা, হীন প্রলোভনে আপনাকে নীচগামী করা তাঁর ধর্ম্ম নয়।

বৎসর। রত্নলাভে আমি উন্মত্ত সংসার-জীব। বাহ্যিক নির্ম্মমতা

দেখিয়ে তোমায় বন্দী কর্‌তে চেয়েছিলুম, আত্মীয়তায় তোমার সৌন্দর্য্য সেবা কর্‌তে; আমায় সে ইঙ্গিত তুমি বুঝতে পার নি। আজ প্রকৃত বাসনা নিয়ে, চির-সুখকর আশার প্রবৃত্তি নিয়ে, অন্তরে সত্যকারের আবেদন নিয়ে আমি অতিথির মত তোমার প্রেমের দুয়ারে উপনীত।

মহান্তী। ভুল ক'রে এসেছেন রাজপুরুষ! আরও ভুল করেছেন, আপনি চিন্তা কর্‌বার অবসর পান নি। এখনো যাঁর প্রেমভক্তি সুর-তরঙ্গের নির্ম্মল ধারায় সাগরমেখলা ধরা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আনন্দের গান গায়, সেই ভক্তিমান কীর্ত্তিমান ধ্রুবের বংশধর আপনি; অতিথি-রূপে আপনার এ অন্যায় ভিক্ষা সাজে না মহান্!

বৎসর। তোমার মুখে ধর্ম্মতত্ত্ব শুনে জীবন সার্থক কর্‌বার উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসি নি! নগর ছেড়ে অরণ্যে এসেছি—বিশ্বকাননের এমন একটী প্রস্ফুটিত কুসুমকে সযত্নে চয়ন ক'রে নিয়ে যাবো প্রণয়-মন্দিরে সোহাগোপচারে সৌন্দর্য্যসেবার মানসে।

মহান্তী। অসম্ভব! রাজকুমার নিজের মর্য্যাদা নিয়ে ফিরে গেলেই অধীনা সন্তুষ্ট হয়।

বৎসর। ফিরে যাবো, কিন্তু বাঞ্ছিত রত্ন হস্তগত করবার পর।

মহান্তী। অধিকার আছে ব'লে কটূক্তি প্রয়োগে স্থির অচঞ্চল প্রকৃতিকে চঞ্চল ক'রে তুল্‌বেন না—মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা কর্‌বেন না! আপনার অসঙ্গত প্রণয়-যজ্ঞে কেউ যাবে না তার প্রেমরত্ন আহুতি দান করতে।

বৎসর। যাবে না?

মহান্তী। না; বিশ্বগ্রাসী অনলের কাছে কে ছুটে যায় সাধ ক'রে তার জীবন-মন ধর্ম্ম-কর্ম্ম সকল ভবিষ্যৎ পুড়িয়ে ফেলে ভস্মস্তূপে পরিণত হ'তে?

বৎসর। আমি শুনতে চাই না তোমার উপকথা! আমার হাত ধর—সঙ্গে এসো আমার সহধর্ম্মিণীর অধিকার নিয়ে!

মহান্তী। না—আমি যাবো না; আপনাকে আমি ঘৃণা করি।

বৎসর। তার প্রতিদানে বলপ্রয়োগ—[মহান্তীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।]

মহান্তী। একি অত্যাচার! সর্ব্বগুণধর মহারাজ ধ্রুবের সন্তান আপনি, আপনি অত্যাচারী—নারীনির্য্যাতনকারী? দরিদ্রের সংসারধ্বংসে উদ্যোগী? কিন্তু আমাদেরও শক্তি আছে—শাসনাস্ত্র আছে। বাপী! বাপী! ছুটে আয়—ময়াল কেউটের বাঁধন খুলে দে—সাপের চেয়েও ভীষণ বিষধর এসেছে আমাদের মাটির ঘরে আগুন জ্বাল্‌তে!

কমলের গলায় দড়ির ফাঁস লাগাইয়া
জালন্ধরের প্রবেশ।

জালন্ধর। ভয় নেই—ভয় নেই—সাপের ল্যাজে পা ফেল্‌লে তার দংশন বরণ করতে হয়! এই দেখ্—একটাকে ফাঁস জড়িয়ে ধ'রে এনেছি! আমি ঢুকতে দোবো না বনের ভেতর, জোর ক'রে ঢুকতে চায়—অস্ত্রের ভয় দেখায়! [বৎসরকে দেখিয়া] ও বাবা, এখানে এ আবার কে? তুই চীৎকার করছিলি কার ভয়ে? হ্যাঁ রে মহান্তী, সাপুড়ের ঘরে এ আবার কি জঞ্জাল—এরা সব চায় কি?

কমল। আমি শত্রু নই, মিত্র তোমাদের; আমায় বিশ্বাস কর! আমি ঐ সাপুড়ের মেয়েকে রক্ষা করতে এসেছি আমার পিতার ইচ্ছায়।

বৎসর। কে, কমল? সাপুড়ের মেয়েকে রক্ষা করতে এসেছ?

কমল। হ্যাঁ পিতৃব্য—তোমার অত্যাচার থেকে।

বৎসর। বধ কর বৃদ্ধ! ঐ ফাঁসের বাঁধনে বাঁধা শত্রুকে গাছে টাঙ্গিয়ে দাও!

মহান্তী। তুমি কে? সাপুড়ের মেয়েকে রক্ষা করতে এসেছ তুমি কে? তুমি তো শত্রু নও! বাবা, ফাঁস খুলে নাও; ও আমাদের শত্রু নয়।

জালন্ধর। না—না, আমি ওকে গাছেই টাঙ্গাবো—সাপ দিয়ে খাওয়াবো।

কমল। তা না হ'লে তুমি ইতরের গৃহে জন্মগ্রহণ করবে কেন? দেশের রাজা তোমাকে দরিদ্র নিরুপায় ভেবে আপ্রাণ চেষ্টায় তোমার অসহায়া কন্যার মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে জগতে তাঁর মহত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন, আর তার কৃতজ্ঞতা দেখাচ্ছ তুমি তাঁর বংশধরকে অপমান ক'রে—তাঁর পুত্রের জীবননাশের আয়োজন ক'রে।

মহান্তী। তুমি রাজপুত্র? মহারাজ উৎকলের পুত্র?

কমল। হ্যাঁ—যিনি তোমার মর্য্যাদারক্ষায় নিজের সম্মানকেও দলিত ক'রে তাঁর পরমাত্মীয়ের লাঞ্ছনার কালিমা ললাটে অঙ্কিত করেছেন, যিনি কর্ত্তব্যের মাথায় কনক-কিরীট তুলে দিয়ে ন্যায়-ধর্ম্মের দাসত্ব নিয়ে রাজ-অট্টালিকা হ'তে এই অরণ্য পর্য্যন্ত উল্কার মত ছুটে এসে একটা অবশ্যম্ভাবী অত্যাচার থেকে তোমায় রক্ষা করেছেন, আমি সেই রাজাধিরাজ উৎকলের পুত্র।

মহান্তী। বাপী—বাপী! করেছিস্ কি? ও যে রাজপুত্র! ওঁর বাপ রাজবাড়ীতে আমার বাপের কাজ করেছে—আমায় কত দুশ্চিন্তার মাঝ থেকে মুক্তি দিয়েছে—আমার মরা বাঁচা ওদেরই হাতে! হিত ভেবে অহিত বরণ ক'রে কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিস্ নি বাপী! ওরা বন্দিনী মহান্তীকে উদ্ধার করেছে। ওদের শ্রদ্ধার পায়ে মাথা নত করবার

অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করিস্ নি বাপী ! এই আমি ফাঁস খুলে দিলুম—[কমলের গলার ফাঁস খুলিয়া দিল ।]

জালন্ধর । ফাঁস তো খুল্লি, কিন্তু আমি শত্রুকে বুঝ্তে পার্লুম না—মিত্রও চিন্তে পার্লুম না ! আমার যে অস্ত্রের ভয় দেখালে, চাপিয়ে দিলুম সাপ ধরা ফাঁসের বাঁধন তারই গলায়—সে হ'লো আমার শত্রু, আর তোর মিত্র ! বেশ, এবার থেকে তোর কথাই রাখ্বো ; শত্রুকে মিত্র ভাব্বো আর মিত্রকে শত্রু ভাব্বো । কিন্তু রাজবাড়ীতে তুই বন্দিনী হ'লি কেন ? আর রাজাই বা শুধু শুধু তোর মর্য্যাদা রাখ্তে গেল কেন ?

মহান্তী । [বৎসরকে দেখাইয়া] এই মহাপুরুষের চক্রান্তে আমি বন্দিনী হ'য়েছিলুম, আর—[কমলকে দেখাইয়া] এঁর পিতার সৌজন্যে আমি মুক্ত !

জালন্ধর । [বৎসকে দেখাইয়া] এটা কে ?

মহান্তী । মহারাজ উৎকলের কনিষ্ঠ সহোদর ।

জালন্ধর । ও, বুঝ্তে পেরেছি—বুঝ্তে পেরেছি ; এটা দাঁড়িয়েছে ভায়ের বিরুদ্ধে—নির্ব্বোধ অপদার্থের মত দেশের ও দশের মর্ম্মে আঘাত দিতে বসেছে । রাজার প্রতি স্বধর্ম্ম না দেখিয়ে স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ অন্বেষণ কর্ছে । সিংহাসনের লোভে আত্মহারা হ'য়ে অসঙ্গত মতভেদে দলাদলির সৃষ্টি কর্তে চায় ! একটা প্রচণ্ড আঘাত কর্তে চেয়েছিল সাপুড়ের মেয়ের মাথায়, বাধা পেয়েছে । মহান্তী ! তুই কি অত্যাচারীতা এর হাতে ?

মহান্তী । অত্যাচার অবিচার উদ্ধত ব্যবহারে নগরে রাজ-অট্টালিকায় রাজনীতির বুকে আঘাত বসিয়েছে, সমাজে বিদ্বেষের হলাহল সৃষ্টি করেছে, পৃথিবীর এক কোণে দরিদ্রের এই এতটুকু সংসারে শান্তি-ভঙ্গের কোলাহল সৃষ্টি করেছে ।

জালন্ধর। মনের মত্ততায় মানুষ সৃষ্টি করে, শত প্রয়োজনেও তা রক্ত-স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া মানুষের ধর্ম্ম নয়! কিন্তু এমনি তোমার রক্ত-পিপাসা যে নিজের সদ্য প্রবাহিত রক্তধারা পান করতেও ক্ষান্ত হ'লে না? ভাই যার কাছে পর, সারা বিশ্বখানার শত্রু সে। তার উপর আমার কন্যাকে বন্দিনী করতে চাস্? যেই হ' তুই—আর যত বড় শক্তি থাক্ তোর, আজ আমার সাপের নীতি তোর কর্ম্মনীতিকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে দেবে।

বৎসর। সাবধান বৃদ্ধ—

জালন্ধর। ওরে, চোখ রাঙাচ্ছিস্ কাকে? বৎসরই হ' আর মহারাজ উৎকলই হ', আর তার শক্তিমান পুত্রই হ', নগরে যেমন তোদের চাবুকের তলায় আমরা মাথা পেতে দিই, এখানে আমাদের এই শ্যামল বনে মাটির ঘরে তোদের শাসনেরও চাবুক আমাদের হাতে আছে।

কমল। নিজের আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে এক ফোঁটা সাহস নিয়ে চক্ষু রক্তবর্ণ করতে অনেক সুযোগ পেয়েছ! স্পদ্ধা সংযত কর! মহামান্য রাজা বা রাজবংশধর অথবা রাজপুরুষের দল তোমার উন্মাদ মস্তিষ্ক-পরিচালিত যন্ত্র-পুত্তলিকা নয়—তারা তোমার বিচারাধীন নয়! অজ্ঞান-তায় তাদের মর্য্যাদা নষ্ট করতে চাও? তাদের মিত্রতায় যদি সন্দেহ থাকে, তাদের সৌজন্য যদি শত্রুতার নিদর্শন হয়, তবে মনেও ক'রো না, তোমার বশীভূত বিষধরের ভয়ে আর চালনমন্ত্রের ভয়ে নিজের শীর্ষস্থানকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দেবে! এসো যাদুকর—নিয়ে এসো তোমার স্পর্দ্ধার চাবুক এই অস্ত্রের সম্মুখে!

জালন্ধর। তুমি কে? আমি বোঝাপড়া করবো রাজার ভাই এই বৎসরের সঙ্গে, যে আমার মেয়েকে অপমান ক'রে—

কমল। তোমার কন্যার মর্য্যাদারক্ষায় আমি দাঁড়াতে পারি আমার

খুল্লতাতের বিরুদ্ধে, কিন্তু রাজনীতিপরায়ণ আমার পিতাকে লক্ষ্য ক'রে স্পর্দ্ধা দেখালে রাজবংশের মর্য্যাদারক্ষায় আমি দাঁড়াবো আমার খুল্লতাতের পক্ষ সমর্থন ক'রে। রাজধানীতে এমন মানুষ আছে, তারা দিব্য দৃষ্টি নিয়ে দেবতার সৌজন্য দেখাতেও জানে, আবার কর্ম্মদক্ষতায় অকৃতজ্ঞের মাথায় বজ্রদণ্ড নিক্ষেপ করতেও জানে। পিতা ভুল করেছিলেন তাঁর কর্ত্তব্য প্রতিপালন ক'রে।

মহান্তী। রাজকুমার!—

কমল। আমায় কাকুতি দেখাতে হবে না নারী! তোমার পিতাকে প্রকৃতিস্থ কর—তাকে যুদ্ধবিরতির মন্ত্রণা দাও, নইলে বাধ্য হবো আমি তোমার পিতার ছিন্নমুণ্ড মাটিতে নিক্ষেপ করতে।

বৎসর। ভয় নেই বৃদ্ধ! তোমার কন্যাকে বন্দিনী করবার চেষ্টা ক'রে আমি তোমার কতখানি আত্মীয়ের স্থান অধিকার করেছি, তা প্রমাণ করবো আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের উদ্যত অস্ত্র দলিত ক'রে।

কমল। পিতৃব্য! তুমি কি? তুমি নীচের অপমান সহ্য ক'রে পাপ মোহে বংশগৌরবধ্বংসে আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবে? বা রে সংসার—বা রে ধর্ম্মের বিচার—বা রে সংসারবক্ষে আত্মীয়তার পরিচয়! তাই হোক্ পিতৃব্য! আমায় ন্যায় যুদ্ধে পরাজিত ক'রে আমার ছিন্নমুণ্ড উপহার দিও আমার পিতাকে, তোমার আত্মীয়তার গৌরব অক্ষুণ্ণ থাক্!

বৎসর। বুদ্ধিমত্তায় রত্ন অধিকার করবার এই তো সুযোগ—

[কমলের সহিত যুদ্ধ।]

জালন্ধর। একি সমস্যা! কে শত্রু—কে মিত্র? মহান্তী! ঝরণার জল আর কড়ির কৌট নিয়ে এসে আমি মন্ত্রচালনায় স্থির করবো, প্রকৃত শত্রু কে—প্রকৃত মিত্র কে?

[প্রস্থান।

মহান্তী। রাজকুমার—রাজকুমার! ক্ষান্ত হও—অস্ত্র সম্বরণ কর!

কমল। তুমি পালাও—তুমি পালাও, আসন্ন বিপদ তোমার! আমি পরাজিত পিতৃব্যের অস্ত্রের প্রভাবে! [অর্দ্ধ অচৈতন্যভাবে পড়িয়া গেল।]

বৎসর। হতভাগ্য মরণ শিয়রে নিয়ে অস্ত্র ধ'রেছিল, তার ফল ভোগ করুক্। সুন্দরী! প্রাণপাখী আমার! এইবার তুমি আমার কঠিন জালে নিপতিতা! [মহান্তীর হাত ধরিল।]

মহান্তী। বাপী—বাপী! আমায় রক্ষা কর্—

বৎসর। কে রক্ষা করবে আমার উন্মাদ বদ্ধ মুষ্টির কবল থেকে?

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষ। আমি—এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ; অথবা স্বয়ং ভগবান যার বুকে তাঁর অমোঘ ইচ্ছাশক্তির প্রেরণা জাগ্রত ক'রে অত্যাচারের প্রতিকারে উদ্দীপনা সৃষ্টি করবেন, সেই কর্ম্মবীরই আর্ত্তের উপর সকল নির্য্যাতন দলিত করতে সক্ষম!

[ইতিমধ্যে কমল ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল।]

বৎসর। কে—গোরক্ষনাথ? মহারাজ উৎকলের রাজ্যাভিষেকের দোহাই দিয়ে, তুমি দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার হাতে অস্ত্রধারণ করবে না কি? যাও—যাও, সত্যাশ্রয়ী সত্যের সেবক তুমি—তোমার এ পক্ষপাতিত্ব কেন? তুমি এ নারী সংক্রান্ত ঘটনায় জড়িত কেন? দুর্ব্বোধ্য রাজনীতির মধ্যে তুমি আস কেন?

গোরক্ষ। তোমার নীতির মধ্যে জটিলতার আবর্ত্তন দেখে প্রাণ কেঁপে উঠেছে মহান্! তোমার হাতে নির্য্যাতনের উদ্যত চাবুক দেখে আজ নারীরক্ষায় সংঘাত সৃষ্টি করবার প্রয়োজন হয়েছে ভদ্র! তোমার অবিচার দেখে আজ আমার সাধনাও হয় তো বিসর্জ্জন দিতে হবে কর্ম্মবীর!

বৎসর। ও, তাই বুঝি গুরু-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রে, আমার আদেশ উপেক্ষা ক'রে সাপুড়ের মেয়েকে মুক্তিদান করেছিলে? মোহের পদানত ভৃত্য—গুরুদ্রোহী ভণ্ড—

গোরক্ষ। আর তুমি কি সাধুতার পরিচয় দিচ্ছ অত্যাচারী? এ তো নারকীয় রীতি—এ তো বংশগৌরবে কলঙ্কদান! যদি বিবেক থাকে, জাগ্রত কর তা মর্ম্মগ্রন্থিতে আঘাত দিয়ে! স্মরণ কর, প্রথিতযশা সর্ব্বজয়ী ধ্রুবের সন্তান তুমি! ভবিষ্যৎ আশা-ভরসার একমাত্র লক্ষ্যস্থল যিনি, শান্তি-সমীর-প্রবাহিত সুখের সাম্রাজ্যের সর্ব্বনাশী দাবানল প্রজ্বলিত করা তাঁর মুখোজ্জ্বলকরী মহাকার্য্য নয়। উপরের চিরানন্দময় মহাপুরুষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে ছাপিয়ে উঠে শক্তির প্রাবল্য দেখিয়ে নারীনির্য্যাতন তোমার মঙ্গলের নয়। যাতে হর্ষ নেই, তৃপ্তি নেই, বল ক্ষয় হয়, উৎসাহের ধ্বংস হয়, তার কাছে শান্তির শীতল পানীয় ভেবে ছুটে যাওয়া মরীচিকা দর্শনের প্রলোভন মাত্র!

বৎসর। উপদেশ রাখ; তোমাদের সকল চক্রান্ত নিষ্পেষিত ক'রে পলকের মধ্যে ছাপিয়ে উঠ্‌বো আমি।

গোরক্ষ। এত ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে এখানে আসি নি ভদ্র!

বৎসর। কি করবে? অস্ত্র ধর্‌বে?

অনঙ্গসিংহের প্রবেশ।

অনঙ্গ। অভিষিক্ত ব্রাহ্মণ অস্ত্র ধ'রে হস্ত কলুষিত করবে না এই অনঙ্গসিংহ অস্ত্রহাতে আপনার অত্যাচার দলিত করবে।

বৎসর। কার আদেশে?

গোরক্ষ। আপনার অগ্রজের।

বৎসর। অনঙ্গসিংহ!

অনঙ্গ। সত্য কথা! রাজার আদেশ—তাঁর রাজ্যে কোন একটী দরিদ্র প্রজা অত্যাচারে উৎপীড়িতা হ'লে, সে অত্যাচার-অস্ত্র প্রতিহত ক'রে যথারীতি শান্তি স্থাপন করা। আপনার পূর্ণ অত্যাচারে প্রজার মান-সম্ভ্রম রক্ষাকার্য্যে আমি আদিষ্ঠ; আপনার পাশবিক প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দেওয়া আমার কর্ম্মনীতি নয়।

বৎসর। তোমাদের জন্য আমার শাসনদণ্ডও প্রস্তুত রেখেছি! নাও—পরীক্ষা কর। [বৎসর ও অনঙ্গসিংহের যুদ্ধ, যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বৎসরের প্রস্থান।]

গোরক্ষ। কমল! তুমি এখানে?

কমল। এসেছিলুম ঐ সাপুড়ের মেয়েকে রক্ষা কর্‌তে।

গোরক্ষ। উত্তম, তুমি অনঙ্গসিংহের সঙ্গে ফিরে যাও; আর মহান্তী! এ বনের কুটীর তোমায় পরিত্যাগ কর্‌তে হবে, নইলে অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবে না। বৎসর উপযুক্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারে।

মহান্তী। কিসের বিপদ? আপনারা আমার সহায়—

গোরক্ষ। না—না, আমাদের বিশ্বাস ক'রো না! আরও গভীর অরণ্যে গিয়ে বরং বনের হিংস্র পশুকে বিশ্বাস ক'রো, তবু সাধুমূর্ত্তি সাধুর ভণিতাকারী মানুষকে বিশ্বাস ক'রো না! যুক্তি গ্রহণ কর—এখানে থেকে আরও কোন দূরে বনে প্রবেশ কর!

মহান্তী। আমি জানি না; আগে বাপীকে জিজ্ঞাসা করি—

জালন্ধরের পুনঃ প্রবেশ।

জালন্ধর। কি জিজ্ঞাসা কর্‌বি? আমার কৌটর কড়ি মন্ত্রের ফুঁয়ে খাটী কথা বলেছে। ঐ রাজার ভাইটা আমাদের শত্রু—আর যে

রাজপুত্রকে শত্রু মনে ক'রে ফাঁস গলায় দিয়ে—একি! এরা আবার কারা?

গোরক্ষ। অন্য, কেউ নই বৃদ্ধ! শত্রু নই; আমাকে তোমার সন্তান ব'লে ভাব্‌তে পার।

মহান্তী। আমার জীবনদাতা—আমার দেবতা—

জালন্ধর। ও—[অনঙ্গসিংহের প্রতি] আর তুমি?

অনঙ্গ। সকল ধর্ম্মের মহাধর্ম্ম তেজোময় সৌন্দর্য্যময় চিরসমুজ্জ্বল মহাপুরুষের পুণ্যমূর্ত্তির প্রতিনিধি রাজাধিরাজ উৎকলের আদেশে তোমাদের মত শান্তিপ্রিয় দরিদ্র প্রজার অস্ত্রধারী রক্ষক।

[প্রস্থান।

জালন্ধর। তা হ'লে আমাদের মিত্র। কে দিলে সংসারে এমন মিত্রতার মিলন? ভগবান—ভগবান! ওরে রাজপুত্র! তোকে শত্রুবোধে আমি অপমান করেছি, তার সকল পাপ হ'তে মুক্তিদান করতে এ বৃদ্ধের মাথাটা তোর পায়ের ধূলোয় ধূসরিত ক'রে দে—আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত হোক্! [মাথা নত করিল।]

কমল। না বৃদ্ধ, তোমার স্থবিরত্বের মূল্য আছে—তোমার মস্তকের মর্য্যাদা আছে। ভুলকে দলিত ক'রে সত্যের সাকার মূর্ত্তি দর্শন করেছ, এইটুকুই দেবতার আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান।

গোরক্ষ। বৃদ্ধ! এ বনের মায়া ত্যাগ ক'রে কুটীর ছেড়ে তোমায় যেতে হবে—আজ এখনই; নইলে তোমায় আর তোমার কন্যাকে রক্ষা করতে পার্‌বো না—বৎসর অত্যাচার করবে।

জালন্ধর। সে অত্যাচার আমিও দলিত করতে পারি ঠাকুর আমার সাপের সৈন্য আর মন্ত্রশক্তি নিয়ে; কিন্তু তা করবো না। ঠিক দেবতার

আশ্বাসের মত তোমার ইঙ্গিতে বাস তুলে অন্যত্র যাবো—দেবতার আদেশ আরও দিন কতক সহ্য কর্‌বো; কিন্তু তবু ভাব্‌ছি—আজ এখনই? একটু ভাল ক'রে ভাব্‌তেও সময় দেবে, না?

গোরক্ষ। না; ভয় কি? আমরা তোমায় সাহায্য কর্‌বো! আমি নিজে—ঐ সেনাপতি—ঐ রাজপুত্র—

জালন্ধর। তবে আর ভাবনার কি আছে? ভগবানের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ মাথায় তুল্‌তে পুরাতন কুঁড়েঘর থেকে নূতন ঘরে যাবো।

গোরক্ষ। যাবার আগে পুরাতন কুঁড়েখানা আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দাও!

জালন্ধর। তাই হবে, তোমরা সঙ্গে এসো—

[গোরক্ষনাথ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

গোরক্ষ। নিয়তির বেত্রসঞ্চালিত
অনন্ত কর্ম্মের স্রোত নাচিয়া নাচিয়া
ক্ষুধার্ত্ত রাক্ষসী মত তুলিয়া গর্জ্জন
ছুটিয়াছে উন্মত্ত আকারে
দিগন্ত কম্পিত করি সম্মুখে আমার!
ওগো উন্মাদিনী! ওগো সুশোভনা!
মন্দাকিনী হ'তে ঝরিয়া ঝরিয়া
বাতাসে নির্ভর করি'
এসেছ কি ভাসায়ে লইতে স্বর্গ হ'তে ঝরা
মরতের বুকে শোভার সম্পদরাশি?
স্রোতমুখে তব
চাহ কি আমার ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি?
কিন্তু ফিরে দেখ স্রোতস্বিনী!

অবিরাম নির্ম্মম আঘাতে তব
শোণিতনিষিক্ত সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা
জর্জ্জরিত—কাঁপে থরথর,
কর্কশ পীড়নে তব জেগে ওঠে
অন্ধকার আলোড়ন !
জ্ঞানশূন্য আমি বুঝিতে পারি না—
কি দিয়ে পূজিব ওগো নিয়তি জননী
রক্তরাঙা চরণ দু'খানি তব !
শান্ত হও—শান্ত হও ভীষণারূপিণী !
যদি প্রয়োজন হয়, সান্ত্বনায় তব
হাত পেতে নিও মোর
স্বেচ্ছাদত্ত আত্মদান—
জীবনের সম্বল আমার। [প্রস্থানোদ্যত]

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।—

গীত ঃ

প্রাণ দিলে অবহেলে প্রাণ পাওয়া যায়।
প্রাণ নিয়ে খেল্‌তে খেলা আমার প্রাণ চায়।
প্রাণের রঙ্গে প্রাণের সঙ্গে বসাতে মেলা,
সাধের গাঙ্গে ভাসিয়ে তরী আসি দু'বেলা,
ঢেউ ব'য়ে যায় তরী দুলে যায় প্রাণের ইসারায়।

গোরক্ষ। তুমি এখানে ?

নারায়ণ। সাপুড়ের মেয়েকে তার কেউটে ফিরিয়ে দিতে এসেছিলুম।

গোরক্ষ। অত বড় সাপটা ধর্‌লে, তোমার দংশনের ভয় নেই ?

নারায়ণ। আমার বাপ যে সাপুড়ে ছিল—আমার সাপের ভয় থাক্‌লে লোকে যে নিন্দা কর্‌বে! দেখ্‌বে এসো না, ঘরে ফিরে এসে কেউটের কি আনন্দ!

[উভয়ের প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

মাণিকচাঁদের বাটী ।

মঙ্গল ।

মঙ্গল। ও ভায়া—ও মাণিকচাঁদ ভায়া—

চঞ্চলার প্রবেশ ।

চঞ্চলা। কে গো? মঙ্গল ঠাকুরপো? বলি ছ'দিন দেখা নেই কেন?

মঙ্গল। ছ'দিন বড় ব্যস্ত ছিলুম বউদিদি! তার ওপর শুন্‌লুল, মাণিক ভায়া কোন্ বনে শিকার কর্‌তে গেছে বৎসর কর্ত্তার সঙ্গে। কর্ত্তা মশাই তো ফিরে এলেন শুধু হাতে, এখন মাণিক ভায়া কি নিয়ে এলেন, তার তত্ত্বটা একেবার নিতে এলুম। তা বউদিদি, ভায়া আমার থানকে থান ফিরেছে তো?

চঞ্চলা। কে জানে কোথায় কোন্ চুলোয় গেছে! ফিরে এলে তো দেখ্‌তে পেতে! আমি তো আর আঁচলে গেরো দিয়ে রাখি নি! হ্যাঁ ঠাকুরপো, তুমি কই যাও নি?

মঙ্গল। অমন বেয়াড়া সখ আমার ধাতে বরদাস্ত হয় না বউদিদি! আরশোলো দেখ্‌লেই ভয়ে আমার প্রাণ আঁৎকে ওঠে, সজ্ঞানে বনে ঢুক্‌বো বাঘ ভাল্লুকের মুখে? কোন গতিকে জাঁতিকল পেতে না হয় গোটাকতক ইঁদুর ধর্‌তে পারি, ব্যস্—এই পর্য্যন্ত!

চঞ্চলা। আসুক্ না একবার ফিরে, তার ছাদ্দ আমি একবার ভাল ক'রে কর্‌বো!

মঙ্গল। জ্যান্ত স্বামীর ছাদ্দ? তা মন্দ নয়! পায়ের ধূলো দাও বউদিদি, পায়ের ধূলো দাও—তোমার স্বামীভক্তি অচলা হোক্!

চঞ্চলা। না হ'য়ে আর উপায় কি বল? সে উনুনমুখো না ব'লে ক'য়ে গেল কোথা? আমি তার ভাতের থালা আগ্‌লে হা-পিত্যেশ ক'রে ঘরের কোণে ব'সে থাক্‌বো? আমার নিজের ছ'টো ভাল মন্দ কাজ নেই—প্রাণের একটা সখ নেই? তোমাদের পুরুষজাতের ধর্ম্মই ঐ রকম গো—ধর্ম্মই ঐ রকম!

মঙ্গল। একজনের ছাদ্দ হ'চ্ছিল, সে তো বেশ হ'চ্ছিল, তার সঙ্গে জাত-ফাত তুলে দেশশুদ্ধু লোককে জড়াচ্ছ কেন?

চঞ্চলা। একটা ভাত টিপ্‌লেই যে হাঁড়ীর খবর পাওয়া যায়।

মঙ্গল। তা কি হয় বউদিদি! এই যে গাছে গাছে আম জাম জামরুল গোলাপজাম সব ফলে, সবই কি এক সঙ্গে পাকে?

চঞ্চলা। সবই এক ঠাকুরপো—সবই এক! কেউ বেড়ায় ডালে ডালে, কেউ বেড়ায় পাতায় পাতায়! ভায়া তোমার আর কারও পাল্লায় পড়তেন, কত ধানে কত চাল বুঝতে পার্‌তেন! আমি নেহাৎ ভাল মানুষ, তাই এ যাত্রা ত'রে গেলেন; ভগবান যা সওয়াচ্ছে, তাই স'য়ে যাই! ছ'খানা ভাল কাপড় নেই যে পরি—ছ'খানা ভাল গয়নার মুখ দেখ্‌তে পাই না, তবু লোকের কাছে দেঁতো-হাসি হাসি। তাও

কি ছাই ঘ'টে ওঠে! এই যে আজ দু'দিন ধ'রে রাজবাড়ী থেকে ছোট বউ ডেকে পাঠাচ্ছেন, একবার যেতে পাচ্ছি কি? তা বল্‌তে নেই—আমায় বড্ড ভালবাসে বাবু! উঠ্‌তে চঞ্চলা—বস্‌তে চঞ্চলা, হা চঞ্চলা—যো চঞ্চলা!

মঙ্গল। আচ্ছা বউদিদি, তুমি মাণিক ভায়াকে একটু শাসন কর্‌তে পার না? একটা ভদ্রলোকের ছেলে যে শাসনের বাইরে চ'লে যাচ্ছে, তোমারি বা আক্কেল কি? পাড়ার লোক তোমায় ভয় করে, কাক চিলটী পর্য্যন্ত তোমার মুখের তোড়ে চিলের ছাদে বস্‌তে ভয় পায়, ভিখিরী-নাগিরী পর্য্যন্ত পাড়ায় ঢোকে না—এমন বিশ্ব-বিজয়িনী বউদিদি তুমি, তুমি মাণিক ভায়াকে টিট্ কর্‌তে পার্‌লে না? ছিঃ—তোমায় শতেক ধিক্!

চঞ্চলা। ধিক্ ধিক্ ক'রো না বাপু! পারি কি না পারি, একবার ফিরে এলে হয়!

মঙ্গল। আর পেরেছ! সে এখন বিশ বাঁও জলে। যে পাল্লায় পড়েছে—

চঞ্চলা। সে আবার কি? কার পাল্লায় পড়্‌লো আবার?

মঙ্গল। আর পাল্লা! সে কি শিকারে গেছে—সে একেবারে গোল্লায় গেছে!

চঞ্চলা। গোল্লায় গেছে কি? কি বল্‌ছো ঠাকুরপো, পষ্ট ক'রেই বল না!

মঙ্গল। সে অনেক কথা বউদিদি!

চঞ্চলা। না বল্‌লে কি বুঝবো ছাই—

মঙ্গল। তুমি এক কাজ কর; ঘরে মিষ্টান্ন ফিষ্টান্ন কিছু আছে? এক থালা এনে দাও, খেতে খেতে ব্যাপারটা সব খুলে বলি।

চঞ্চলা। তা খাও না! ঘরে সুজির নাড়ু করেছিলুম—খাও আর ইতিহাস শোনাও; আমি এনে দিচ্ছি—

[প্রস্থান।

মঙ্গল। যেমন দেবা তেমনি দেবী—ভগবান জুটিয়েছেনও ঠিক! মাণিক ভায়া বৎসর মহাপুরুষকে নিয়ে ব্যস্ত, আর বউদিদিও চক্রান্ত ক'রে চেষ্টা করছেন ছোট গিন্নীর মন টলিয়ে রাজরাণীর সর্ব্বনাশ করতে; এতে কি হাতী ঘোড়া লাভ হবে, কে জানে! দেখা যাক্ এখন ভগবানের কলকাটির জোর—শেষ পর্য্যন্ত আমি তো আছি! ধর্ম্মের ঢাক আমিই বাজাবো।

গোপালীর প্রবেশ।

গোপালী। ওগো মাণিক গিন্নি—ও বউদিদি—ঘরে আছ না নাইতে গেছ?

মঙ্গল। নাড়ু আনতে গেছে—আমি খাবো—

গোপালী। ও মা—এ কে? মঙ্গল দাদা? তুমি এখানে?

মঙ্গল। নেমন্তন্ন এসেছি। বলি তুই এখানে কলসীকাঁকে এঁকে বেঁকে হানা দিতে এলি যে?

গোপালী। মাণিক গিন্নীর অম্বলের ব্যারাম আছে কি না, সেই জন্যে রাজবাড়ী থেকে এক কলসী ঝরণার জল নিয়ে এলুম।

মঙ্গল। কি সর্ব্বনাশ! তা বেশ করেছিস্; নাড়ু খাওয়া হ'লে আমায় একটু জল দিস্ তো!

নাড়ুর থালা ও জলপাত্রহস্তে চঞ্চলার পুনঃ প্রবেশ।

চঞ্চলা। কি গো গোপালী, জল এনেছিস্? [মঙ্গলের প্রতি] নাও গো খাও—খাবার খাও!

মঙ্গল। দাও, নইলে বউদিদির অপমান করা হবে! [খাবার লইয়া খাইতে সুরু করিল।]

গোপালী। এ জল কোথা রাখ্‌বো গো?

চঞ্চল। যেখানে হোক্, রাখ্ না বাপু!

গোপালী। বউদিদি, একবার রাজবাড়ী চল—ডাক পড়েছে; রাণীমা আর ছোট গিন্নী ডেকেছেন।

চঞ্চলা। যাচ্ছি—যা! পোড়ারমুখী! পায়ে ঘুমুর বেঁধে পথ চল্‌তে তোর লজ্জা করে না? এ আবার তোর কি সখ?

গোপালী। তা বুঝি জান না? নাচ্‌তে নাচ্‌তে চ'লে এসেছি! দু'দশ মুদ্রা পাই, তাই ঘুমুর খুল্‌তেও সময় নেই।

চঞ্চলা। আ-হা-হা! যে রাঁধে, সে বুঝি আর চুল বাঁধে না?

মঙ্গল। তা বাঁধে। তা বেশ হয়েছে; ঘুমুর যখন বাঁধাই আছে, তখন একটু নেচে ফেল্ তো—আমি তোয়াজ ক'রে নাড়ু খাই—

গোপালী। তাতে আমার আপত্তি নেই মঙ্গল দাদা—[কলসী রাখিল।]

গীত।

আমার ছোট্ট প্রাণে ঢেউ লেগেছে আঁখির অজানা।
হাসির তুফান দুলিয়ে দিলে কি জানি কার ছলনা॥
বিলিয়ে যাওয়া হাওয়ায় হাওয়ায়,
রতন পাওয়া ক্ষণিক চাওয়ায়,
কোন্ নিরালায় কে শেখালে স্বপন-সুর-সাধনা॥

এই জল রইলো, রাজবাড়ী এসো—

[প্রস্থান।

মঙ্গল। বউদিদি, নাচ-গানের সুরে নাড়ুর স্বাদটা এতক্ষণ বেশ বুঝ্‌তে

প:রা গেল না! এইবার মাণিক ভায়ার কীর্ত্তিটা বলি, আর হাতের নাড়ু আমার মজন্ত হ'য়ে উঠুক্।

চঞ্চলা। নাড়ু কেমন হ'য়েছে ঠাকুরপো?

মঙ্গল। বল্‌ছি একটু বাদে। বউদিদি! আমার কান্না পাচ্ছে—

চঞ্চল। কেন গো?

মঙ্গল। মাণিক ভায়া ডুব্‌লো—

চঞ্চল। কোথায় ডুব্‌লো গো—কোন্ নদীতে?

মঙ্গল। নদীতে নয় বউদিদি, ড্যাঙ্গায়—

চঞ্চলা। দূর পাগল! ড্যাঙ্গায় কেউ বুঝি ডোবে?

মঙ্গল। ডুব্‌তে জান্‌লে ডোবে বউদিদি! মাণিক ভায়া আমার—ওঃ, বল্‌তে আমার বুক মুখ মাথা সব ফেটে যাচ্ছে! তুমি আরও গোটাকতক নাড়ু এনে দাও—আমি খেতে খেতে কাটা বুক জুড়ে ফেলি।

চঞ্চলা। আর তো নাড়ু নেই—

মঙ্গল। তবে থাক্—এতেই হবে। শোন বলি—মাণিকচাঁদের কীর্ত্তিটা একবার শোনাই! অনেক তোড়জোড় ক'রে মাণিক ভায়া তো শিকার করতে গেল! একটা দুর্দ্দান্ত রায়বাঘিনীকে দেখে খুব তাল ঠুকে দৌড়লো—তাকে ধর্‌লে; যেমন ধরা আর একটী থাবা! ওঃ, দাঁড়াও—আগে একটু জল খাই—[জল খাইল।]

চঞ্চলা। এঁ্যা! তারপর? রায়বাঘিনী থাবা মার্‌লে? ও ঠাকুরপো! তারপর কি হ'লো গো?

মঙ্গল। আঃ, জলটায় একটু কর্পূর দিতে পার নি?

চঞ্চলা। তারপর কি হ'লো বল না? ম'লো না বাঁচলো?

মঙ্গল। ততক্ষণ পান দু'খিলি সাজ্‌তে বল না কাউকে!

চঞ্চলা। আগে কি হ'লো বল না ছাই?

মঙ্গল। ও—হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলুম ? রায়বাঘিনী—ওঃ—বউদিদি, তুমি যে এমন ডাকসাইটে বউদিদি, সে তোমার ওপরওলা! সেই রায়বাঘিনীর থাবা খেয়ে—এই কানমুতা ঘেঁসে থাবা—একটী থাবায় বুঝ্‌লে বউদিদি—[কপট কান্নার স্থরে] মাণিকচন্দর দেখ্‌তে দেখ্‌তে শিঙে ফুঁক্‌লো গো—

চঞ্চলা। শিঙে ফুঁক্‌লো কি গো ? এঁ্যা, ওগো আমার কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো—[ক্রন্দন]

মাণিকচাঁদের প্রবেশ।

মাণিক। কি—হ'লো কি ?

মঙ্গল। ওরে বাবা, ভূত গো—

[নাড়ুর থালা ও জলপাত্রহস্তে দ্রুত প্রস্থান ;

চঞ্চলা। ওগো ঠাকুরপো—ভূতের হাত থেকে বাচাও গো—

[প্রস্থানোদ্যতা]

মাণিক। ভূত মানে ?

চঞ্চলা। তুমি তো ভূত !

মাণিক। তার মানে ?

চঞ্চলা। তোমাকে তো রায়বাঘিনী কানমুখোয় থাবা মেরে মেরে ফেলেছে—

মাণিক। কে বল্‌লে ?

চঞ্চলা। কেন, ঠাকুরপো তো দেখে এসেছে।

মাণিক। [স্বগত] বনে গিয়ে সাপুড়ে মেয়ের কানমলা খেয়েছি, এরা জান্‌তে পেরেছে না কি ? না—এ সব মঙ্গলের কারসাজী—আন্দাজে ঐ রকম একটা কিছু ঘোঁট পাকিয়েছে ! ওঃ, কি পাজী ! [প্রকাশ্যে]

হ্যাঁ গা, আমি ম'রে গেছি ব'লে মঙ্গলটা তোমায় বুঝিয়েছে বুঝি? দাঁড়াও দেখ্‌ছি—তার ঘাড় মট্‌কে খাবো—

চঞ্চলা। ঐ গো—এ যে ভূতের লক্ষণ গো—

মাণিক। ভূত—ভূত কর্‌লে তোমার পর্য্যন্ত ঘাড় মট্‌কাবো!

চঞ্চলা। এই খেলে গো—সর্ব্বনাশ কর্‌লে—

মাণিক। ভূত! ভূত অমনি হ'লেই হ'লো? কই, চিম্‌টি কেটে দেখ্‌ না! যদি লাগে, তা হ'লে তো আর ভূত নই?

চঞ্চলা। তুমি যদি মিছে কথা বল?

মাণিক। এ তো মহা ফ্যাঁসাদ হ'লো দেখ্‌তে পাই! আমায় মতলব ক'রে জ্যান্ত ভূত তৈরী কর্‌লে! আচ্ছা, যদি ভূত হই, আগে মঙ্গলটার দফা শেষ করি, তারপর আস্‌ছি—

[প্রস্থান।

চঞ্চলা। আমিও রাজবাড়ী পালাই ঘরে কুলুপ দিয়ে—

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

রাজ-অন্তঃপুর—অলিন্দ।

গীতকণ্ঠে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

নিশীথের এই খেলা বড় শক্ত।
প্রাণের ডাকে ডাক দিয়েছে খেলাপ্রিয় ভক্ত॥
চুপিসাড়ে প্রাণের খেলা মনের মিলনে,
চুপি চুপি আসা যাওয়া খেলার বাঁধনে,
হারা জেতা জানা যেতো খেলা যদি চুক্‌তো॥

[সকলের প্রস্থান।

বৎসর ও পাতঞ্জলের প্রবেশ।

বৎসর। এই নিশীথ রাত্রে—এই ঝিল্লিরব সাক্ষ্য ক'রে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আমার প্রচেষ্টায় আপনার পৌরহিত্য অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে।

পাতঞ্জল। তার বিনিময়ে পুরোহিতের আশীর্ব্বাদী রাজটীকা তোমারি প্রাপ্য। উৎকল! সাম্রাজ্য শাসন-অধিকারের নিদর্শন পেয়েছে সিংহাসন—রাজমুকুট—রাজদণ্ড! লোকচক্ষুর অন্তরালে তোমায় আমি অভিষিক্ত কর্‌বো এই হত্যার ছুরি হাতে তুলে দিয়ে।

বৎসর। বাঃ—চমৎকার! আমার পুরোহিতের এতখানি যোগ্যতা থাকৃতে পারে, তা আমার ধারণার বহির্ভূত! শুধু আবাহন আর পূজার মন্ত্র নিয়ে পৌরহিত্য করা যায় না, বিজয়া-বাদ্য বাজিয়ে বিসর্জ্জনের মন্ত্রও

উচ্চারণ কর্‌তে হয়। কই—ছুরি দেখি? [পাতঞ্জলের হাত হইতে ছুরি লইল।]

পাতঞ্জল। স্মরণ .রেখো, অভিষিক্ত তুমি—

বৎসর। জানি, জয়টীকার চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে দেবেন এই ললাটে এই ছুরিকাসৃষ্ট রক্তের প্লাবন থেকে। কিন্তু সত্য আমি জান্‌তুম না যে দেবনিবেদনে পুষ্পাঞ্জলিধারণের হাতে হত্যার ছুরি লুকিয়ে থাকে!

পাতঞ্জল। মাত্র তোমার জন্য—

বৎসর। আপনাকে বিশ্বাস কর্‌তে পারি?

পাতঞ্জল। সম্পূর্ণ! আমার কর্ম্মনীতির মুলে আঘাত করেছে ঐ উৎকল—গোরক্ষনাথ; তাদের অপমানের দংশনজ্বালা প্রশমিত হবে তাদেরই রক্তের প্রলেপে।

বৎসর। পুরোহিত! আমিও দেখ্‌তে পাচ্ছি উত্তাল তরঙ্গময় রক্ত-সিন্ধুর অনন্ত প্রবাহ—শুন্‌তে পাচ্ছি তার ভৈরব গর্জ্জন; তারই উপর দৃঢ়প্রোথিত কর্‌তে হবে এই সাম্রাজ্যের সিংহাসন—ধর্‌তে হবে রাজদণ্ড নিজের শক্তিপ্রচারে।

পাতঞ্জল। এই একখানা ছুরির সাহায্যে তুমি হবে এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর! পার্‌বে না?—দৃঢ়তার তোমার সকল কণ্টক অপসারিত কর্‌তে?

বৎসর। পার্‌বো।

পাতঞ্জল। উৎকল কোথা?

বৎসর। ঐ কক্ষে একাকী নিদ্রিত—

সুবীথির প্রবেশ।

সুবীথি। না—একাকী নয়; ভগবানের প্রতিনিধিকে রক্ষা কর্‌তে স্বয়ং ভগবানই তাঁর রক্ষক!

বৎসর। সুবীথি—তুমি?

সুবীথি। হ্যাঁ, তোমার সহধর্ম্মিণী—তোমার রক্ষাকারিণী—তোমার প্রহরিণী! খুব আশ্চর্য্য হয়েছ নয়? কিন্তু হিন্দু নারীর এই ধর্ম্ম।

বৎসর। তুমি রাত্রে নিদ্রা যাও না?

সুবীথি। পুরীতে পুরোহিত এসেছেন পৌরহিত্য করতে—যজ্ঞাগ্নি প্রস্তুত—তোমার অভিষিক্ত হস্তে বলিদানের মুহূর্ত্তে হত্যার ছুরি—পূর্ণাহুতির এই কালরাত্রি—আমি নিদ্রিত থাকলে বিনা সহধর্ম্মিণী যজ্ঞ পূর্ণ হবে কেন স্বামী?

বৎসর। কি উদ্দেশ্য তোমার?

সুবীথি। বাহ্যিক বৈষ্ণব-আচারী পুরোহিতের কাছে তাঁর গুপ্ত কাপালিক ব্রতের তত্ত্ব শিক্ষা করতে এসেছি—স্বামীর সিংহাসন অর্জ্জনের ছুরির ধার পরীক্ষা করতে এসেছি।

বৎসর। তারপর?

সুবীথি। জিজ্ঞাসা করতে এসেছি—এই নিশীথে নিভৃতে হত্যা-যজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'রে এইভাবে সংসারবক্ষে মনুষ্যত্বের পরিচয় দেবে? এই পুণ্যতীর্থ এমনি ক'রে শ্মশান করবে? ঐশ্বর্য্যের লোভে ধর্ম্মের বুকে ছুরি বসানো কি মানুষের ধর্ম্ম? পুরোহিতের কূট মন্ত্রণায় নিজের ঘরে আগুন জ্বেলে তাকে নিভিয়ে না দিয়ে, সাগ্রহে বাতাস দিয়ে জ্বালিয়ে তুলছো? নিজের সকল কল্যাণ বলি দিতে চাইছ কুলাঙ্গার সেজে পুরোহিতের বিষাক্ত পৌরহিত্যে? ফেলে দাও ছুরি! কি দুর্ব্যবহার পেয়েছ তোমার অগ্রজের কাছে, যার জন্য তাঁকে দোষী সাব্যস্ত ক'রে হত্যার মত্ততায় এসে দাঁড়িয়েছ তাঁর শিয়রে?

বৎসর। হ্যাঁ, আমি চাই আমার অগ্রজকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করতে। তোমার যদি

আপত্তি থাকে, চোখ ঢেকে স'রে দাঁড়াও! রাণীত্বে বিষের কণ্টক ফুটে ওঠে, দাসীত্ব বেছে নিও সকল সম্পদ ঐশ্বর্য্যে বঞ্চিত হ'য়ে। আর্য্য শাস্ত্রের প্রত্যক্ষ দেবতাকে নিয়ে আমার অলক্ষ্যে দাঁড়াও গিয়ে—আমার আভিজাত্যের গৌরব এইভাবেই রক্ষা হবে।

সুবীথি। আমারও প্রতিজ্ঞা—তোমার গৌরব রক্ষা কর্‌বো আমি তোমার অগৌরব অর্জ্জনের প্রচেষ্টাকে নিষ্পেষিত ক'রে।

পাতঞ্জল। অলীক সন্দেহ ক'রো না মা! তোমার স্বামী বুদ্ধিমান পুরুষসিংহ! অযথা মর্ম্মাহত হ'য়ে তোমার স্বামীকে এবং আমাকে কটূক্তি প্রয়োগে অপমানিত কর্‌ছো! একি সম্ভব? তোমার স্বামী তাঁর অগ্রজকে বিনা দোষে হত্যা কর্‌বেন? বড়ই সমস্যা মা! মহারাজ উৎকলকে প্রজাবর্গ রাজা ব'লে স্বীকার করে না।

সুবীথি। তারা কি বলে?

পাতঞ্জল। সকলেই বলে উৎকল উন্মাদ; সেই উন্মাদের হাত থেকে পরিচালিত রাজ্য এবং রাজ্যবাসীকে রক্ষা কর্‌বার জন্য মাত্র উৎকলকে ছুরির ভয় দেখিয়ে বশীভূত করাই উদ্দেশ্য। এ একটা ক্ষীণ কৌশলের অবতারণা মাত্র! এতে পাপ নাই—নিষ্ঠুরতা নাই, শুধু একটু রাজনীতির বিচার!

সুবীথি। বাঃ—চমৎকার বিচার-বুদ্ধি! মহারাজ উন্মাদ, কে বলে এ কথা? সভাগৃহে আহ্বান করা হোক্ তাদের—আমি স্বকর্ণে প্রকৃতি-পুঞ্জের মুখে এ কথা শুন্‌তে চাই! রাজ্যরক্ষা আপনাদের ধর্ম্ম হ'তে পারে, কিন্তু রাজ্য হস্তগত করা বিদ্রোহসূচক পাপ! এ পাপকে প্রশ্রয় দেবো না। আমার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রাজ্য এবং ধর্ম্ম রক্ষা কর্‌বো। কমল! কমল! জেগে ওঠ্ বাবা! তোদের রাজ্য যায়—আনন্দ যায়—প্রাণ যায়—দস্যুর দস্যুতা—জেগে ওঠ্—জেগে ওঠ্—

[দ্রুত প্রস্থান।

পাতঞ্জল। বৎসর! সতর্ক হও—চক্রান্তের সৃষ্টি কর—

বৎসর। চক্রান্ত প্রস্তুত—দলিত ভুজঙ্গের দংশন সে চক্রান্তে—মৃত্যুমুখী প্রত্যেকেই সে দংশনজ্বালা অনুভব করবে।

কমলের প্রবেশ।

কমল। কার—কার এ আর্ত্তনাদ দস্যুর দস্যুতায়? কৈ—কে সে দস্যু?

বৎসর। কমল? অস্ত্র এনেছ? শত্রু—শত্রু; নিশীথে নিদ্রার সুযোগে এই ছুরিহাতে দস্যু এসেছিল তোমার পিতার বক্ষে আমূল বসিয়ে দিতে! এই পুরোহিত জানেন—সন্দেহ ক'রে তার অনুসরণ করেছিলেন। পারবে কুমার সে শত্রুর বুকে এই ছুরি বসিয়ে শত্রুতার প্রতিশোধ নিতে?

কমল। সে শত্রু কে পিতৃব্য?

বৎসর। বিশ্বাস করবে? আমারাও বিশ্বাস হয় না কমল!

কমল। শত্রুর মিত্রতাকেই বিশ্বাস করেছি; আজ প্রয়োজন হ'লে তার কপট মিত্রতার ভিতর থেকে শত্রুতা আবিষ্কার করতে হবে—ঘৃণায় তাকে দণ্ড দিতে হবে—লোকশিক্ষার জন্য সমাজে তা প্রচার করতে হবে। বলুন পিতৃব্য, কে সে শত্রু?

বৎসর। অনঙ্গসিংহ।

কমল। অনঙ্গসিংহ?
অসম্ভব এ কথা!
যেন যুগান্তর ঘ'টে গেল,
যেন ছিঁড়ে গেল মর্ম্মতন্ত্রী
সংশয়তাড়নে স্বপ্ন সম বিবর্ত্তনে!

অনঙ্গসিংহ ?　জীবনের মধুময়
প্রভাত হইতে আজিও অবধি
চিত্ত যার কর্ম্ম যার
উচ্চ হ'তে অতি উচ্চতর,
বিশ্বাসের সেই মহাখনি
রাজ-অনুগ্রহে লভি উচ্চ পদ,
আজি ভুলি কৃতজ্ঞতা
জঘন্য আচারে করে ধরি হত্যার কৃপাণ,
স্বরগের প্রীতি প্রফুল্লতা মাথা
জনকে আমার
এসেছিল করিতে সংহার ?
একি সত্য ?
হে পিতৃব্য !　হেন অসম্ভব কথা
বিনা যুক্তি-তর্কে বিশ্বাস করিতে হবে ?

বৎসর ।　　কোন কথা নয় !
আগে ধ'রে আন দুরাত্মায়,
শাস্তি দিয়ে নির্ব্বাপিত করি
অন্তরের জ্বালা !　গৃহ অন্তরালে
ভায়ে ভায়ে আমাদের
থাকুক্ শত্রুতা যত, কিবা আসে যায় !
কিন্তু বাহিরের শত্রু
আমাদের একটী ভায়ের বুকে
অস্ত্রাঘাতে উদ্যত হইলে, বুক দিয়ে
এক ভাই অন্য ভায়ে রাখে !

ছার সে অনঙ্গসিংহ !
কোথা পরিত্রাণ, আমার অগ্রজশিরে—
তোমার পিতার শিরে তুলিয়া কৃপাণ !
যাও—যাও, ধ'রে আনো,
প্রতিকার করিব ত্বরায়।

কমল এত খল—এত সে চতুর ?
এতদিন এত মধুময় আলাপনে
ভুলায়ে রাখিল, গুপ্তভাবে
ঘাতকের ঘৃণ্য কার্য্য করিতে সাধন ?

পাতঞ্জল জান তো কুমার ! অমন সৌরভময়
প্রফুল্ল প্রসূন পদ্মের চয়নে
মৃণালকণ্টকে ব্যথা পায় কর ;
সমাদরে বক্ষে ধরা ফুল
কীটের দংশনভয়ে
হতাদরে দূরেতে ফেলিতে হয় !
প্রকৃতির শোভা বিধির বাঞ্ছিত
চন্দ্রমাও পেয়েছে কলঙ্ক-চিহ্ন !
তবে ? তুচ্ছ নর—
নিত্য যারা মোহের অধীন,
অন্তর-নিবাসে তার আসিবে কলঙ্ক,
জাগিয়া উঠিবে ঘাতকের ক্রিয়া,
একি এত আশ্চর্য্য ঘটনা ? দেখ,
কোথায় লুকালো পাপী সে অনঙ্গসিংহ !
এইখানে ছিল—

কমল। উত্তম! অন্তর্বিপ্লব যত
নিত্য নিত্য সৃষ্টি করে
প্রবঞ্চক দল!
প্রাণপণে মূলোচ্ছেদ করি তার
অমৃতের ধারা ঢেলে দেওয়া সেথা
পরহিতব্রতী মানুষের কাজ।
সে ধর্ম্মের অপলাপকারী
নির্ব্বিকারে নতশিরে
শুধু রক্ত দিবে ন্যায়ের শাসনে।

[প্রস্থান।

বৎসর। পথের কণ্টক সমূলে উৎপাটন করবার আয়োজনও আমি করেছি। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

পাতঞ্জল। বৎসর! চক্রান্ত সৃষ্টি করতে তুমি অদ্বিতীয়—তোমার এই চক্রান্তেরই পৌরহিত্য করবো আমি। আমার নারায়ণমন্দির যাক্ —বিগ্রহ যাক্—গোরক্ষনাথ যাক্, শুধু তুমি থাকো—তোমাকে রাজ-সিংহাসন দিয়ে আমার সকল প্রাপ্য পুনরুদ্ধার করবো।

মাণিকচাঁদ ও অনঙ্গসিংহের প্রবেশ।

মাণিক। অনঙ্গসিংহ এসেছেন।

বৎসর। অনঙ্গসিংহ! তোমাকে আহ্বান করেছি, তুমি খুব বিস্মিত হয়েছ বোধ হয়? কিন্তু ততোধিক বিস্মিত হবে কুমার কমলের কীর্ত্তি শুনে। আমি তাকে শাসন করতে পারতুম, কিন্তু এখন আর আমি এ রাজ্যের কেউ নই! আমার শাসন কুমারের পক্ষে অবিচার; তার আত্মীয় স্বজনের চক্ষেও আপত্তিজনক হ'তে পারে। তাই নিজেকে

সংযত ক'রে তোমার দায়িত্বের মাঝখানে তাকে ফেলে দিতে চাই! তুমি মহারাজের দক্ষিণ বাহু স্বরূপ—তাই বল্‌ছি!

অনঙ্গ। ভাল বুঝ্‌তে পারলুম না! আরও বুঝ্‌তে পারছি না—দিবসেও প্রাবৃটের ঘন অন্ধকারে মানুষের কর্ম্মক্লান্তি আসে, অথচ সেই মানুষ প্রকৃতির ঘন অন্ধকারে কি উৎসাহভরে, কিসের প্রত্যাশায় জাগ্রত দাঁড়িয়ে আছে! আর আমাকেই বা তার সাক্ষ্য হ'তে প্রয়োজন হ'লো কেন?

বৎসর। এই ছুরি, অনঙ্গসিংহ—এই ছুরি শয্যায় কণ্টকের মত ফুটে উঠ্‌লো—টেনে নিয়ে এলো এই অলিন্দে! অনঙ্গসিংহ! তোমার সঙ্গে আর আমার শত্রুতা নেই! কিম্বা আমাকে শত্রু মনে কর, তাতেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই; কিন্তু রাজাকে রক্ষা কর—আমার অগ্রজকে রক্ষা কর!

অনঙ্গ। দাসত্ব নিয়েছি যার, তাকে রক্ষা করাই যে আমার ধর্ম্ম! কিন্তু এই নিশীথ রাত্রে পুরোহিত ঠাকুর এখানে কেন?

পাতঞ্জল। খুবই একটা অস্বাভাবিক নয়?

অনঙ্গ। কিছু মাত্র না; অগ্নির পাশে বাতাসই থাকে তার স্বভাবের মত্ততা নিয়ে। সে যাই হোক্, আমায় এখানে প্রয়োজন?

বৎসর। মহারাজকে রক্ষা করতে হবে তোমার চেষ্টায়। জানি না, কি স্বার্থসিদ্ধির জন্য কমল এসেছিল এই ছুরি তার পিতার বুকে বসিয়ে দিতে! আমি বাধা দিয়ে—

অনঙ্গ। হাঃ-হাঃ-হাঃ, স্বপ্ন দেখে ঘুমন্ত জেগে উঠেছেন ভদ্র! কমল পিতৃদ্রোহী, এ কথা স্বয়ং ভগবান এসে বল্‌লেও আমি বিশ্বাস করি না।

বৎসর। তবে এ ছুরি এলো কোথা থেকে?

অনঙ্গ। চক্রান্ত।

বৎসর। কার?

অনঙ্গ। দুর্জ্জনের।

বৎসর। জান, কে সেই চক্রান্তকারী?

অনঙ্গ। জানি; জানে এই অন্তর, আর তা অন্তরেই থাক্‌বে—বহির্জগতে প্রকাশের নয়।

বৎসর। উন্মাদ—উন্মাদ! আস্থন পুরোহিত! ওরা সকলেই চায় জগতে ওদের উন্মত্ততা প্রচার কর্‌তে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ দিকে যে শত্রুর চক্রান্তে আমি আমার পূজনীয় অগ্রজকে হারাতে বসেছি, তা কেউ ভেবে দেখ্‌ছে না। আমার কান্না জগতে কেউ দেখে না পুরোহিত—কেউ দেখে না—

[প্রস্থান।

পাতঞ্জল। জগত যে অন্ধ।

[প্রস্থান।

মাণিক। তার ওপর রাত্তির হ'লে রাতকাণা রোগে আক্রান্ত হয়। বুঝেছেন সেনাপতি মশাই! দিনে ঘুমোয় আর রাত্তিরে রাতকাণা, অন্ধ নয় তো কি?

[প্রস্থান।

অনঙ্গ। এ হয় তো এক ষড়যন্ত্র! এ ষড়যন্ত্রের পদতলে প্রাণ দিয়ে পরাজয় স্বীকার ক'রে বিধ্বস্ত দেহ ধ'রে দেওয়া মনুষ্যত্বের পরিচয় নয়। এ পরাজয়ে একটা খাঁটী সত্যময় সংসারের ললাটে লাঞ্ছনার কালিমা-চিহ্ন অঙ্কিত হবে। এ ষড়যন্ত্রের কৈফিয়ৎ চাই! ওগো স্বর্ণকীরিট-পরিহিতা উচ্চতায় মহিয়সী গরীয়সী বিশ্বপূজিতা প্রকৃতি জননী! বিশ্বঘেরা এই আলোড়িত অন্ধকার ভেদ ক'রে দীপ্তিময়ী হ'য়ে তোমাকেও কৈফিয়ৎ দিতে হবে এই অনিয়ম ষড়যন্ত্রের!

গীতকণ্ঠে বিপ্রদাসের প্রবেশ।

বিপ্রদাস।—

গীত।

কে কাঁদে কি সন্দেহে ঘন অন্ধকারে।
হারায়েছ বল কি মহারতন,
কি বেদন পেলে অন্তরে॥
জড় বা চেতন মনের মতন,
বল কিবা ছিল কত সে আপন,
কোথা ফেলে এলে কত হতাদরে
কোন্ সুদূরের প্রান্তে।
আজি যদি তারে পেতে চাও,
আঁধার থাকিতে ছুটে যাও,
সাথী যদি চাও সাথী খুঁজে নাও,
আলো ধ'রে যাবে কান্তারে॥

[প্রস্থান।

অনঙ্গ। সকলেই সজাগ অথচ নিদ্রিত! এ কি বিচিত্র রহস্য! এ জাগরণের অর্থ কি? না—না, এ চক্রান্তকারীর নিদ্রার ভাণ মাত্র! [প্রস্থানোদ্যত]

কমলের প্রবেশ।

কমল। কে—কে এখানে? সেনাপতি অনঙ্গসিংহ? তবে সত্য তোমার নিশীথের চক্রান্ত? প্রকাশ্যে এক হাতে শত্রুদলনের অস্ত্র ধর মিত্রতা দেখিয়ে, আর গোপনে অন্য হাতে ছুরি ধর শত্রুতা-

সাধনে! না—এ ক্ষুদ্র বুকে আর বিচারের অবসর নেই—বুদ্ধিতে চাতুরী অর্জ্জন কর্‌বার সুযোগ নেই—ভদ্রতায় মীমাংসা সাধনের প্রয়োজন নেই। অনঙ্গসিংহ! তোমার স্বার্থের মিত্রতা এই অস্ত্রাঘাতে বিচ্ছিন্ন কর্‌বো! [অস্ত্রাঘাতে উদ্যত ও সেই অস্ত্র অনঙ্গসিংহ অস্ত্রের দ্বারা প্রতিহত করিল।]

অনঙ্গ। কুমার! ক্ষিপ্ততা রাখ, অন্তরের বিচারে লক্ষ্য কর, কার মাথার উপর অস্ত্র তুলে দাঁড়িয়েছ!

কমল। জানি—আমার পিতৃশত্রুর মাথায়।

অনঙ্গ। পিতৃশত্রু? তোমার পিতার শত্রু আমি?

কমল। হ্যাঁ—তার প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে।

অনঙ্গ। শত্রু আমি নই কুমার—পিতৃশত্রু তুমি! তোমার পিতৃব্যের পক্ষ নিয়ে তুমিও ধর্‌তে শিখেছ তীক্ষ্ণ ছুরি—সে হত্যার ছুরি আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

কমল। নিজেকে নিষ্পাপ প্রমাণ কর্‌তে অন্যের মাথায় পাপের সম্ভার চাপিয়ে দিয়ে বৃথা তোমার মুক্তি-আশা! বুঝেছি তোমার উদ্দেশ্য; সে উদ্দেশ্য বিফল হবে আমার এই অস্ত্রাঘাতে।

অনঙ্গ। আমার সংযত অস্ত্রকে নাচিয়ে তুলে আমায় কলঙ্কিত ক'রো না কুমার! অযথা খণ্ডযুদ্ধের সৃষ্টি ক'রো না; আমি নিষ্পাপ।

কমল। পাপী আত্মমুখে পাপ ব্যক্ত করে না, তাই এ বিচার; বিচার ক'রে আমি তোমায় দণ্ড দোবো—[পুনরায় অনঙ্গসিংহকে আক্রমণ করিল।]

অনঙ্গ। কুমার—কুমার!

কমল। এ বিচার—বিচার—

উৎকলের প্রবেশ।

উৎকল। নিশীথের এই ঘন অন্ধকারের কোন্ বিচারকের কাছে কার বিচার? একি! কমল? অনঙ্গসিংহ? তোমারা পরস্পরের শির লক্ষ্য ক'রে যুদ্ধে উন্মত্ত? কারণ কি? নিরস্ত হও—নিরস্ত হও—

কমল। পিতৃশত্রুর শির লক্ষ্য করেছি পিতা!

অনঙ্গ। পিতা আজ দাড়িয়ে দেখুন পিতৃদ্রোহী সন্তানের পরিণাম!

উৎকল। সে কি? একজন পিতৃদ্রোহী—একজন প্রভুদ্রোহী? তুই বিশ্বাসী আজ অবিশ্বাসী? কে আছ? [মাণিকচাঁদ ও দুইজন রক্ষীর প্রবেশ।] বন্দী কর এই দুই বিশ্বাসঘাতককে।

মাণিক। [রক্ষীদের প্রতি] বন্দী কর—[রক্ষীদ্বয় কমল ও অনঙ্গ-সিংহকে বন্দী করিল।]

উৎকল। একি! নিজের পুত্র আজ শত্রু? আর যাকে পথের ভিক্ষুক জেনে করুণায় দারিদ্র্য ঘুচিয়ে রাজৈশ্বর্য্যের মাঝখানে পদমর্য্যাদার গৌরবসিঞ্চনে সৈন্যাপত্য দিয়েছি, সেই অনঙ্গসিংহও আজ শত্রু? এ যে ভাব্‌তেও পারি না, আমি!

কমল। না পিতা! সন্তান এখনো জীবন দিয়েও পিতৃপদসেবায় প্রস্তুত।

অনঙ্গ। মহারাজ! জগতে চন্দ্র সূর্য্যের উদয়াস্ত যেমন সত্য, আপনার এই ধর্ম্মের সাম্রাজ্যে আমি সেইরূপই সত্যপথের কর্ম্মী।

উৎকল। তবে পিতৃদ্রোহী রাজদ্রোহী সৃষ্টি হয় কোথা থেকে?

কমল। কে বলে পিতা আমি পিতৃদ্রোহী?

অনঙ্গ। তোমার পিতৃব্য মহাত্মা বৎসর।

কমল। আমিও তাঁরই মুখে শুনেছি, তুমি রাজদ্রোহী।

অনঙ্গ। তবে এ চক্রান্ত—চক্রান্ত—

উৎকল। কার চক্রান্ত?

বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। আমার—আমার; তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই লৌহশৃঙ্খল! [সহসা উৎকলের হাতে শৃঙ্খল পরাইয়া বন্দী করিল এবং তাহার সম্মুখে অস্ত্র খুলিয়া দাঁড়াইল।]

উৎকল। বৎসর!

কমল। পিতা—পিতা—[শৃঙ্খল ছিঁড়িবার চেষ্টা।]

অনঙ্গ। কি করেছ কমল অজ্ঞানতায় শত্রুতাসাধন ক'রে?

উৎকল। বৎসর! আমি শুধু রাজা নই—তোমার অগ্রজ: এ তোমার কলঙ্ক!

বৎসর। সংসারে এ কলঙ্ক ভায়েরই প্রাপ্য! [রক্ষীদের প্রতি] যাও—নিয়ে যাও নির্দ্দিষ্ট কারাগৃহে।

উৎকল। [যাইতে যাইতে] ভুল করেছি কমল—বুঝতে পারি নি অনঙ্গসিংহ! কারাগৃহে এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবো; আমি প্রতীক্ষা করবো তোমাদের পবিত্রোজ্জ্বল মিত্রতার করস্পর্শের।

[উৎকলকে লইয়া রক্ষীদ্বয়ের প্রস্থান।

কমল। পিতৃব্য! মানুষের মস্তিষ্কে চক্রান্ত থাকে, কিন্তু সে চক্রান্ত যে মানুষকে পশুতে পরিণত করে, তা এই প্রথম প্রত্যক্ষ কর্‌ছি!

বৎসর। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

অনঙ্গ। যদি এই মুহূর্ত্তে হাতের শৃঙ্খল খুলে যায়, তা হ'লে তোমার মত নররূপী পিশাচের বক্ষশোণিত পান ক'রে জীবনের কতকটা জ্বালার অবসান করতুম!

বৎসর। সে আশা এখন সুদূরপরাহত! তোমাদের আক্ষেপ কর্‌বার কিছুই নেই! মহারাজ উৎকল উন্মাদ; উন্মত্ততায় তোমাদের বন্দী করেছিলেন, তাই তিনি কারাগারে! আমি কিন্তু নির্দোষ—এ ঈশ্বরের অভিপ্রায়!

[প্রস্থান।

মাণিক। হ্যাঁ, ঈশ্বর যা করেন, ভালর জন্যই করেন।

অনঙ্গ। এই পদাঘাতে—

মাণিক। ওরে বাবা রে—

[দ্রুত প্রস্থান।

অনঙ্গ। কমল! কমল! ছিঁড়ে ফেল হাতের শৃঙ্খল!

কমল। ভগবান! শক্তি দাও—শক্তি দাও—

অনঙ্গ। কে আছ মিত্র? পূর্ণচন্দ্র রাহুগ্রস্ত হয়—অমোঘ শক্তিতে হাটিয়ে দাও রাহুগ্রহের সর্ব্বনাশী করাল কবল!

কমল। মা! মা! ছুটে এসো মা আদ্যাশক্তির মহাশক্তি নিয়ে!

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। কে—কমল? একি, তুই বন্দী?

সুবীথির প্রবেশ।

সুবীথি। বন্দী ব'লে অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখ্‌বার সময় নেই দিদি! ভেবে দেখ্‌বার আবশ্যকতা নেই এই নিবিড় শত্রুতার মাঝখানে। আগে হাতের বাঁধন খুলে দাও! আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দু'টী রক্ষী আজ দুর্জ্জনের চক্রান্তে বন্দীত্ব নিয়ে নিস্তেজ! [সুবীথি কমলের ও চন্দ্রাবতী অনঙ্গের হাতের বাঁধন খুলিয়া দিল।] যাও পুত্র, মুক্ত তুমি!

এইবার ঝাঁপিয়ে পড় তোমার সম্মুখে কর্ত্তব্যের তরঙ্গময় মহাসাগরে! দিদি! বিস্মিত হ'য়ে ভাব্‌ছো কি? সাম্রাজ্যের রাজরাণী তুমি—পুত্রদের কর্ত্তব্যসাধনে আদেশ দাও!

[প্রস্থান।

কমল। মা! পিতা বন্দী—

অনঙ্গ। রাজ-রাজেশ্বর বাস কর্‌তে চলেছেন কারাগৃহে—

চন্দ্রাবতী। পুত্র—পুত্র! ভেঙ্গে ফেল সেই কারাগার—বন্দী ক'রে নিয়ে এসো সেই অত্যাচারীকে, তোমার পিতার হাতে যে দস্যুতায় শৃঙ্খল পরিয়েছে। রাজদণ্ড সম্মুখে রেখে ধর্ম্মাধিকরণে বস্‌বো আমি রাজরাণীর দাবীতে—সর্ব্বনাশে বদ্ধপরিকর এক অবিচারীর ঔদ্ধত্যের প্রতিকারকল্পে ভীতিময় জাগ্রত ধর্ম্মের নীতিপুস্তক হাতে নিয়ে!

[প্রস্থান।

কমল। ঔদ্ধত্যদলন শুধু মৌখিক নীতির তাড়নে হবে না মা! যদি প্রয়োজন হয়, শক্তির তাড়নে বক্ষ বিদ্ধ কর্‌বো সেই অবিচারীর, এই অস্ত্রে—এই প্রতিজ্ঞায়—

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জালন্ধরের কুটীর সম্মুখস্থ বৃক্ষতল।

গীতকণ্ঠে মহান্তীর সহচরীগণের প্রবেশ

সহচরীগণ।—

১

পাখী চোখ গেল ব'লে চমকায়।
বউ কথা কও ডাক্ দিয়ে যায়,
বউ শোনে না হায় হায়॥
স্বভাব সতীর কোলে বনের পাখী,
মনের মাতন নিয়ে ওঠে ডাকি,
শিহরিয়া উঠি থাকি থাকি থাকি
মন ডোবে সে মদিরায়॥
হাওয়ায় হাসে পাখী হাওয়ায় ভাসে,
হাস্‌বো গিয়ে সখী পাখীর দেশে,
পাখীর মধু গান গাইব সে তান
জীবন-পাখীর আঙিনায়॥

মহান্তীর প্রবেশ।

মহান্তী। তোদের প্রাণের গান দিন কতক বন্ধ রাখ্ না ভাই! আমরা লুকিয়ে থাক্‌তে এই বনে এসেছি, বাগান বেড়াবার আনন্দ উপভোগ করতে নয়। গানই গা আর আনন্দই করিস্, সবাই সাবধানে

থাকিস্ কিন্তু ! [সহচরীগণের প্রস্থান] বাইরে শত্রুর ভয়—অন্তরেও ঐ এক ভয় গোরক্ষনাথকে নিয়ে ! সে চিন্তার তন্ময়তায় সৃষ্টি হয় মহাপ্রলয়ের ঝটিকা—ডাকিনীর হাসি—দৈত্যের তাণ্ডব নৃত্য ! ভগবান ! প্রলয়-আঁধারে রত্ন পেয়েছি, তাকে আমার ব'লে কুড়িয়ে নিতে দাও !

গোরক্ষনাথের প্রবেশ ।

গোরক্ষ । এই উপযুক্ত স্থান মহান্তী ! প্রকৃতির এই ভীষণ অরণ্যের নিবিড়তা ভেদ ক'রে কেউ তোমাদের সন্ধান পাবে না ! এখন তুমি নির্ভয়—নিরাপদ ! এইবার আমায় বিদায় দাও !

মহান্তী । বিদায় ?

গোরক্ষ । হ্যাঁ, আমি তোমায় রক্ষা করতে এসেছিলুম—তোমার অন্নে গ্রাসাচ্ছাদন করতে নয় ।

মহান্তী । বিপন্নকে উদ্ধার করেছেন, তাকে কৃতজ্ঞতা দেখাবার অবসর দিন !

গোরক্ষ । কিন্তু আমি রক্ষা করেছি এক বিপন্ন সর্পকে ! সে আমার ধর্ম্ম হ'লেও সাপের ধর্ম্ম কিন্তু মাথায় দংশন দিয়ে কৃতজ্ঞতা দেখানো ।

মহান্তী । অর্থাৎ অকৃতজ্ঞ ? আচ্ছা বেশ, এখন কোথায় যাবেন ? পুরোহিত পাতঞ্জল ঠাকুর তো আপনাকে তাড়িয়ে দিয়েছেন ; কোথায় থাক্‌বেন ?

গোরক্ষ । সে কি ? বিশ্বনাথ শ্রীহরির এই এত বড় বিশ্ব-সাম্রাজ্যে আমার ন্যায় একটী ক্ষুদ্র প্রাণীর দাঁড়াবার স্থান হবে না ? মুক্ত প্রান্তরে তাঁর সকল দুয়ারই উন্মুক্ত !

মহান্তী । আপনার আর কেউ পরমাত্মীয় নেই ?

গোরক্ষ। না—একমাত্র ভগবান।

মহান্তী। আপনার নিজের গৃহ নেই?

গোরক্ষ। না—নারায়ণের চরণতীর্থই আমার আশ্রয়-আবাস।

মহান্তী। আবার যদি আমার বিপদ হয়?

গোরক্ষ। ভগবানকে ডেকো, তিনিই বিপন্নকে রক্ষা করবেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই স্মরণ রাখবে বিপদের সম্ভাবনা; বিপদ সর্ব্বত্র—বিপদের বীজে পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে—অন্তর বাহিরে বিপদ!

মহান্তী। আপনার আরও বিপদ, আপনি ব্রাহ্মণ! এখানে আপনার পবিত্রতা রক্ষা হবে না। আমিও ততটা বিশ্বাসী নই আপনার কাছে! আপনি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচারী, পরমাত্মীয়ের মত আমাদের অন্ধকার গৃহ আলোকিত করবার অধিকার আপনার নেই।

মঙ্গলকে লইয়া জালন্ধরের প্রবেশ।

জালন্ধর। ওরে মহান্তী! ওরে গোরক্ষ ঠাকুর! এই দেখ্, বৎসর রাজা বুঝি এখানে চর পাঠিয়েছে! জিজ্ঞাসা কর্—কি জিঘাংসা প্রবৃত্তি নিয়ে এখানে এসেছে? [মঙ্গলের প্রতি] বল্ রে গিধ্বোড়, এখানে কি মতলবে এসেছিস্? ভাল কথায় বল্, নইলে অপঘাতে আত্মবলি দিতে হবে!

মঙ্গল। বল্‌ছি বাবা বল্‌ছি; আগে দম ফেল্‌তে দাও, তোমার বুড়ো হাড়ের রদ্দাগুলো আগে পরিপাক করতে দাও!

গোরক্ষ। কে—মঙ্গল?

মঙ্গল। হ্যাঁ ঠাকুর! ছিলুম তো মঙ্গল, এখন ঠেলায় প'ড়ে খাঁটা অমঙ্গল দাঁড়িয়েছি।

গোরক্ষ। কি—ব্যাপার কি মঙ্গল?

মঙ্গল। বল্‌ছি সব, আগে একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার?

জালন্ধর। ঐ কুটীরে আয়! হাত মুখ ধুয়ে ফল আর জল খাবি।

গোরক্ষ। মঙ্গল! তুমি এখানে কি ক'রে এলে?

মঙ্গল। যমের বাড়ী আসা কি শক্ত কথা ঠাকুর? হঠাৎ পা পিছ্‌লে চ'লে এসেছি, তারপর সাক্ষাৎ বুড়ো যমের পাল্লায় প'ড়ে হদ্দমুদ্দো হ'য়ে গেল! বুড়োর এক একটা গোঁত্তা যেন যম রাজার ডাঙ্গস্‌!

গোরক্ষ। এ গুপ্ত স্থানের পথ তোমায় কে চিনিয়ে দিলে?

মঙ্গল। আমার তুরদৃষ্ট! তোমরা যে একটা বড় রকমের যমের বাড়ী তৈরী করেছ, তা আমার জানা ছিল না। তুমি এখানে বৈদ্যনাথ হ'য়ে ব'সে আছ, হা সতী—হা সতী ক'রে ত্রিশূলঘাড়ে সতীর দ্বারে পাহারা দিচ্ছ, টিপ্‌ছো গাঁজা, ধর্‌ছো কল্‌কে, মার্‌ছো টান, নেশায় একেবারে দিশেহারা! সাপের আড্ডায় এসে সোহাগে হাবুডুবু খাচ্ছ, আর সেখানে তোমার চেলা চামুণ্ডী নন্দী ভৃঙ্গী আমাকেই দক্ষযজ্ঞে পাঠালেন মুণ্ডু হারাতে!

গোরক্ষ। বল মঙ্গল! তুমি এসেছ আমায় তিরস্কার করতে? সমাজের উপর আমার কৃতজ্ঞতা ভুলে, চিরমূর্খ বর্ব্বরের মত নগ্নদেহে পশুর কান্তারে প'ড়ে আছি, সে কি আমার চৌর্য্য? তুমি এসেছ আমার অহঙ্কার বিচূর্ণ কর্‌তে? কিন্তু আমি এসেছি বিপন্নের ত্রাণে—বিধিদত্ত শক্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় অনিয়ম সমুলে উৎপাটিত কর্‌তে। ভগবান জেগে উঠে এই অন্তরে দিয়েছিলেন শক্তির প্রেরণা, তাই জগতের অত্যাচারীকে দেখিয়েছি, প্রাণের আগ্রহ আকর্ষণে ব্রহ্মাণ্ড উপ্‌ড়ে আসে—করায়ত্ত হয় ভগবানের করুণার সম্মোহন মুর্ত্তি! তাঁরই উদ্দীপনায় কলঙ্ক অর্জ্জন করেছি নিয়তির করাল কবল দলিত ক'রে, অত্যাচারের সহস্র উত্তাল তরঙ্গে বাধা দিয়ে, সংসার-উদ্যানের এই স্বর্ণাভ স্থলকমলের পবিত্রতা

রক্ষা ক'রে! তাকে স্পর্শ করেছি স্বার্থের উপভোগে নয়—দেবনিবেদনে পুষ্পচয়নের অন্তর নিয়ে! সমাজের কথা রাখ মঙ্গল! তোমার কি বল্‌বার আছে বল!

মঙ্গল। সেই ভাল, শুম্ভ নিশুম্ভের যুদ্ধ বাধে বাধুক্, আমার তা দেখ্‌বার দরকার নেই! ওদিকে বৎসর রাজাও একটী পরিপাটী যমের বাড়ী তৈরী করেছে, তার মধ্যে উৎকল মহারাজকে বন্দী করেছে।

মহান্তী। সে কি? মহারাজ উৎকল বন্দী?

গোরক্ষ। কে বন্দী করেছে?

মঙ্গল। বৎসর রাজা স্বয়ং।

গোরক্ষ। প্রজারা কেউ প্রতিবাদ করে নি? রাজার অন্নদাসের দল রাজাকে রক্ষা করতে অস্ত্রহাতে কারাগারের লৌহদ্বার ভেঙ্গে ফেলে নি? সেনাপতি অনঙ্গসিংহ কোথা? রাজপুত্র কোথা? তারা কি ঘুমিয়ে আছে?

মঙ্গল। তাঁরাও তো বন্দী হয়েছিলেন, রাজরাণীর চেষ্টায় মুক্তি পেয়েছেন; কিন্তু মহারাজ উৎকল কঠিন পাহারার মধ্যে কারাগারে বন্দী। রাজপুরুষদের অধিকাংশ বৎসর মহারাজের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বৎসর এখন সিংহাসন অধিকার করেছে; এইবার তার প্রথম অভিযান সাপুড়ের মেয়েকে লক্ষ্য ক'রে।

গোরক্ষ। বল কি—বল কি মঙ্গল?
শুনি এই ভীষণ বারতা
কর্ম্মক্ষেত্রে দস্যুর তাড়নে
চিত্তের প্রশান্তি যত অপহৃত ক্ষণে ক্ষণে!
হয়—

দস্যুর বিরুদ্ধে সাজিয়া দুর্জ্জয় দস্যু
জীবনের ব্রাহ্মণত্ব-বীজ
ফেলে দিয়ে দূরে,
সার করি কঠোরতা উপাদান ;
প্রচণ্ড বাত্যার মত,
গর্জ্জিয়া উন্মত্ত সিন্ধুর সমান,
জ্বালামুখী বায়ুকণা নিয়ে,
উষ্ণ প্রস্রবণে
ধ্বংস করি পৈশাচিক আচরণ যত!
কিন্তু নিরুপায় আমি ;
করিয়াছি দেবতাভজনা—
দ্বিজদত্ত জ্ঞান উপদেশে
প'ড়ে আছি বদ্ধ হস্তপদ! কিন্তু
কেহ কি রে নাই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডে,
রক্ষা করি ধার্ম্মিক রাজায়
রুদ্ধ করে নারীনিপীড়ন ?

মহান্তী। আছে—আছে
ওগো প্রাণের দেবতা!
অসাধুর বিরচিত হর্ম্ম্য,
নীচের সে কুটিল প্রবৃত্তি,
পাপীর সে তমোরাশি অহঙ্কার যত,
মর্ম্মের পঞ্জর হ'তে
সৃষ্টি করি বারুদের কণা,
মহাশব্দে ভয়ঙ্কর বিস্ফারণে,

অনলদাহনে, আমি পারি
ভস্মস্তূপে পরিণত করি
উত্তাল তরঙ্গজলে ভাসাইয়া দিতে।

গোরক্ষ। পার যদি, তোমার আদর্শে
সংসারের ঘরে ঘরে সৃষ্টি হ'য়ে যাবে
অত্যাচার বিদলিতে শক্তিময়ী নারী ;
শুধু নারী নহে—
জাগিবে পুরুষদল বর্ম্ম-চর্ম্ম পরি !
ছুটে যাবে অস্ত্রহাতে জীবনসংহারে তার,
ধর্ম্মরাজ্য ছারখারে উদ্যত যে জন।
নামাইয়া আনি পালঙ্কের সুখ-শয্যা হ'তে,
শ্যাম তৃণে রচিয়া শয়ন,
দাসত্ব দানিয়া
এক মুষ্টি তণ্ডুল আহার্য্য দিয়ে
অন্নদাতা জ্ঞানদাতা রাজ-রাজেশ্বরে
হতাদরে নিক্ষেপিল কারাগারে ?
পাপীর এ আত্মতৃপ্তি, কিন্তু মম
অন্তরের মাঝে অভিনব বাসনাতরঙ্গ—
দেখিব সে তৃপ্তির প্রবৃত্তিনাশ
শাস্ত্রীয় আচারে নিবৃত্তির কশাঘাতে।

জালন্ধরের প্রবেশ।

জালন্ধর। আবার কি হ'লো ঠাকুর ? রাগে তোর চোখ দিয়ে আগুন বেরিয়ে আস্‌ছে যে ! মহান্তী ! তোরও চোখ দু'টো রাঙা হ'লো

কেন রে? এই নীচ গাধা গিধ্বোড় তোদের অপমান করেছে না কি? হ্যাঁ রে, এটা কি তোদের ঘর-বাড়ী, যে এখানে এত লাঞ্ছনা অপমান কর্‌তে আসিস্? দেখ্‌বি, দু'টো হাতে গলাটা চেপে ধর্‌বো? দেখ্‌বি, দাঁতের ওপর দাঁত দিয়ে মন্ত্র ছাড়্‌বো? খলস্বভাব মানুষকে মন্ত্রে সাপ তৈরী ক'রে ঝাঁপির মধ্যে পুরে রাখ্‌তে পারি! না—না, তোর জলতষ্টা পেয়েছিল না? ভালই হয়েছে—বড় ঝাঁপিটা নিয়ে এসে তার মধ্যে পুরে দড়ি বেঁধে তোকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিই! তেষ্টার জল, সেই ঝাঁপির ভেতর ব'সে নদী থেকেই তুলে খাস্।

গোরক্ষ। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না বৃদ্ধ, এ আমাদের শত্রু নয়—শত্রুর শত্রুতার সংবাদ বহন ক'রে এনেছে মাত্র! শোনো জালন্ধর! রাজধানীতে মহারাজ উৎকল বন্দী—রাজভ্রাতা বৎসর সিংহাসন অধিকার করেছে; রাজ্যে অরাজকতা—প্রজাগণ বিদ্রোহী। আমি যাবো আমার গুরুজী রাজপুরোহিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌তে।

জালন্ধর। এখনি যাবি?

গোরক্ষ। হ্যাঁ, প্রয়োজন আছে।

জালন্ধর। তবে এটাকে যে ফল জল খাওয়াতে হবে রে! আয়—আয়, তেষ্টার জল খেয়ে যা—

মঙ্গল। ওরে সর্ব্বনাশ! আমার জলতেষ্টা আর নেই যমরাজ! রদ্দা খেয়ে পেট ভ'রে গেছে—চোখের জলে তেষ্টা মিটেছে!

[মঙ্গলকে লইয়া জালন্ধরের প্রস্থান।

গোরক্ষ। মহান্তী! প্রাণের অস্তিত্ব নিয়ে অরণ্যের এই গুপ্ত স্থানে সাবধানে থেকো। সার ধর্ম্মবল; ধর্ম্মকার্য্যে বিষ যদি পাও, তাও মাথায় তুলে নিও; সেই বিষ ক্ষুরধার ধর্ম্ম-অস্ত্রের ফলকে মাখিয়ে রেখো বিপদস্রষ্টা শত্রুর বক্ষে উপহার দিতে। স্নেহ মমতা-আদর দিয়ে ঘেরা

সংসারবক্ষে নন্দন কানন তুমি; যেন দেখ্‌তে পাই, সে ঐশ্বর্য্য দেব-মন্দিরে জ্বালা দীপের উজ্জ্বলতা নিয়ে শোভাময়ী আছে স্বভাবসতী প্রকৃতির কোলে।

মহান্তী। একটু অপেক্ষা কর! আমার নিজের হাতে রচা জয়মাল্য এনে দিই তোমার এই জয়যাত্রার শুভ মুহূর্ত্তে!

[প্রস্থান।

গোরক্ষ। স্থির লক্ষ্যে উল্কাবেগে
অবিরামগতি ছুটিতে হইবে মোরে
নিবৃত্তির বেত্রহস্তে প্রবৃত্তি দলিতে!
বিধাতার সাজানো বাগানে
বিধিদত্ত জ্ঞানসঞ্চালনে জন্ম মানবের,
সেই সে মানব।
সুধা পিয়ে মানবের হাতে,
শার্দ্দূলের কুটিলতা নিয়ে
ভুলি কৃতজ্ঞতা
প্রতিক্ষণে বক্ষ লক্ষ্য করি
চেয়ে আছে লোলুপদৃষ্টিতে!
প্রতি পাদক্ষেপে সহর্ষ গর্জ্জনে
বিষধর সম ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস,
নয়নে নয়নে প্রজ্বলিত দাবানল
জীবনের অস্তিত্ব বিনাশে যেন!
সংস্পর্শে সংক্রামক বিক্রমে তার
পলে পলে দৌর্ব্বল্যের আবর্জ্জনা
সৃষ্টি করে প্রাণে!

ওগো জনার্দ্দন! ধরিয়া সংহার-মূর্ত্তি,
করুণা-বরষাজলে ধৌত করি সমুদায়,
দাও প্রীতি, দাও শান্তি, দাও মুক্তি
সংসারতাড়িত এই বিপন্ন অধমে!

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।—

গীত।

হাত ধর যদি যাবে, ওঠো বাঞ্ছিত ওই রথে।
যদি সাধিবার হয় কর্ম্ম তোমার,
আমিও চলিব সাথে।
অশ্ববল্গা ধরিতে করে
পাবে সে চালক-চাতুরী,
কণ্টক যত বাছিয়া বাছিয়া
ধাইবে রথ বিজুরী,
নয়ন খুলিবে মন ভুলিবে
সুফল মিলিবে পথে।

এসো, যাবে যদি আর দেরী ক'রো না; সাপুড়ের মেয়ে তোমায় ডাকছে গলায় জয়মাল্য দেবে ব'লে।

[গোরক্ষনাথের হাত ধরিয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সভাগৃহ।

বৎসর ও মাণিকচাঁদ।

বৎসর। মাণিকচাঁদ! আমার আদিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন হয়েছে?

মাণিক। রাজ-আজ্ঞা সম্পন্ন করতে আমার কি বেশীক্ষণ যায় মহারাজ? যাওয়া আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা ক'রে আসা।

বৎসর। যাও, ইচ্ছামত সৈন্য নিয়ে সেই সাপুড়ের মেয়েকে বন্দী ক'রে এনে আমার মন্ত্রণাকক্ষে উপস্থিত রাখ্‌বে!

মাণিক। আজ্ঞে সে ব্যবস্থা আমি করেছি; সৈন্য-সামন্ত সব চ'লে গেছে। এতক্ষণ তারা সেখানে পৌঁছে গিয়ে হাতে লোহার শেকল পরাচ্ছে!

বৎসর। তারা চ'লে গেছে? তুমি সঙ্গে গেলে না কেন? গোরক্ষনাথকে বন্দী ক'রে আন্‌তে হবে—অনেক কাজ! তুমি সঙ্গে থাক্‌লে—

মাণিক। কাজটা নিশ্চয়ই সুসম্পন্ন হ'তো জানি; কিন্তু এখন আর আপনার আমার যাওয়া ভাল দেখায় না। ব্যাপারটা একবার বুঝে দেখুন দেখি! আপনি রাজা, আর আমি একজন আপনার ইয়ে; আপনি আমি সেখানে গেলে সিংহাসনটার বদনাম হ'য়ে যাবে যে! আপনিও যথেষ্ট অপমান হয়েছেন, আর আমারও কানের ওপর দিয়ে সম্প্রতি কি রকম অত্যাচার হ'য়ে গেছে, তা আমিই জানি! এখন কান বাঁচিয়ে কাজ কর্‌তে হবে মহারাজ!

পাতঞ্জল ও ব্রতরাজের প্রবেশ।

পাতঞ্জল। মহারাজের জয় হোক্! এই ব্রতরাজকে গোরক্ষনাথের স্থানে অভিষিক্ত করছি! সে তার দেবসেবার হাতে নূতন দিনে মহারাজকে মাল্যবরণে সম্মান দিতে এসেছে। শুধু মাল্যবরণ নয়— ব্রতরাজ নৃত্য-গীতেও সুদক্ষ, সে উপহারও মহারাজকে নিবেদন করতে এসেছে। ব্রজরাজ—

ব্রতরাজ।—

গীত।

আমার মন-দেউলের সাঁজের বাতির তলে
আমি গেঁথেছি এই মোহন মালা!
সন্ধ্যারাণীর বিদায় চোখের জলে
ফুটন্ত ফুল যতন ক'রে তোলা।
কোমল বাতাস অঙ্গে মেখে রূপশাখাতে ফোটা,
রূপের দোলায় দোলন কলি ছুঁয়ে রূপের ছ'টা,
ফুলদরদী জীবন-বঁধুর গলে
এলাম দিতে এই উপহার-ডালা॥

নারায়ণ-মূর্ত্তিহস্তে পুষ্পার্ণর প্রবেশ।

পুষ্পার্ণ। বাবা! কেমন নারায়ণ দেখ! তুমি দেখ নি—

ব্রতরাজ। [পুষ্পার্ণর হস্তস্থিত নারায়ণ-মূর্ত্তির গলায় মালা পরাইয়া দিয়া] ঐ যাঃ, ভুল হ'য়ে গেল! কার গলায় দিতে কার গলায় দিলুম! তা হোক্, আরও আছে—আমি নিয়ে আস্‌ছি!

[প্রস্থান।

পাতঞ্জল। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ব্রতরাজ ভুল করেছে মহারাজ!

বৎসর। ব্রতরাজ ভুল করে নি—ভুল করেছেন আপনি! একটা অপদার্থকে সঙ্গে এনেছেন রাজসম্মান দিতে! এ মাল্যবরণের তাৎপর্য্য ছিল! আমি পুতুলখেলা কর্‌তে সিংহাসনে বসি নি—পুতুলের গলায় মালা দেখে আমার হাস্‌বার অবসর নেই।

মাণিক। হ্যাঁ, এটা পুরোহিত মশায়ের খুবই অন্যায় হয়েছে! এই ক'দিন রাজনীতির ব্যাপারটা খুবই বুঝেছেন, অথচ ব্রতরাজ ভেতরে ভেতরে ষড়যন্ত্র ক'রে মালাছড়াটা পুতলের গলায় দিলে! আপনারা বড় স্বেচ্ছাচারী হ'য়ে উঠেছেন!

পাতঞ্জল। কার স্বেচ্ছাচার? স্বেচ্ছাচার আমার না সিংহাসন-লাভের অহঙ্কারে স্বেচ্ছাচার তোমাদের? অপমান সহ্য ক'রে পাতঞ্জল রাজসভায় দাঁড়াতে চায় না। তার প্রয়োজন হয়েছিল সাহায্য কর্‌বার, তাই এই সাহায্যে অবদান; তার প্রতিদান পাবার কল্পনায় কারো অনুগ্রহপ্রত্যাশী হ'য়ে নয়! সংযত রসনায় স্থিরমস্তিকে এই ভ্রম সংশোধন প্রয়োজন, নইলে এ সাম্রাজ্য হস্তান্তরিত হ'তে আর বিলম্ব নেই!

[প্রস্থান।

বৎসর। স্পর্দ্ধা এই ভিক্ষুকের—

মাণিক। খুব চালাকী খেলেছে মহারাজ! একজনের হাত দিয়ে মালাও পাঠিয়েছে, আর এক জনের হাত দিয়ে পুতুলও পাঠিয়েছে।

পুষ্পার্ণ। এ পুতুল নয়—নারায়ণ; নারায়ণের গলায় ফুলের মালা কেমন মানিয়েছে দেব!

বৎসর। পুষ্পার্ণ! তোমাকে এখানে আস্‌তে বল্‌লে কে?

পুষ্পার্ণ। জ্যাঠামশাই।

বৎসর। কারাগারে তোমার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে তুমি দেখা কর্‌তে যাও না কি? তোমার জ্যাঠামশাই পাগল, তাই তাঁকে পাগলের শেকল পরিয়ে কারাগারে ফেলে রাখা হয়েছে।

পুষ্পার্ণ। জ্যাঠামশাই যে নারায়ণ পূজা করেন! আর তো মন্দিরে যেতে পান না! আমি নারায়ণ নিয়ে যাই—ফুল নিয়ে যাই, তিনি দূর থেকে পূজা করেন।

বৎসর। পুষ্পার্ণ! আমার নিষেধ রইলো—তোমার জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেও না, তা হ'লে আর আমি তোমায় ভালবাস্‌বো না—হাত পা বেঁধে তোমার জ্যাঠামশায়ের মত অন্ধকার গৃহে ফেলে রেখে আস্‌বো।

পুষ্পার্ণ। না, বড় ভয় করে! বাইরে থেকে জ্যাঠামশাইকে দেখি, আমার কষ্ট হয়! হ্যাঁ বাবা, তোমার যদি ছোট ভাই থাক্‌তো, সেও তোমায় বন্দী ক'রে কারাগারে দিত?

বৎসর। পুষ্পার্ণ! এ সব কথা তোমায় কে শেখালে?

পুষ্পার্ণ। আমার বন্ধুরা; যাদের সঙ্গে আমি খেলা করি, গান গাই, বেড়িয়ে বেড়াই!

বৎসর। তেমন বন্ধু পরিত্যাগ কর!

পুষ্পার্ণ। সবাই বলে; মা বলে, জ্যাঠাইমা বলে, কমল দাদা বলে, ভাই ভাইকে পীড়ন করে কেন? হ্যাঁ বাবা, আমিও তা হ'লে কমল দাদাকে বন্দী কর্‌বো?

বৎসর। হা-হা-হা-হা—

পুষ্পার্ণ। আমি কিন্তু তা কর্‌বো না; কমল দাদা আমায় কত ভালবাসে; নিজের মুখের গ্রাস আমায় না দিয়ে খায় না। তার যা কিছু প্রাপ্য, আমায় তার অংশ না দিলে তার তৃপ্তি হয় না। মা বলেছেন,

ভায়ে ভায়ে বিরোধ কর্‌তে নেই—বড় ভাইকে বন্দী কর্‌তে নেই, তা হ'লে নারায়ণ চোখের জল ফেলে তার উপর রাগ করেন।

বৎসর। বটে! মাণিকচাঁদ! পুষ্পার্ণের হাত থেকে নারায়ণ-মূর্ত্তি কেড়ে নিয়ে ফেলে দাও!

পুষ্পার্ণ। [মাণিকচাঁদ তথাকরণে উদ্যত হইলে] আপনি কে? আমি শুনেছি আপনি অন্নদাস; এ আমার দাদুর নারায়ণ! আমায় ব'লে গেছেন যত্ন ক'রে বুকে রেখে পূজা কর্‌তে, সিংহাসনে কোমল শয্যা পেতে ঘুম পাড়াতে! আপনি আদরের সেই নারায়ণকে ফেলে দেবেন অনাদরে? আমি যদি রাজা হ'য়ে রাজসিংহাসনে বস্‌তুম, তোমায় আমি কেটে ফেল্‌তুম খণ্ড খণ্ড ক'রে।

মাণিক। মহারাজ! দেখ্‌ছেন—কি রকম অপমান কর্‌ছে?

বৎসর। তুমি অপদার্থ! [নারায়ণ-মূর্ত্তি কাড়িয়া লইল।]

পুষ্পার্ণ। না—না, আমার নারায়ণ—আমার নারায়ণ—

বৎসর। আমার প্রাপ্য মাল্যবরণ যে গলায় ধরে, তার স্থান আবর্জ্জনায়! [নারায়ণ-মূর্ত্তি ফেলিয়া দিতে উদ্যত হইল।]

পুষ্পার্ণ। আমার নারায়ণ—আমার নারায়ণ—

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ ও বৎসরের হাত হইতে নারায়ণ-মূর্ত্তি গ্রহণ।

নারায়ণ।—

গীত।

ফেলো না—ফেলো না দূরে অনাদরে।
ধ্যানে যারে যায় না পাওয়া,
কোন্ জ্ঞানে হারাবে তারে।

শুনে আমার বুক ভেঙ্গে যায় নয়ন ঝুরে,
মূর্ত্তি কাঁদে মর্ম্ম কাঁদে গোপন সুরে,
বেদন বুকে দাও ফেলে দাও
রাখ্‌বো তারে আমার ঘরে।

বৎসর। মাণিকচাঁদ! বেত্রধারী ডাকো—উদ্বতস্বভাব বালকদের জর্জ্জরিত করুক্!

সুবীথির প্রবেশ।

সুবীথি। তার মধ্যে যেটী আপনার, তাকে বেত্রাঘাতে শাসন কর স্বামী! কিন্তু পরের ছেলেকে বাঁচাতে সমগ্র মাতৃজাতির টনক নড়েছে স্নেহের বুকে তুলে নিয়ে সেই উদ্যত বেত্রের তলায় মাথা পেতে দিতে! ওরে, আয় তো—আয় তো এই মায়ের কোলে! [নারায়ণকে কোলে লইলেন।]

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। সে মাতৃত্বের দাবী তোর একার নেই সুবীথি! নিজের সন্তানকে তোরা অনাদরে ফেলে দিলেও, তার আর একটী মা আছে সন্তানের অভিমানের অশ্রু মুছিয়ে তাকে বক্ষে তুলে নিতে! [পুষ্পার্ণকে কোলে লইলেন।]

বৎসর। তোমরা সভাগৃহে?

সুবীথি। সত্যিকারের রাজরাণী নূতন কপট সম্রাটকে দেখ্‌তে এসেছেন—মহারাজকে কারাগারে দিয়ে তোমার এই রাজ্যাধিকারের প্রশংসা কর্‌তে এসেছেন—মহামান্য অগ্রজের প্রতি শক্তিমান অনুজের অভাবনীয় আচরণে মুগ্ধ হ'য়ে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে এসেছেন—তাঁর স্বামীকে

বন্দী করা আর তোমার রাজ্যাধিকারে কৈফিয়ৎ নিতে এসেছেন; সাহস থাকে, কৈফিয়ৎ দাও! পুষ্পার্ণ! তোমরা বাইরে যাও!

নারায়ণ। এসো পুষ্পার্ণ, তোমার নারায়ণকে আরও ফুল দিয়ে সাজাবে এসো!

[নারায়ণ ও পুষ্পার্ণর প্রস্থান ।

বৎসর। এ রাজসভা—তোমরা নিজের মর্য্যাদা দেখ্‌লে না?

সুবীথি। অন্তঃপুরের সকল মর্য্যাদা ভেঙ্গে তুমি যে প্রকাশ্য জন-সমাজের মধ্যেস্থলে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছ স্বামী! শত শত সামন্ত, লক্ষ লক্ষ প্রজা, সুবিজ্ঞ জন সাধারণ, কেউ যে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ চায় না—কেন তুমি অগ্রজকে বন্দী ক'রে কারাগৃহে নিক্ষেপ করেছ? বহির্জ্জগত জাগ্‌লো না দেখে অন্তঃপুরের নারীদের আজ জাগ্‌বার প্রয়োজন হয়েছে! নারী আজ তার তপোশক্তিতে সংসার মুগ্ধ করতে চায়!

বৎসর। কৈফিয়ৎ? হ্যাঁ—তারা কৈফিয়ৎ চায় না এই জন্য যে, খুবই দুঃখের বিষয় যে প্রকাশ কর্‌তে আমারও চক্ষে অশ্রু ঝরে যে! অগ্রজ আমার সহসা উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হ'য়েছেন, নইলে তিনি বিশ্বস্ত সেনাপতি আর নিজের পুত্রের হাতে শত্রুতায় শৃঙ্খল পরান? শুদ্ধ তাঁর ব্যাধি উপশমের জন্য—শুদ্ধ তাঁকে বাঁচাতে—কারাগারে নয়—চিকিৎসাগৃহে তাঁর আশ্রয়-আবাস নির্দ্দেশ করেছি। তিনি উন্মাদ!

অনঙ্গসিংহের প্রবেশ।

অনঙ্গ। কিন্তু তাঁর সেই উন্মাদনার মূলীভূত কারণ কে?

বৎসর। ভগবান জানেন! আমি শুদ্ধ এই জানি—যিনি ব্যাধিরূপে তাঁকে আক্রমণ করেছেন, তিনি আবার চিকিৎসক হ'য়ে তাঁকে শান্তি

দেবেন! যদি ভগবান ব'লে জগতে কেউ থাকে, তবে—নইলে বুঝ্‌তে হবে—জগতে চল্‌তি পথে কেনাবেচার এ একটা হারজিৎ। যাই হোক্‌, অনঙ্গসিংহ! তুমি আমার অগ্রজকে বাঁচাও—তিনি ব্যাধিগ্রস্ত!

মাণিক। খাওয়া দাওয়া পর্য্যন্ত বন্ধ হ'য়ে গেছে—যা হয় একটা উপায় করুন!

অনঙ্গ। উপায় এই তীক্ষ্ণ তরবারি! এই শত্রুবিমর্দ্দন তরবারির আঘাতে, শত্রুরক্তের প্লাবনে স্নাত হ'য়ে মহারাজ উৎকল রোগমুক্ত হবেন।

বৎসর। সাবধান অনঙ্গ! সীমা ছাপিয়ে যাচ্ছ!

সুবীথি। যিনি সজ্ঞানে ভগবানকেও ছাপিয়ে উঠে জোর ক'রে তাঁর কাছ থেকে প্রতিনিধিত্ব আদায় ক'রে নিয়েছেন, তাঁকে ছাপিয়ে ওঠবার স্পর্দ্ধা কারো নেই!

বৎসর। সুবীথি! তোমার সামনে কার দ্বারা কে অপমানিত হ'চ্ছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ?

সুবীথি। দেখ্‌ছি—আমার স্বামী। যাঁর জন্যে ধর্ম্মের সংসারে আমি মুখ তুলে দাঁড়াতে পারি না—যাঁর জন্য আত্মীয় আত্মীয়তা যায়—স্নেহ-মমতা যায়—পুত্র-কলত্র যায়! যাঁর জন্য, সাধ হয়—জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ ক'রে দুরদৃষ্টদত্ত কলঙ্কিত জীবনের অবসান করি!

বৎসর। নিরস্ত হও, বিনা বাক্যব্যয়ে সভাগৃহ পরিত্যাগ কর; নতুবা এখানে তোমাদের সম্যক্‌ মর্য্যাদা রক্ষা হবে না।

সুবীথি। মর্য্যাদা রক্ষার আশা থাক্‌লে অসূর্য্যম্পশ্যা নারী আজ প্রকাশ্য সভায় এসে দাঁড়াতো না!

চন্দ্রাবতী। যে নিজের মর্য্যাদা জানে না, সে নারীর মর্য্যাদা রেখে জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করতে জানে না। ভেবে দেখ দেবর,

কার প্রতি কটূক্তি প্রয়োগ করছো! সম্পূর্ণ অধিকার আছে যার উপর, যে তোমার নিজের স্ত্রী, সে তোমার কটূক্তি ভর্ৎসনা সহ্য করবে, কিন্তু আমি সহ্য করবো না। জান আমি কে? জান, আমার উপর কি অত্যাচারের চাবুক চালাচ্ছ তুমি? জান, কি মহিম সূর্য্যকে স্থানচ্যুত ক'রে ভয়াবহ অন্ধকার কারাগৃহে নিক্ষেপ করেছ? জান, আত্মীয়তা স্মরণ ক'রে তাও সহ্য করছি! আজ ভেঙ্গে যাক্—ছিঁড়ে যাক্ সকল আত্মীয়তা! অনুরোধে নয়—ভিক্ষায় নয়—নীতির দাবীতে আমি চাই আমার স্বামীর কারামুক্তি!

বৎসর। মুক্তি নাই! অধিকন্তু তোমারও শত্রুতা দলিত করবো করদ্বয়ে বাঁধন পরিয়ে কারাগারে নিক্ষেপ ক'রে!

চন্দ্রাবতী। বৎসর!

অনঙ্গ। চৈতন্যবিহীন নারকী!

সুবীথি। প্রায়শ্চিত্ত কর স্বামী ঊর্দ্ধে তাকিয়ে ভগবানের নামে মাথা নত ক'রে!

বৎসর। ভগবান নাই—

চন্দ্রাবতী। ভগবান আছেন; তাঁরই সত্তায় নিজের অর্দ্ধমৃত চৈতন্যকে সাধন-প্রাবল্যে জাগিয়ে তুলে আমি আদেশ করছি বৎসর! নেমে এসো আমার স্বামীর সিংহাসন থেকে! ও অস্ত্র আমার—ও মুকুট দণ্ড আমার! তুমি থাকবে আমার করুণাপ্রত্যাশী হ'য়ে; আমি ইচ্ছামত বিবেকের কশাঘাতে তোমায় দণ্ড দোবো! দীর্ঘশ্বাস ফেলে অভিসম্পাৎ দোবো—বাসুকীর অগ্নিবিষে জ্ব'লে উঠে তুমি সিংহাসন শুদ্ধ পাতালের নিম্নস্তরে নেমে যাবে!

বৎসর। কশাঘাত—কশাঘাত! এই কে আছ?

অনঙ্গ। মনুষ্যত্ব হারিও না বৎসর!

চন্দ্রাবতী। কশাঘাত? শুন্‌ছ বাতাস? দেখ্‌ছ অন্তরীক্ষে দেবতা আমার জীবনের পরিণতি? আমার কর্ম্মের পুরস্কার—আমার ঋণ পরিশোধ? সুবীথি! পার্‌বি বোন্, নূতন রাজার রাণীত্ব নিয়ে কশাহাতে রক্ত-আঁখিতে আমায় কশাঘাত কর্‌তে? তা হ'লে সংসারে সকল ব্রত উদ্‌যাপিত হয়! আমি পাষাণ—দাঁড়িয়ে আছি পাষাণের রঙ্গমঞ্চে; কর বেত্রাঘাত—কর অপমান—

কমলের প্রবেশ।

কমল। কার সাধ্য মায়ের অপমান করে প্রকাশ্য সভায় মাতৃ-পদাশ্রিত সন্তান জীবিত থাকৃতে? দিনের পর দিন কেটে যায়, রাতের পর রাত ব'য়ে যায়, তবু মাতৃমন্দিরের সুসন্তান কর্ম্মদক্ষতায় আঁধার চন্দ্রাতপের তলে দীপ-কলিকা হাতে আলোর শিখায় এখনও মায়ের আরতি করে। এ মায়ের মন্দির কোন্ উদ্ধত অবিচারী উচ্ছৃঙ্খ-লতায় স্বর্ণচূড়া থেকে ভাঙ্গতে আরম্ভ করেছে? কার আস্ফালনের বেত্রাঘাতে, চরম লাঞ্ছনায়, সর্ব্বহারার ব্যথায় মা আমার বিশ্বের দুয়ারে নয়নাশ্রু নিয়ে দাঁড়িয়েছেন? সেনাপতি অনঙ্গসিংহ! কি দেখ্‌ছেন দাঁড়িয়ে রঙ্গপুত্তলিকার মত? মায়ের চক্ষে জলধারা—পৃথিবীধ্বংসের অশ্রু! মায়ের সান্ত্বনায় ভেঙ্গে ফেলুন কারাগার, পিতার মুক্তিকল্পে সে অনুষ্ঠানের!

চন্দ্রাবতী। পুত্র! পুত্র! সে অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছ? অনঙ্গসিংহ! চল, দেবতা-উদ্ধারে যাই! বিনা রক্তপাতে দেবপূজা হোক্ —কার্য্যোদ্ধারে অত্যাচারীতা মার্জ্জনা করুক অত্যাচারীকে!

[চন্দ্রাবতী ও অনঙ্গসিংহের প্রস্থান।

বৎসর। [সুবীথিকেও প্রস্থানোদ্যতা দেখিয়া] সুবীথি! এই আমার শেষ জিজ্ঞাস্য, তুমিও কি তোমার স্বামীর বিরুদ্ধে?

সুবীথি। না প্রভু, আমি স্বামীর বিরুদ্ধে নই—আমি দাঁড়িয়েছি এক খেয়ালী রাজার খেয়াল চরিতার্থের নীতিতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

[প্রস্থান।

কমল। আমার পিতৃব্যের হাতে-জ্বালা হত্যা-যজ্ঞের প্রজ্বলিত অগ্নির বিরুদ্ধে! তাঁর দুষ্ক্রিয়াসৃষ্টির বিষাক্ত বীজ অঙ্কুরেই বিনাশ করতে! জয়মাল্য নিয়ে হত্যা-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দেবার মুহূর্ত্তে বীরভোগ্যা বসুন্ধরার সুসন্তান উলঙ্গ কৃপাণহস্তে প্রতিবন্ধকতায় যজ্ঞ পণ্ড করবে!

বৎসর। সাবধান কমল!

কমল। পৃথিবীর অস্বভাবিক মানুষ তুমি! তোমার বিক্রম অহঙ্কার থাকবে না! আকাশ-কুসুমের কল্পনা নিয়ে সিংহাসনে ব'সে যে আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছ, সে আধিপত্যলাভের আশা তোমার সদূরপরাহত! অত্যাচার উৎপীড়নের পরিণামে অত্যাচারীতের অন্তর্দাহের অভিশাপে ধ্বংস হ'য়ে যাবে তোমার পশুশক্তি; ঐ সিংহাসন ছেড়ে আমার পিতার পায়ের তলায় প'ড়ে তোমায় একদিন যুক্তকরে জীবন ভিক্ষা করতে হবে! তোমার নির্ম্মিত লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন হবে, তোমার রচিত কারাগার ধূলিসাৎ হবে! এখনো তোমাকে ক্ষমা করছি পিতৃব্যের আসনে বসিয়ে, অন্য কেউ হ'লে পরিত্রাণ ছিল না এতক্ষণ!

বৎসর। তোমার মহাত্মা পিতার সপক্ষে তুমি সত্য কথাই বলেছ কমল! কিন্তু আমার বিচারে এ দৈবচক্র—দৈবচক্র!

কমল। দৈব তোমার বিশ্বাস আছে পিতৃব্য? তবে সেই বিশ্বাসে দেখ, তুমি এ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর নও—হয় তো কোন নিয়তি রাক্ষসীর মন্ত্রশক্তিতে জড় উন্মাদের মত রাজ্যপাট সুখের আকর ভেবে হস্ত প্রসারিত করেছিলে! হে পিতৃব্য! অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'লে মানুষকে রাজ্য-সম্পদ খুঁজে বেড়াতে হয় না—সম্পদসিন্ধু স্তুতিপাঠ যশোগান নিয়ে

আপনি ছুটে আসে ভাগ্যবানের সংস্পর্শে তাকে শীতল শিকরে স্নান করিয়ে দিতে। সে দৈববাদীকে সকল দেশের সকল মানুষ সানন্দে পূজা করে কৃতাঞ্জলিপুটে! হৃদয়বান হও পিতৃব্য—দৈবচক্রের দেবতার পায়ে আমিও সভক্তি প্রণাম দিয়ে কৃতার্থ হই! [প্রণাম]

গীতকণ্ঠে বিপ্রদাসের প্রবেশ।

বিপ্রদাস।—

গীত।

নিতান্ত কি কৃতান্তকে নয়নজলে গলিয়ে দিবি।
মরণ পায়ে প্রণাম দিয়ে নয়নে কি জয় করিবি॥
পদতলে তার নত শির যত হয়,
কণ্ঠে কণ্ঠে যত তার গাহ জয়,
গরিমা তাহার তত বেড়ে যায় করাল কবলে যাবি।
করমে তাহার বাধা দিতে নাই শক্তি,
আসল চক্রীর নাহি মিলে যদি শক্তি,
নহে বহিবে না ধীর সুরভি সমীর অনলদাহনে দহিবি॥

[প্রস্থান।

কমল। হে পিতৃব্য! রাজ্য নাও, ঐশ্বর্য্য নাও—শুধু পিতাকে মুক্তি দাও!

বৎসর। আমি অবিচার করবো না কমল! তুমি আমার প্রিয়-পাত্র! তোমার কাতর কাকুতি দেখে হয় তো আমি তোমার অনুরোধ রাখ্‌বো! এসো, বিচার ক'রে দেখি—

[বৎসর ও কমলের প্রস্থান।

মাণিক। এ কি রকমটা হ'লো? এক ফোঁটা চোখের জলে

সিংহাসনটা হাতে পেয়েও ছোট কর্ত্তা ঢাকী-ঢুলী শুদ্ধ ভেসে গেল না কি, না কায়দা ক'রে আর একটা সম্মোহন শর ছাড়লেন? বলা যায় না—মন না মতিভ্রম! খুব সাবধানে পা ফেল্‌তে হবে, নইলে ঘোরাল রকমের গণ্ডগোল দাঁড়িয়ে যাবে! দেখি, আমার গৃহিণী সুন্দরী আবার কতদূর কি কর্‌লেন!

[প্রস্থান ।

তৃতীয় দৃশ্য।

সুবীথির মহল—গোপালীর গৃহ।

গোপালী।

গোপালী। কতদিন ধ'রে মনে ভাব্‌ছি—একটা মনের মতন পাখী পুষবো; তাকে পড়তে বল্‌লে পড়বে—শিশ্ দেবে—হাতে ক'রে খাওয়াবো—আমি বেণী দুলিয়ে নাচবো—সেও আমার নাচের তালে নাচবে; তা বুঝি হ'লো না! সংসারে কান্না ঢুকেছে; আমি বাবু কান্নাকাটি ভালবাসি না—মানুষের কাঁদ্‌বার তো একটা বয়েস আছে!

সুবিথীর প্রবেশ।

সুবীথি। গোপালী! চঞ্চলাকে খবর দিয়েছিলি?

গোপালী। হ্যাঁ মা!

সুবীথি। সে এলো কই? আমি যে তাকে চাই! মাণিকচাঁদকে নিয়ে এ রাজ্যে আর তার বাস করা হবে না। সে আমার স্বামীর

পাপ কার্য্যের সহায়! তাকে ব'লে আয়—মাণিকচাঁদকে যদি সৎপথে চালিত করতে না পারে, তিন দিনের মধ্যে তাকে বাস তুলতে হবে—সেখানে আমার পুষ্পার্ণর খেলার মন্দির তৈরী হবে—নারায়ণ প্রতিষ্ঠা করবো!

গোপালী। ও মা, মেঘ না চাইতেই জল—চঞ্চলা ঠাক্‌রুণের ধ্বজা দেখা দিয়েছে!

চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। ওগো ছোট গিন্নি, এই এলুম বাছা! বড় গিন্নীর ঘরে কথায় কথায় দেরী হ'য়ে গেল। আসতে কি দেয়! মহারাজের কারাবাস হয়েছে—তাঁর চোখের জল আর থামে না!

সুবীথি। জানি, তোমায় আর তা নূতন ক'রে শোনাতে হবে না। এখন আমার কথা শোনো; মাণিকচাঁদকে বলতে হবে—আমার স্বামীর সঙ্গত্যাগ করা তার খুবই প্রয়োজন হয়েছে!

চঞ্চলা। তা বলবো—

সুবীথি। বলবো নয়! যদি তোমার কথা না শোনে, তিন দিনের মধ্যে এখানকার বাস তুলে যেখানে দু'চক্ষু যায় চ'লে যেও!

চঞ্চলা। ও মা, সে কি গো ছোট গিন্নি?

সুবীথি। হ্যাঁ, তাই করতে হবে! মনে ক'রো না, সংসারে ধর্ম্ম নেই—বিচার নেই—মানুষ নেই! তোমার স্বামীর দ্বারা মহারাজের বা মহারাজের আত্মীয় স্বজনের কোন কিছু ক্ষতি হ'লে তোমাদের পরিণাম খুব শুভ নয়!

চঞ্চলা। তা তুমি যদি আমার শুভাশুভ দেখ বাছা, মাস গেলে যথা সময়ে যদি খোরাকীর মুদ্রাগুলো হাতে পাই, ও ছোট কর্ত্তাও জানি

না বড় কর্ত্তাও জানি না, কারো দোরে যাবো—না কারো হ'য়ে দু'টো কথা কইবো? একঘোরের মতন ঘরে খিল দিয়ে ব'সে থাক্‌বো না! তবে আজ ডেকেছ, তাই এসেছি। এসেছি যখন, তখন তোমায় দু'টো কথা ব'লে যাই বাছা!

সুবীথি। তোমারও কথা কইবার ধারা বদ্‌লে গেছে চঞ্চলা! এখন তোমার কথার মধ্যে দেখ্‌তে পাই সাগর প্রমাণ প্রতিবাদ! বল্‌তে পার চঞ্চলা, জগতে ঐশ্বর্য্যই কি বড়? মানুষ্যত্ব বড় নয়? যারা দরিদ্র, তাদের ঘরে সোনা-রূপো, হীরে-মুক্ত থাকে না ব'লে তারা কি মানুষ নয়? তারা কি অন্তরের ঐশ্বর্য্য নিয়ে জগতের বুকে মধুরতা বিলিয়ে দেয় না? অভাবের ভিত্তিতে যে সম্পদ-সৌন্দর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়—মনের যে পবিত্রতা সঞ্চয় হয়, সেই সম্পদই ভগবানের সংসার সাজাবার প্রধান উপাদান! দীনতার উদ্যানেই ভগবানের প্রিয় সামগ্রী সৌরভময় স্বর্ণ-কমল প্রস্ফুটিত হয়। মাসিক বৃত্তির চেয়ে অনেক সোনাদানা আমি তোমায় দোবো, কিন্তু আমি যা বল্‌বো, তাই শুন্‌তে হবে।

চঞ্চলা। তোমার কথা শুন্‌বো না তো শুন্‌বো কার? এই যে বড় গিন্নী, তোমায় ভিখিরী-নাগিরী ব'লে আমার সাম্‌নে তোমার কত খোয়ার কর্‌লে, আমি এ কান দিয়ে ঢুকিয়ে এ কান দিয়ে বা'র ক'রে দিলুম! বড় গিন্নী বলে কি জান?

সুবীথি। কি বলে শুনি?

চঞ্চলা। বলে, শ্বশুর বড় ছেলেকে রাজা ক'রে গেছেন, আমাকে রাণী হ'য়ে সিংহাসনে বস্‌তে হবে, এতে ছোট গিন্নী হিংসেয় একেবারে ফেটে ম'রে যাচ্ছে! বলে, আমার স্বামীকে যারা কারাগারে দিয়েছে, তাদের সগুষ্টি কারাগারে পুর্‌বো, তবে জলগ্রহণ কর্‌বো! মুখের চেহারা তো দেখ নি, যেন তাড়কী রাক্ষসী!

সুবীথি। রাজরাণী এই কথা বলেছেন—আর এই কথা আমায় বিশ্বাস করতে হবে?

চঞ্চলা। আমিও কি বিশ্বাস করি বাছা? বল্‌লে শুনে গেলুম—তোমাকেও শুনিয়ে দিলুম!

সুবীথি। যদিই ব'লে থাকেন, এ বিষ মাখানো কথাগুলি না হয় নাই বল্‌তে! আমি আমার দিদিকে জানি; এ সব ঘরভাঙ্গানো কথা—এ কথা জপমালা ক'রে অন্তরে পুষে রাখ্‌লেই সংসারের আগুন তৈরী হয়! এ সব তোমার রীতিমত মওলা দিয়ে শেখা—সোনাদানার লোভে লোককে শোনাবার! আবার বল্‌ছি চঞ্চলা! সোনা বড় নয়, সোনার লোভে সর্ব্বনাশ করা মনুষ্যত্ব নয়! আত্মীয়তা দেখাতে হয়, শত্রুতা করতে হয়, লোভের বশবর্ত্তী হ'য়ে ক'রো না; প্রাণের ভয় রেখে, আমার অন্তর বুঝে তুমি আচরণ দেখাও!

চঞ্চলা। তুমি যতই বল বাছা, এই ক'দিন তোমাকেও দেখ্‌ছি, বড় গিন্নীকেও দেখ্‌ছি; তোমার যেন গঙ্গাজলের চরিত্তির! বড় রাণী কি করছে না করছে, কি বল্‌ছে না বল্‌ছে, সব দেখ্‌ছি তো—সব শুন্‌ছি তো! সত্যি কথা বাবু, আমার দেখে শুনে একেবারে অসহ্যি হ'য়ে উঠেছে! কেন? তুমি কি বানের জলে ভেসে এসেছ না কি? ছোট কর্ত্তা রাজা হ'য়ে সিংহাসনে বসেছে ব'লে দোষ হ'য়ে গেল?

সুবীথি। চঞ্চলা! চুপ কর্—

চঞ্চলা। কেন, চুপ করবো কেন? তোমার মহলে দাঁড়িয়ে কথা কইছি—আমার গর্দ্দানা কেটে নেবে না কি? তুমি রাণী হ'য়ে সিংহাসনে বস্‌লে দেশটা কি অশুদ্ধ হ'য়ে যেতো? আমার বাছা অত ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই, যার খাই তারই গুণ গাই।

সুবীথি। চঞ্চলা! আমার হাতে আজ তোর অনেক দুর্গতি আছে।

চঞ্চলা। যতই দুর্গতি কর বাছা, যখন পালা আরম্ভ করেছি, তখন শেষ না ক'রে ছাড়বো না! তুমি যে পাঁচশোবার আমায় অর্থলোভী, বৃত্তিভোগী, চোর, ঘরভাঙ্গানী ব'লে গাল-মন্দ দেবে, সেই বা কি কথা? তোমার খাই, তোমার পরি, আর তোমার মুখ চাইলেই দোষ হ'য়ে গেল? হিসেব ক'রে দেখ্‌তে গেলে, পূরোপূরি না হোক, অর্দ্ধেক বখ্‌রা তো তোমার! আমরা হ'লে অত দিদি দিদি ক'রে সোহাগ দেখাতুম না বাছা! নিজের গণ্ডা আগে বুঝে নিয়ে, পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে, শ্বেত-পাথরের থালায় মনোহরার ছাল ছাড়িয়ে গুটীর শাঁস বার ক'রে খেতুম—পাকা দইয়ের হাঁড়ী থেকে মাথা ভেঙ্গে খেতুম—ছানার পায়েসের পেস্তাগুলি বেছে খেতুম! রসোগোল্লা নিংড়ে নিতুম, গোলাপজলে কুল্‌কুচো কর্‌তুম! যত দিদি দিদি কর্‌বে, তত গোল্লায় যাবে, এই তোমায় পষ্ট কথা ব'লে দিলুম বাছা!

সুবীথি। চঞ্চলা! তোমাদের ধর্ম্ম আলাদা, কর্ম্ম আলাদা! আমি হয় তো জগতের স্বতন্ত্র নারী! শৈশব থেকে বাপ মায়ের শিক্ষার উপরই সন্তানের স্বভাব সৃষ্টি হয়! তারা ভাল হয় মন্দ হয় শৈশবের শিক্ষায়! সংসারের কাছে হার-জিতের মীমাংসা করতে বাপ মা আমায় শিক্ষা দেন নি। সত্যের স্বভাব নিয়ে চল্‌তি পথে জগতের বুক থেকে যা পাওয়া যায়, সেইটুকুই মঙ্গলের—তাতেই স্বভাবজাত অধিকার! তাতে রাণীত্বের গর্ব্ব আসে না—আসে দায়িত্বের আত্মনিবেদন!

চঞ্চলা। তোমার দিদি তো তাই চায় গো! তার তো পোয়া বারো তের! আজ দেশ শুদ্ধু লোক তাই টিট্‌কিরী দিয়ে হাস্‌ছে! নইলে বাড়ী ব'য়ে গিয়ে লোকে কথা শুনিয়ে আসে? বলে কি শুন্‌বে? বলে—আর কেন, ছোট গিন্নী তো পরের হাততোলায়—তোর অত বড়-ফট্টাই কিসের? ওঃ, বল্‌বো কি ছোট গিন্নী, রাগে আমার গা হাত পা

সব জ্বালা করতে থাকে! ইচ্ছে হয়, নিজোর মুণ্ডু কেটে ছিন্নমস্তা হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

সুবীথি। অত রাগ কিন্তু ভাল নয় চঞ্চলা—বিপদ ঘটতে পারে! কেন না, ধূমাবতী হ'য়ে কুলোর বাতাস দেবার লোকও এখানে আছে! এ ক্ষত-বিক্ষত সংসারে খানিকটা এখনো অক্ষত আছে! সেখানে আমার দিদি আমি ভিন্ন নই—আমার পুষ্পার্ণ আর কমল ভিন্ন নয়।

কমলের প্রবেশ।

কমল। মায়ের সন্তান যারা, ভাই ভাই অভিন্নহৃদয়ে আন্তরিক প্রচেষ্টায় তারা মাতৃসেবায় নিযুক্ত হ'লে মাতৃমন্দির উজ্জ্বল হয়; পুত্রের পুত্রত্ব রক্ষা পায়—সংসারের গৌরব রক্ষা হয়।

সুবীথি। কমল! সত্যি কথা বল্ তো বাবা, তোর কাকীমাকে তুই অবিশ্বাস করিস্?

কমল। যার জন্য অবিশ্বাস কর্‌বার প্রয়োজন হ'তো, তিনিই যে আজ চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছেন কাকীমা! আমি পিতৃব্যের আশ্বাস পেয়েছি—তিনি মুক্তি দেবেন পিতাকে! তাঁর নিজের হাতে আজ আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন।

সুবীথি। বলিস্ কি—বলিস্ কি কমল? এ আনন্দ রাখ্‌বার যে আমার স্থান নেই!

চঞ্চলা। ঐ শোনো; আমি বারবার ব'লে আস্‌ছি—ছোট কর্ত্তা দেবতুল্য লোক—তোমাদের কেবল লোকের বদনাম দেওয়া অভ্যাস বই তো নয়! কি বল্‌বো ছোট গিন্নী, আনন্দে আমার বুকখানা একেবারে টগবগ্ টগ্‌বগ্ কর্‌ছে!

সুবীথি। এ যদি সত্য হয় কমল, তোর মুখের হাসি যদি মিথ্যা

না হয়, তা হ'লে তোর পিতৃব্যের এ নির্য্যাতন ভাণ মাত্র! কমল! কাকীমার মহলে আস নি অনেক দিন—অনেক অভিমানের বাধা পেয়ে।

কমল। না কাকীমা, আমার অভিমান নেই। আমি তোমায় মহলে এসেছি আহার্য্য আর পানীয় গ্রহণ কর্‌তে; আমি তৃষ্ণার্ত্ত!

সুবীথি। আমি নিজের হাতে পানীয় ও আহার্য্য নিয়ে আস্‌ছি! গোপালী! বাতাস কর্—

চঞ্চলা। ছোট গিন্নী যেন কি! নিজের হাতেই যে সব কর্‌তে হবে, তার কি কথা আছে বাবু? বাড়ীতে এত দাস-দাসী রয়েছে কি কর্‌তে? এত ভাল ভাল নয় বাবু—

[প্রস্থান ।

গোপালী। তোমায় বাতাস কর্‌তে ব'লে গেলেন—[বাতাস করিতে লাগিল।]

কমল। থাক্, প্রয়োজন হবে না! তুমি বাইরে যাও, কাকীমাকে সাহায্য কর গে!

গোপালী। না—[কমলের গা ঘেঁসিয়া বসিয়া আরও জোরে বাতাস করিতে লাগিল।]

কমল। এ কি বুদ্ধি তোমার?

গোপালী। এ যে আমারই ঘর! কেমন? সেদিন তুমি আস্‌বে না বলেছিলে, আজ কিন্তু এসেছ—ধরা পড়েছ!

কমল। তাকে কি?

গোপালী।—

গীত।

আমার বাসর সাজানো সফল হ'লো
তোমায় পেয়ে নিরজনে।

প্রাণের দু'টী কইবো কথা
এঁকে রেখো কচি প্রাণে ॥
বলি বলি ক'রে হয় নি বলা,
দূর হ'তে দাও বিষম জ্বালা,
ধরি ধরি করি হয়নি ধরা,
ধরেছি আজ সংগোপনে ॥

গোপালী। আমার নাচগানে তুমি ঘেমে গেছ, একটু বাতাস করি!

কমল। তুমি কি? আমার সাম্‌নে এমন ক'রে নাচগান করতে তোমার লজ্জা হয় না?

গোপালী। আমি তো নাচগান করি! ছোটমা আমার নাচগান ভালবাসে।

কমল। আমি ভালবাসি না।

গোপালী। তবে বাতাস খাও! কিন্তু নাচগানও আমার—পাখার বাতাসও আমার!

মিষ্টান্নের থালা ও পানীয় পাত্রহস্তে সুবীথির প্রবেশ।

সুবীথি। ও পাগলের কথা ছেড়ে দে! আগে মিষ্টান্ন মুখে দাও—পানীয় পানে তৃষ্ণা নিবারণ কর!

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষ। না, ফেলে দাও পানীয় পাত্র—ফেলে দাও মিষ্টান্নের থালা।

কমল। কে? গোরক্ষনাথ? তুমি এখানে?

গোরক্ষ। প্রয়োজন আছে! বাতাসে এসেছি—কর্ম্মে মেতেছি—দেবতার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার হাতে এই ছুরি ধরেছি!

কমল। কি উদ্দেশ্য তোমার?

গোরক্ষ। তোমাকে বাঁচানো—তোমার পিতাকে উদ্ধার করা।

কমল। তোমার পৈশাচিক মূর্ত্তি পরিত্যাগ কর! তার প্রয়োজন হবে না—ছুরি ফেলে দাও! আমাকে বাঁচাতে হবে না—আমি নিরাপদ! দাঁড়িয়ে আছি আমার মায়ের আশ্রয়ে—তাঁর হাতে আমার ক্ষুধার আহার্য্য আর তৃষ্ণার পানীয়!

গোরক্ষ। ও আহার্য্য প্রাণবিনাশের ওষধি—ও পানীয়ে মিশ্রিত আছে প্রাণঘাতী বিষ!

সুবীথি ও কমল। বিষ?

গোরক্ষ। হ্যাঁ—বিষ! যদিও মায়ের দেওয়া বিষ সন্তানের মুখে অমৃতের কার্য্য করে, তথাপি ও বিষ!

কমল। ধর্ম্মত্যাগী ব্রাহ্মণ! ফিরিয়ে নাও তোমার স্পর্দ্ধার কথা! কে বলে মা এসেছেন বিষের থালা হাতে নিয়ে সুমিষ্ট আহার্য্য ব'লে সন্তানের মুখে তুলে দিতে?

পাতঞ্জলের প্রবেশ।

পাতঞ্জল। আমি—আমি জানি সে তথ্য।

গোরক্ষ। একি? গুরুদেব—গুরুদেব! বুঝি আপনারই কৃপায় সে তথ্য আবিষ্কার করেছি আমি! [পদতলে পড়িল।]

কমল। পুরোহিত ঠাকুর! আপনি জানেন? মায়ের হাতেও আহার্য্য বিষ?

পাতঞ্জল। বিষ! আমি জানি; প্রস্তুত হয়েছে নারায়ণ-মন্দিরে আমারই প্রচেষ্টায়—আমারই নিজের হাতে!

কমল। সৃষ্টি হয়েছিল প্রাণসংহারে—সাধুতায় আজ তার বিপত্তি হ'লেন কেন মতিমান?

পাতঞ্জল। সৃষ্টি হ'য়েছিল হিংসায়, কিন্তু তোমার পিতৃব্যের অপমানে; সেই বিষকে অমৃতে পরিণত করতে এসেছি!

কমল। তা হ'লে এ অমৃত?

পাতঞ্জল। না, বিষ। দেখবে? পরীক্ষা করবে? দেখি ওই পানীয়! [সুবীথির হাত হইতে পানীয় লইয়া নিজে পান করিলেন।]

গোরক্ষ। গুরুদেব! কি করছেন?

পাতঞ্জল। অমৃত পান করলুম!

কমল। পুরোহিত ঠাকুর! নিজের হাতে হলাহল সৃষ্টি ক'রে নিজের কণ্ঠে ঢেলে দিলেন? এ বিষ কেন সৃষ্টি করেছিলেন প্রভু?

পাতঞ্জল। হ্যাঁ—বিষ ছিল, মায়ের করস্পর্শে অমৃত হয়েছে। আমি নীলকণ্ঠ—জগতে বাঁচবার প্রয়োজন হ'লে এ সমুদ্রমন্থনের বিষ দেবতার সেই ভাগ্য দিয়ে অমৃতের কার্য্য করবে! কিন্তু যন্ত্রণা আছে—এ প্রায়শ্চিত্ত! গোরক্ষনাথ! তোমায় প্রতি অবিচার করেছি—এ তার প্রায়শ্চিত্ত! কমল! বিশ্ববাসীকে ডেকে দেখাও—এ আমার প্রায়শ্চিত্ত! ওঃ—

গোরক্ষ। গুরুদেব! আপনি বাঁচুন—আপনি মন্ত্র জানেন—আপনি মন্ত্রসিদ্ধ! আপনাকে বাঁচাতে হবে—আমি আপনার সন্দেহের অন্তরের কাছে অপরাধী! আমি প্রমাণ করবো আমার নিষ্পাপ চরিত্র আপনার বদ্ধমূল ধারণা জয় ক'রে!

পাতঞ্জল। আমায় মন্ত্র নেই বৎস! অকপটে তোমাকেই দান করেছি—তুমি নিয়ে গেছ সর্ব্বস্ব আমার ভাণ্ডার শূন্য ক'রে! আমার জীবনের প্রয়োজন থাকে, তোমার সাধনায় বাঁচাও আমাকে! যদি নিষ্কলঙ্ক হও, তুমিই বাঁচাতে পারবে আমাকে। গোরক্ষনাথ! এখানে নয়, ঐ নারায়ণ-মন্দিরে—দেবতার চরণামৃত গ্রহণ করবো তোমার হাতে পরম ওষধির মত! আমার হাত ধর—হাত ধর—

গোরক্ষ। কমল! আমি মন্দিরে যাচ্ছি গুরুদেবের শুশ্রূষা কর্‌তে। এ অস্পৃশ্য আজ অধিকার পেয়েছে নারায়ণস্পর্শে মণিলাভে। নারায়ণের পরমতীর্থে মুক্তিস্নানে বিষ থাকে না। বিষ অমৃত হয়েছিল প্রহ্লাদের হাতে; হিরণ্যকশিপু আপনার বিষে আপনি জ্ব'লে উঠে প্রহ্লাদের সাধনায় সেই স্পর্শমণি পেয়েছিল! এসো কমল! এসো প্রহ্লাদ! জাগিয়ে তুল্‌বে এসো ঝরণায় স্নাত সেই পবিত্র রত্নমণিকে।

[পাতঞ্জল ও গোরক্ষনাথের প্রস্থান।

সুবীথি। কমল!

কমল। মা!

সুবীথি। আমি কি অন্যায় কর্‌ছিলুম?

কমল। সন্তানের হাতে বিষ তুলে দিচ্ছিলে, কিন্তু দিতে পার্‌লে কই? বিষ অমৃতে পরিণত না হোক্, বিষ অপসারিত হ'লো।

সুবীথি। কিন্তু আমি জানি না, মনের হিংসা বিষমুর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে এতখানি সতর্ক দৃষ্টি অতিক্রম ক'রে আমার ঘরে লুকিয়ে আছে। আমি জানি না—আমার অজ্ঞাতে আমার নিঃশ্বাসে, আমার গতিতে আমার স্নেহে, আমার কর্ত্তব্যে বিষ মিশিয়ে আছে আমায় বিষাক্ত ক'রে তুল্‌তে! হাতে আমার বিষের পাত্র, কিন্তু অন্তরের মাতৃত্ব আমার বিষাক্ত নয়, বিচারদৃষ্টিতে সংসার কি তা বিশ্বাস কর্‌বে?

চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। ছোট গিন্নী! বড়রাণী আস্‌ছে উল্কামুখী হ'য়ে! তুমি তার ছেলেকে বিষ দিতে গিয়েছ, এ কথা হাওয়ায় মুখে শুনেছে। কি হবে, জানি নে বাছা!

সুবীথি। দিদি বিশ্বাস করেছে? চঞ্চলা! রাজরাণীকে আস্‌তে

নিষেধ কর—আমি তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বো না। কমল! আমার ঘরে বিষ—আমার হাতে বিষের থালা—সারা সংসার আজ আমায় অপরাধিনী কর্‌তে তোর মায়ের তিরস্কারের মুখে ছুটে আস্‌ছে। কমল! আমায় বাঁচাবি? আমি তোর সত্যিকারের কাকীমা।

কমল। তার এতটুকু ব্যতিক্রম হবার নয় কাকীমা! তোমার হাতে অমৃতের আবরণ দেওয়া বিষের আহার্য্যে আমি আজ মৃত্যুপথ-যাত্রী হ'লেও জীবন পর্য্যন্ত তোমায় অবিশ্বাস করা আমার মহাপাপ! তুমি মুক্তি-সঙ্গীতে মুক্ত, সত্যের তীর্থে শুদ্ধ, ধর্ম্মের কর্ম্মে জাগ্রত, আত্মীয়তার সহস্র প্রতিবাদে তুলাদণ্ডে তোমার তুলনা হয় না। উদ্ধে বৈকুণ্ঠনাথের তীর্থ-আবাস—নিম্নে আমার এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবন; আজ বৈকুণ্ঠপতি স্বয়ং বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে ধরায় অবতীর্ণ হ'য়ে প্রত্যক্ষমূর্ত্তিতে যদি তোমার মাতৃত্ব কলুষিত করেন, তবু সে মা আমার ধর্ম্মস্থানে সোনার সহস্রদল তুল্য চির-পবিত্র! তোমার পাদস্পর্শে আমি ব্যক্ত কর্‌ছি, তুমি আমার সত্যিকারের কাকীমা!

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। উঠে আয় কমল! যার হাতে তোর মৃত্যুর বিষের থালা, তার পায়ের তলায় প'ড়ে আকুল-আগ্রহে মাতৃত্ব ভিক্ষা নিয়ে পুত্রত্ব অক্ষুণ্ণ রাখ্‌বার প্রয়োজন নেই! গায়ের জোরে জগতে মাতৃ-স্নেহের মূর্ত্তি সৃষ্টি হয় না। তোর পিতৃব্যের আশা মেটে নি তোর পিতার নির্য্যাতন ক'রে, তাই তোর বিনাশসাধনে তোর কাকীমার হাতে বিষের আহার্য্য! সুবীথি! ভগ্নী! এ বিষ আমার পুত্রের মুখে না দিয়ে নিজের পুত্রের মুখে ঢেলে দিলে তোমার মাতৃত্ব তোমার আত্মীয়তা অক্ষুণ্ণ থাকবে!

কমল। মা! কাকীমার দোষ নেই।

চন্দ্রাবতী। তবে কার দোষ? দোষ আমার? দোষ তোর পিতার? দোষী তুই তোর কাকীমার মহলে এসে? আর তাই আমি স্বীকার ক'রে নোবো? বিলুপ্ত আত্মীয়তার মাঝখানে, এত বড় নির্য্যাতনের মাঝখানে আমায় বিশ্বাস করতে হবে—তোর কাকীমা নির্দ্দোষ? পুত্রমেধ-যজ্ঞে যার হাতে পূর্ণাহুতির পাত্র, তাকে বল্‌বো না পুত্রঘাতিনী? আমার এত স্নেহ—এত মমতা, সব ভেঙ্গে দিয়েছে এই গুপ্তহত্যার আয়োজনে! তবে কার মুখ চাইবো—কাকে আত্মীয় ব'লে ডাক্‌বো? কমল! কেউ নেই এখানে! সব শত্রু—শত্রু! পালিয়ে আয়—প্রাণ বাঁচাবি আয় পরম শত্রুর বিষের নিঃশ্বাসের আকর্ষণ থেকে!

[কমলকে লইয়া প্রস্থান ও তৎপশ্চাৎ গোপালীর প্রস্থান।

চঞ্চলা। তা বলি বাছা, ঘরের ভেতর সবই যদি বিষে ভরা, মিষ্টি সুধা ব'লে থালায় সাজিয়ে লোকের মুখে ধ'রে দেওয়া কেন বাবু? তাল পেলে লোকে কি ছেড়ে কথা কইবে? বলে—হাতী যখন ফাঁদে পড়ে, চামচিকেতেও লাথী মারে!

[প্রস্থান।

সুবীপি। ডুবে গেল—ডুবে গেল জগত নিয়তির করাল গ্রাসে আমার এমন সাজানো সংসারের সকল সম্পদ নিয়ে! আমি পুত্রঘাতিনী? আমার হাতে বিষ? এ বিষে বিশ্বসংসার জ্ব'লে গেল? না—না, জ্বল্‌তে দোবো না—এ বিষ আমারই প্রাপ্য!

বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। বিষ নয় অমৃত! এই বিশাল সাম্রাজ্য আমার অনন্ত সমুদ্র; তাকে মন্থন ক'রে আমি অমৃত তুল্‌বো।

সুবীথি। তুমি? তুমি? কি করেছ স্বামী? সকল সমাজের বিচারগণ্ডীর বাইরে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে?

বৎসর। না—সমাজে তোমায় উন্নত রাখ্‌বো। সমুদ্রমন্থনে অমৃত পান কর্‌বো, সেই অমৃতের অপেক্ষা কর্‌ছি! তুমি সহধর্ম্মিণী, তোমায় বল্‌তে বাধা নেই, আমি আমার কর্ম্মের মধ্য দিয়ে চাই সত্যকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে! যে নারায়ণ ছিলেন আমার পিতার রক্ষক, বিশ্বাস ক'রে আমার অগ্রজ হয়েছেন তাঁর সেবক। অগ্রজপত্নী বলেন নারায়ণ—তুমি বল নারায়ণ—কমল বলে নারায়ণ—সর্ব্বোপরি শিশু পুত্র পুষ্পার্ণ নারায়ণের পুতুল নিয়ে বলে এই নারায়ণ! নারায়ণ—নারায়ণ! কই সে নারায়ণ? অন্ধ বিশ্বাসে আমি নারায়ণের পশ্চাতে ছুট্‌বো না; নারায়ণ যদি সত্য হয়, আমি রাখ্‌বো তাঁকে আমার কর্ম্মের অনুশাসনে! আমি দেখ্‌তে চাই তাঁকে আমার অত্যাচারের কর্ম্মমধ্যে! ভক্ত-রক্ষায় যদি তাঁর নারায়ণত্ব, তবে সে নারায়ণ দেখ্‌বো ভগবদ্‌বিশ্বাসী ভক্তের প্রতি অত্যাচারে! এ আমায় বিষ দিয়ে অমৃতপ্রতিষ্ঠা!

সুবীথি। স্বামী—স্বামী—

বৎসর। আরো শুন্‌বে? এখানে নয়—নিজের কক্ষে এসো!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্ত্রণাগৃহ।

মাণিকচাঁদ।

মাণিক। নিয়ে আয়—ধ'রে নিয়ে আয়! মহান্তীর বদলে ততক্ষণ মহান্তীর বাবার আত্মশ্রাদ্ধ করি! [জালন্ধরকে লইয়া দুইজন রক্ষীর প্রবেশ।] কাছে এসো না—ঐ দূরে দাঁড়াও! মহারাজ আসুন না আসুন, তোমার বিচারটা আমার হাতে দিয়ে হ'য়ে যাক্! এ সব খুচরো বিচারে মহারাজের দরকারও হবে না!

জালন্ধর। কিন্তু আমি মহারাজকে চাই! আমার সাপধরা হাতের নখগুলো নিস্‌পিস্‌ করছে—বুকটা চিরে ফেল্‌তে পারতুম!

মাণিক। এই! শক্ত ক'রে ধ'রে থাক্—হাত ফস্‌কে না বেরিয়ে পড়ে! বুড়োকে আজ কাতুকুতু দিয়ে সাবাড় করবো! সে দিনে চাঁদা ক'রে চাঁটিয়ে আমাকে একেবারে যাচ্ছেতাই ক'রে দিয়েছে! সাপ দিয়ে খাওয়াবে? ফোঁস দেখাবে—ফোঁস? এখন এই বক্ দেখ—বক্ দেখেছ?

জালন্ধর। ওরে আমার মন্ত্রখেলার যন্ত্রের থলিটা আন্‌তে দিলি নি—তাই, নইলে তোদের সব কটার হাতে আজ কড়কড়িয়ে সাপের বাঁধন পরাতুম!

মাণিক। দেখ, একটী চড়ে তোমার তোবড়া গাল একেবারে ফাটিয়ে দোবো!

জালন্ধর। তবে দাঁড়া তো! [রক্ষীদের হাত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা।]

মাণিক। এই—খুব সাবধান, ছট্‌কে বেরিয়ে এলে আর বিপদের

অবধি থাক্‌বে না! হতভাগা বুড়ো! মৃত্যুবাড় বেড়েছ? মেয়েটাকে কোথায় সরিয়ে দিলি বল্? আমার চাই তোর মেয়ে মহান্তীকে!

জালন্ধর। বাপ তার মেয়ের মর্য্যাদা বাঁচাতে নিজেই ধরা দিয়েছে! তাকে পাবি না; যা বল্‌বার থাকে, আমায় বল্!

মাণিক। মহান্তী কোথায়?

জালন্ধর। বল্‌বো না।

মাণিক। বল্‌বি না?

জালন্ধর। না।

মাণিক। জানিস্ বুড়ো, তোর মরণ-বাঁচন আমার হাতে? বুড়ো বয়সে অপঘাতে মর্‌বি কেন? ভাল চাস্ তো মেয়ের সন্ধান ব'লে দে!

জালন্ধর। অপঘাত-মরণ সেও ভাল ছিল, কিন্তু আমার দুঃখু এই, আমি মর্‌বো ভগবানের রাজ্যে এক অত্যাচারী পিশাচদের হাতে!

মাণিক। তুই নেশা ফেশা করিস্ না কি বল্ তো? অত দুঃখু করার চেয়ে মেয়েটার সন্ধান ব'লে দে না বাপু! মহারাজ বলেছেন— পুরস্কার টুরস্কার যথেষ্ট দেবেন।

জালন্ধর। বা রে বুঝদার বিচারক! বা রে তোদের পুরস্কার বিতরণের ঘটা! আমি লাথি মারি তোর সে পুরস্কারের মাথায়!

মাণিক। এই, খুব সাবধান! ভাল ক'রে ধ'রে থাক্ তো— আমি দুটো গাঁট্টা কসাই বুড়োর মাথায়! ধর্ম্ম বজায় রেখে ভাল কথায় বল্‌ছি, কথা গ্রাহ্য হ'চ্ছে না? মর্য্যাদা! তোদের ঘরে আবার মর্য্যাদা কি রে? মহারাজের আদেশ—তোর মেয়েকে এইখানে এই কক্ষে উপস্থিত করা চাই!

জালন্ধর। দেবতার মন্দির হ'লে হাতে পুজোর ডালি নিয়ে মেয়ের হাত ধ'রে এখানে পৌঁছে দিয়ে যেতুম—কৃতান্তের আশ্রয়

হ'লেও ভয় ছিল না! কিন্তু মনুষ্যসমাজের বাইরে নরপিশাচের বিলাসের সামগ্রী ক'রে বাপ তার কন্যাকে নির্য্যাতনের নরকে পাঠিয়ে দেয় না—যতই সে নীচ গৃহে জন্মগ্রহণ করুক্!

মাণিক। কি বল্লি? নরপিশাচ? যা বল্লি-বল্লি—একবার বল্লি! নরপিশাচ কথাটা আমার মত ভদ্দর লোক একবার বই ত্ব'বার সহ্য করবে না।

জালন্ধর। নরপিশাচ কি? যারা রাজার মত রাজাকে কারাগারে দিয়ে পচিয়ে মার্তে পারে, যারা একটা অনূঢ়া কন্যাকে কু-অভিপ্রায়ে গায়ের জোরে অপহরণ কর্তে চায়, তাদের নরপিশাচ বল্লেও যথেষ্ট সম্মান দেখানো হয়।

মাণিক। খেলে–খেলে, রাজবাড়ীর কড়া পাকের চড়-চাপড়গুলো খেলে রে! নেহাৎ মূর্খ দেখ্ছি! লেখাপড়া জান্লে কি এ রকম বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়? একটু ভয়-ডর নেই? কার সাম্নে দাঁড়িয়ে কথা কইছিস্ জানিস্?

জালন্ধর। জানি, একটা অত্যাচারী ছোটলোকের সাম্নে!

মাণিক। এই—এই—এই—

জালন্ধর। চোখ রাঙাচ্ছিস কাকে? বাঘকে খাঁচায় পূরে চাবুক মার্তে আসে বাঁচনগণ্ডীর সীমানায় দাঁড়িয়ে অনেক জন; অথচ খোলা বাঘের সামনে দাঁড়াতে কারো এতটুকু সাহস নেই! তোমাদের শক্তিকে পূজো ক'রে, তোমাদের অজ্ঞাতে সংসারের ক্ষুদ্র একটা দরিদ্র পরিবার ত্বটী তণ্ডুলকণায় উদরপূর্ত্তি ক'রে তাদের পর্ণ-কুটীরে শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছিল, এমন বিচারক তুমি—এতটুকু তোমার বিবেকে বাধ্লো না এ ত্বর্ব্বলের উপর শক্তিপ্রয়োগ কর্তে? মনে করেছ কেউ প্রতিবাদ করবে না এর? স্মরণ রেখো, তোমার অযোগ্য মাথায় অন্ততঃ একটা পদাঘাত ক'রেও এ ত্বর্ব্বল বৃদ্ধ তার প্রতিশোধ নেবে!

মাণিক। বটে! বুড়োকে বাঘের খাঁচায় পূরে রাখ্, আর পা দু'টো মোটা শেকল দিয়ে বেঁধে রাখ্! বাঁধা হ'লে খবর দিবি, আমি গিয়ে জলবিছুটী দিয়ে বুড়োকে তিড়বিড়িয়ে তুল্‌বো! যা—নিয়ে যা! [রক্ষীদ্বয় জালন্ধরকে লইয়া গেল।] আরে ম'লো—সাহস তো কম নয় —এখানে এসেও ভয় দেখায়! আমি এমনি বোকা যে কথায় কথায় ভয় দেখ্‌বো? একটু গা'টা ছম-ছম করেছিল বটে, তা ও অমন হয়! যাই হোক্, এখন খাঁচায় পোরা থাক্—মহারাজ এসে এর ওপর রসান দিয়ে যা কর্‌বার কর্‌বেন।

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। তা তো কর্‌বেন, তুই এখন কর্‌লি কি?

মাণিক। কেন, কি কর্‌লুম?

মঙ্গল। বুড়োকে বেঁধে এনে তার ওপর রীতিমত চটিয়ে তার ওপর খাঁচায় পূরে রাখ্‌লি! সর্ব্বনাশ—

মাণিক। আরে যা—যা, বেশ করেছি! এর ভেতর আবার সর্ব্বনাশ কি হ'লো? সর্ব্বনাশের পূর্ব্বেই মহারাজ এসে তলোয়ার দিয়ে একেবারে ছ্যাডাং-ড্যাং—

মঙ্গল। ভাল চাস্ তো ফিরিয়ে এনে, হাতে পায়ে ধ'রে মাপ-টাপ চেয়ে আসন পেতে জল-টল খাইয়ে দে! নইলে সর্ব্বনাশ—

মাণিক। কথার না আছে মাথা না আছে মুণ্ডু! খালি সর্ব্বনাশ— সর্ব্বনাশ!

মঙ্গল। সর্ব্বনাশ! যা বল্‌ছি শোন্, নইলে সর্ব্বনাশ—

মাণিক। হ্যাঁ, অত ভয় কর্‌তে গেলে চলে না! সাহস চাই, নইলে দুষ্ট লোককে শাসন করা যাবে না!

মঙ্গল। সর্ব্বনাশ! প্রাণে বাঁচ্‌লে তবে তো শাসন কর্‌বি রে বাবু! এখুনি ম'লি যে!

মাণিক। ম'লুম মানে?

মঙ্গল। সর্ব্বনাশ!

মাণিক। দূর তোর সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ হবে হোক্! বুড়োকে তোর সাম্‌নে এনে কেটে বিশ টুক্‌রো কর্‌বো।

মঙ্গল। সর্ব্বনাশ! ঐ এলো রে মাণকে—

মাণিক। কি এলো? কি—হ'লো কি?

মঙ্গল। যা হবার তাই হ'লো! ঐ দেখ্, ছুরিহাতে—

মাণিক। এঁ্যা ছুরি! ওরে বাবা—এই সে আছিস্—কে আছিস্?

ছুরিহস্তে গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষ। কেহ নাই—আছি আমি,
আর আছ মাত্র তুমি পাপ-সহচর!
দেখ, চেনো কি আমারে?
আমি সে গোরক্ষনাথ—দ্বিজের নন্দন!
দেবনিবেদনে যেই হস্ত রেখেছিনু এতদিন,
আজি তাহা পাপীর উদ্দেশে
খুরশাণ অস্ত্রের পরশে করিয়াছি কলুষিত!
কই—কোথা প্রভু তব পাপ-অবতার?

মাণিক। এইখানেই কোথাও আছেন, ডেকে আন্‌ছি—

গোরক্ষ। কোথা যাবে ছল করি জীবন বাঁচাতে?
রহ স্থির সম্মুখে দাঁড়ায়ে
শোণিতপিয়াসী এই অস্ত্রের সম্মুখে!

বীরাচারে বাঁধিয়াছ প্রাণ,
অত্যাচার মহামন্ত্রে দীক্ষিত চালিত,
অবিচারে কুৎসিৎ কর্ম্মের নিত্য সহচর,
অস্ত্র ধর দুর্ব্বলের শির লক্ষ্য করি,
অস্ত্র দরশনে বীর দেহ কেন কাঁপে থরথরি ?
ক্ষুদ্র পিপীলিকা তুই,
তোরে বধি আশা না মিটিবে !
বৎসর—বৎসর—
কোথা সেই সুবিজ্ঞ শাসক ?
সুকৌশলে সিংহাসন করি অধিকার,
রাজ্যভার করেছে গ্রহণ ! রাজা যদি,
ভুলিয়া প্রজার পালন,
কেন মৃত্যু আনে সহস্র সংসারে ?
কেন পীড়নের আর্ত্তনাদে
ভরিয়া উঠেছে এই শান্তির সাম্রাজ্য ?
জানে না কি অবিবেকী,
রোদনের জলে আছে অভিশাপ—
কুকর্ম্মের মহাফলে যোগ্য দণ্ড আছে ?
তাই ফল দিতে আগমন মম।
কই—কোথায় বৎসর ?

মঙ্গল — মাণ্‌কে ! সর্ব্বনাশ—

[প্রস্থান।

গোরক্ষ — বলিবে না ? কৃতজ্ঞতা দেখাইতে
নিজ অন্নদাতা বৎসরের দিবে না সন্ধান ?

বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। কে তুমি সন্ধানী?
হের, উপস্থিত আমি সম্মুখে তোমার!
কে—গোরক্ষনাথ?

গোরক্ষ। হ্যাঁ আমি, উন্মুক্ত অস্ত্রহাতে
আসিয়াছি মহাকার্য্যে ফল দিতে তোমা!
সংসারের বক্ষ ভেদি কাতারে কাতারে
ছুটে আসে পীড়িত আকুল জীব
আমার দুয়ারে ল'য়ে শত আবেদন!
অস্থির মর্ম্মের যত শোকাশ্রুতরঙ্গ
উচ্চরোলে করিছে আদেশ—
ন্যায়প্রতিষ্ঠায় জাগাইতে হবে প্রতিহিংসা!
বৎসর—বৎসর! জগতের প্রতিহিংসা
এই হাতে তুলে দেছে শাণিত ছুরিকা—
করিতেছে হত্যার ইঙ্গিত!
বল, ধরিবে কি বক্ষে অস্ত্রের আঘাত?

বৎসর। কেন, কোন্ অপরাধে?

গোরক্ষ। স্থবির সে যাদুকর—
কান্তারের বৃদ্ধ জালন্ধর,
সংসার-আবর্ত্তে পড়ি
দারিদ্র্যপীড়নে কম্পিতচরণে
কাতর দেহের ভারে পড়েছিল
নির্ব্বিবাদে দেবতায় বিশ্বাস রাখিয়া,

তুমি নিয়ে এলে তারে বীরত্ব দেখাতে
ছাগশিশু সম বলি দিয়ে
চণ্ডালের আচরণে রক্তমাংসে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হেতু!
সে কি নহে অপরাধ?
সে কি নহে দস্যু সম কঠোরতা?
শোণিতের হেন তৃষ্ণা নহে
কি সে নীচ নিষ্ঠুরতা?
সে কি ধর্ম্ম আচরণ?
সে কি ঈশ্বরের প্রতিনিধি মহতের ক্রিয়া?

বৎসর। ঈশ্বর কে?

গোরক্ষ। জগত চলিছে যাঁর চক্রের প্রভাবে।

বৎসর। কিবা রূপ তার?

গোরক্ষ। বহুরূপী তিনি।

বৎসর। একটী রূপের তাঁর করহ বর্ণনা!

গোরক্ষ। গুরুমন্ত্রে ইষ্টনামে মহাধ্যানে
পাওয়া যায় যে রূপের রতন,
তাঁর সনে আগে হ'লে পরিচয়,
বহুরূপের সন্ধানে সক্ষম সাধক
তোমাদের অধিষ্ঠাত্র পরম দেবতা নারায়ণ—
তোমারে জানিতে হবে তিনিই ঈশ্বর!

বৎসর। নারায়ণ? চতুর্ভূজ মূর্ত্তি যার,
নিত্য নিত্য ভোগরাগে, ঘৃতের প্রদীপে,
ফুল গঙ্গাজলে আরতি লইয়া
প'ড়ে আছে যথারীতি নিশ্চল প্রস্তরখণ্ড,

চলিতে জানে না,
বলিতে পারে না কথা,
সেই নারায়ণ ?

গোরক্ষ। সেই নারায়ণ! চালিত করিবে তুমি,
তুমি বলাইবে কথা সাধনায় তব!

বৎসর। সাধনা করিব তার ?
যুগ-যুগান্তর ধরি করিলে সাধনা
পাথরের মূর্ত্তি কহিবে না কথা।
করিবার হয় সাধনা করিব পরে!
যদি দেখি চলিতে পেরেছে,
বলিতে শিখেছে কথা
নয়নসম্মুখে মোর দেবত্ব লইয়া।
যতদিন জীবন্ত নারায়ণ না দেখি নয়নে,
প্রস্তরমূর্ত্তি নারায়ণ দেখি যতদিন,
ততদিন পাথরের বুক ল'য়ে
অত্যাচার চলিবে আমার!

গোরক্ষ। বৃদ্ধে মুক্তি নাহি দিবে ?

বৎসর। নারায়ণে বিশ্বাস যাদের,
নারায়ণ মুক্তি দিবে তাহাদের।
দেখাও সে নারায়ণ—
আমিও যাচিব মুক্তি পদতলে তার!
তুমি ভক্তিমান, আমি জঘন্য নাস্তিক,
শক্তি যদি থাকে দেখাও সে নারায়ণে!
নারায়ণ নাই—

গোরক্ষ। নারায়ণ আছে!
অধঃ, ঊর্দ্ধ, মধ্যস্থলে,
প্রতি পরমাণু সনে, প্রতি শব্দে,
জাগ্রতে স্বপনে, প্রতিক্ষণে
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে নারায়ণ-তরঙ্গ বহিছে!
আমি তুমি সব নারায়ণ!
লহ এই তীক্ষ্ণধার ছুরি,
দেখ বক্ষ বিদারিয়া—
দেখিবে সেখানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী
সর্ব্ব ব্যথাহারী পদ্মাসনে ব'সে আছে
চক্রাধারে মুক্তি-মন্ত্র নিয়ে।
লহ—লহ এই ছুরিকা ভীষণ!

বৎসর। [ছুরি লইয়া] এই ছুরি?
এই ছুরির আঘাতে বিদরিয়া বক্ষ তব
দেখিতে পাইব সেথা ব'সে আছে নারায়ণ?
উত্তম! কে আছ?

রক্ষীর প্রবেশ।

বৎসর। বন্দী কর শৃঙ্খলে গোরক্ষনাথে!

রক্ষী। [গোরক্ষনাথকে বন্ধন করিল।]

বৎসর। যাও, ল'য়ে এসো অগ্রজে আমার
কারাগার হ'তে, নারায়ণ-ধ্যানে মগ্ন যথা!
মাণিক! ত্বরা কর—বিলম্বেতে বহু বিঘ্ন!

[মাণিকচাঁদ ও রক্ষীর প্রস্থান।

হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !
নারায়ণ দেখিব অচিরে
এই অস্ত্রাঘাতে—একি সত্য ?

গোরক্ষ। শুধু অস্ত্রাঘাতে নয় !
এই দেহে প্রাণে অনলসংযোগে,
প্রচণ্ড বিষম যষ্টির প্রহারে,
পরম নির্ম্মাতা বিধাতার এই হৈম গৃহে
মণিময় ক্ষেত্রে মধুরতা নিয়ে
সদ্যবিকসিত কুসুমের মত
দর্শনাভিলাষী সন্ধানীর নারায়ণ
চিরহাস্যময় বিরাজিত দেখিতে পাইবে !

বৎসর। ওই নারায়ণ ?

গোরক্ষ। নারায়ণ—নারায়ণ—

গীতকণ্ঠে ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ।—

গীত

আবার বল গো আবার বল নারায়ণ ওই নারায়ণ।
কোন্ মণিময় উজল ফুলে কোথায় পেয়েছ সে রতন॥
নিশায় অথবা উষার আলোয় কোন্ কুসুমের সুষমায়,
উঠ্‌লো জেগে কোন্ বাতাসে কোন্ পরাণের সাধনায়,
কোন্ ভজনায় কিসের জ্ঞানে তীর্থে কর বিচরণ॥

[প্রস্থান।

বৎসর। নারায়ণ নারায়ণ ক'রে এ রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা পাগল ! ঐ পাথর পর্য্যন্তই দৌড়, আসলের সন্ধান কেউ পায় না !

বদ্ধহস্ত কুৎসিৎ আকৃতি উৎকলের প্রবেশ।

উৎকল। হাঃ-হাঃ হাঃ-হাঃ ;
উন্মাদ—উন্মাদ! সকলি উন্মাদ!
উন্মাদ প্রকৃতি, জড় বা চেতন,
পরম চৈতন্যময় ব্রহ্মা বিষ্ণু, মহেশ্বর,
আলোক-সাম্রাজ্য স্বর্গ হ'তে
পাতালের ঘন অন্ধকারে বসতি যাহার,
সাজাইয়া উন্মাদের মেলা
উন্মাদের আবর্ত্তণে যুগ-যুগান্তর ধরি
করিতেছে উন্মাদের খেলা!
আমিও উন্মাদ—
তাই উন্মাদের করে পরিয়াছি কঠিন শৃঙ্খল!
একি! তুমিও কি হয়েছ উন্মাদ?
আমারই মত কঠিন শাসনে পরেছ শৃঙ্খল?
কে? একি! গোরক্ষনাথ?
কেন? কোন্ অপরাধে বন্দী তুমি?

গোরক্ষ। নারায়ণে পারি নি দেখাতে!

উৎকল। কে দেখিবে?

গোরক্ষ। অনুজ তোমার!

উৎকল। বৎসর? তুই?
দেখিবি নারায়ণে?
ওরে, আমি তোরে দেখাইব
স্থবর্ণ কীরিট পরা সেই পুণ্য ছবি!

বৎসর। এইখানে—এইক্ষণে!
আছে শুনি অন্তরে অন্তরে নারায়ণ;
প্রত্যেক অন্তর ভেদি খুঁজিব তাহারে
এই ছুরির প্রহারে!

উৎকল। না—না, অন্তরের ডাকে
ডাক্ দেখি ভাই,
আসিবে সে সম্মুখে তোমার!

গোরক্ষ। বৎসর! বৎসর!
কি করেছ?
কি মদিরা ছিল রাজ-সিংহাসনে—
প্রলোভনে যার,
দেবতুল্য হেন অগ্রজে তোমার
নাহি দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি পদে,
কারাগারে হতাদরে রেখেছ ফেলিয়া?
অতুলন ধ্যান যাঁর, জ্ঞান যাঁর,
আচরণ উপাসনা পরম সুন্দর যাঁর,
কোন্ ইন্দ্রজাল শক্তির-চালনে
অপমানে ব্যথায় ব্যথিত করি
এত বড় অনিয়মে দিয়েছ প্রশ্রয়?
খুলে দাও হাতের বন্ধন!
সিংহাসনে সাধ যদি ছিল,
কেন চাহিলে না হাত পেতে?
অনায়াসে এ মোহ-মদিরা
করায়ত্ত হইত তোমার।

উৎকল। 　　তাই হোক্ বৎসর!
　　　　　খুলে দে রে হাতের বাঁধন!
　　　　　রাজা তুই! সাক্ষ্য করি নারায়ণ,
　　　　　সত্য কহি—শুধু প্রজা মাত্র রবো।

বৎসর। 　　নারায়ণে বিশ্বাস যত্মপি,
　　　　　নারায়ণ আপনি আসিয়া
　　　　　খুলে দিবে হাতের বাঁধন!
　　　　　নহে অন্য কোন জীব—শুধু নারায়ণ!
　　　　　কই—কোথা নারায়ণ?
　　　　　নাই—নাই—নারায়ণ নাই—

উৎকল। 　　আছেন অন্তরে; তাঁরে সাক্ষ্য করি—

বৎসর। 　　আছেন অন্তরে? কই দেখি—
　　　　　অন্তরের কোন্ স্থানে আছে নারায়ণ?

[হত্যায় উদ্যত]

গোরক্ষ। 　　না—না, নাহি ও অন্তরে,
　　　　　এই বক্ষে—এই বক্ষে দেখ—

উকৎল। 　　না—না, কাহার নিঃশ্বাস তবে
　　　　　এ বক্ষে বাতাসরূপে জীবনী সঞ্চার করে?

বৎসর। 　　নারায়ণ—নারায়ণ—

উৎকল। 　　এই বক্ষে—

গোরক্ষ। 　　এই বক্ষে—

বৎসর। 　　শত শত বক্ষ ভেদি খুঁজিব সে নারায়ণ!

উৎকল ও গোরক্ষ। 　নারায়ণ—নারায়ণ—

বৎসর। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ! [হত্যায় উদ্যত]

গীতকণ্ঠে ত্রিশূল হস্তে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও
মোক্ষের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

মূর্ত্তি নাই, কর্ম্ম দেখে যাও।
জাগার মূলে শক্তি দেখে নাও।
আছে চক্রে, ধরি চক্রে,
থাকে দৃষ্টি রত্ন চিনে নাও॥

[বৎসর ভীত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল; ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের
সহিত গোরক্ষনাথ ও উৎকল চলিয়া গেল,
বৎসরের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল।]

বৎসর। না—না, বন্দী মুক্ত নয়: কারাগারে দাও—কারাগারে দাও—চতুর্ভূজ নারায়ণ মূর্ত্তি না দেখ্‌লে কারো মুক্তি নেই!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সভাগৃহ।

গোপালী।

গোপালী।—

গীত।

আমার নয়ন যারে চায়, দাগা দিয়ে চ'লে যায়।
প্রাণে মজি কত খুঁজি চলি কত অছিলায়॥
মন-সায়রের মরাল বঁধু,
মনে কি গো জাগ্‌বে শুধু,
নীরবে মরালী বধূ শুখাবে কি হতাশায়॥

কমলের প্রবেশ।

কমল। গোপালী, তুমি এখানে কেন?

গোপালী। মহারাজকে খুঁজতে। মা অন্তঃপুরে যেতে বল্‌লেন—

কমল। ব'লে এসো, মহারাজ এখন নিজের কাজে ব্যস্ত! আবার কারো জন্য বিষ প্রস্তুত কর্‌ছেন—হত্যার ছুরিতে তীক্ষ্ণতা সংযোগ কর্‌ছেন! যাও—যাও, তুমি এখানে থেকো না—

গোপালী। আমায় তুমি দু'টো চক্ষে দেখ্‌তে পার না!

[প্রস্থান।

কমল। এর কাছে আমি কোন অপরাধ করেছি না কি? কই না—অথচ একে দেখ্‌লে আমি শিউরে উঠি! যাক্, এ ক্ষুদ্র সংসার-

তত্ত্ব নিয়ে বিচার কর্‌বার অবসর আমার নেই! আগে চাই পিতৃ-উদ্ধার! গোরক্ষনাথও বন্দী; তাদের উদ্ধার কর্‌বার চেষ্টা প্রতিদিনই ব্যর্থ হ'চ্ছে! আজ সপ্তাহকাল পিতাকে কারামুক্ত কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি—সকল চেষ্টাই বিফল! সতর্ক দৃষ্টি দুর্ব্বৃত্তদের মিনতি করেছি, পায়ে ধরেছি, নিরুপায় হ'য়ে অস্ত্রের ভয় দেখিয়েছি, সুদৃঢ় কারাগারের লৌহদ্বার উন্মুক্ত হ'লো না; তাই ভাব্‌ছি, এই বিদ্রোহী দলকে কোন্ দলন-যন্ত্রে নিষ্পেষিত কর্‌বো?

অনঙ্গসিংহের প্রবেশ।

অনঙ্গ। কুমার! সকল চক্ষুলজ্জা, সকল আত্মীয়তা ভুলে তোমার পিতৃব্যকে বন্দী কর্‌তে না পার্‌লে মহারাজ উৎকলের কারামুক্তি অসম্ভব! বন্দী করা অসম্ভব হ'লেও আমার যুক্তিতে নরহত্যায় উদ্যত বৎসরকে এ সংসার হ'তে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব হবে না!

কমল। আশ্বাস পেয়েছিলুম পিতৃব্যের—আশা হয়েছিল এ বিসম্বাদের অবসান হবে! কিন্তু শত তিরস্কারে, শত যুক্তি-তর্কে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পিতৃব্যের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আকর্ষণ কর্‌তে পারি নি! আমার এখন কর্ত্তব্য, পিতৃ-উদ্ধারে যদি আত্মীয়নিধনের প্রয়োজন হয়, এমন কি নিজের জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে হয়, সে আমার মানব-জীবনের কর্ত্তব্যপালন!

অনঙ্গ। পিতার জন্য কর্ত্তব্যপালন, সত্যের প্রতিষ্ঠায় পুত্রের পুণ্য ব্রতসাধন! পিতার জন্য শ্রীরামচন্দ্রের সত্যপালন স্মরণ কর! স্মরণ কর তাঁর বনবাস-ক্লেশ—স্মরণ কর প্রজানুরঞ্জনে মহাধর্ম্মে মনোসংযোগ! যার ফলে তাঁকে সীতার মত মহিয়সী নারীকেও পরিত্যাগ কর্‌তে হয়েছিল!

চন্দ্রাবতীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবতী। পতিপরায়ণা সীতাও অবনতমস্তকে পতি-আজ্ঞা প্রতি-পালন ক'রেছিলেন—জীবন বিসর্জ্জন দিয়েও পতির মর্য্যাদা রক্ষা ক'রেছিলেন! আজ স্বামী আমার দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারে কারাগারে বন্দী, তাঁর মর্য্যাদারক্ষায়, তাঁর মুক্তিবিধানে আমার কি এতটুকু শক্তি নেই প্রকাশ করবার? আছে। অনঙ্গসিংহ! কমল! মহারাজের কারাবাসের মুহূর্ত্ত হ'তে এ সিংহাসনের অধিকারিণী আমি! দেবতা সাক্ষ্য ক'রে তোমাদের সাক্ষ্য রেখে এই আমি সিংহাসন অধিকার করছি! দেখি, কার সাধ্য আমায় সিংহাসন থেকে নামিয়ে দেয়! বৎসর? তাকে বন্দী কর—কারারুদ্ধ কর। সুবীথি? তাকে বিষের আগুনে জ্বালিয়ে দাও! পুষ্পার্ণ? তাকে বিষ দিয়ে হত্যা কর!

কমল। কি বলছো মা? স্নেহকমল পবিত্র অন্তরে তোমার নির্ম্মমতার কলুষ-কালিমা দিয়ে কে অপবিত্র করলে? কাকীমার অপরাধ নেই—পুষ্পার্ণ সরলমতি শিশু! তোমার আদেশে তাঁদের আত্মীয়তা পরিত্যাগ করতে পারি, কিন্তু দোষী ক'রে নয়!

চন্দ্রাবতী। তোমার কাকীমার হাতে বিষের থালা—আমায় বিশ্বাস করতে হবে, সে তার শুভ কামনার নিদর্শন? তা হয় না কমল! সে বিশ্বাস থাকলে আজ আমার রক্ত আঁখি নিয়ে সিংহাসনে বসতে হ'তো না! যোগ্য সন্তান তোমরা, মায়ের এ রক্ত-আঁখির মর্য্যাদা রক্ষা কর! পারবে না?

কমল। সহস্র অন্যায় আদেশ হ'লেও, মর্য্যাদারক্ষায় পুত্র মায়ের আদেশ লঙ্ঘন করে না।

চন্দ্রাবতী। আমি পুষ্পার্ণর ছিন্নমুণ্ড চাই!

কমল। ছিন্নমুণ্ড?

চন্দ্রাবতী। হ্যাঁ। আর অনঙ্গ! যাঁর অনুগ্রহে এই রাজপুরীতে তুমি সকলের প্রিয়পাত্র—যাঁর আনুকূল্যে আজ তুমি একটা সাম্রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—অস্ত্রধারী বীর, আজ এখনি এই মুহূর্ত্তে তাঁকে কারাগার থেকে উদ্ধার ক'রে সসম্মানে রাজসিংহাসনে বসিয়ে দাও! নইলে বুঝ্‌বো তুমি বিশ্বাসঘাতক! আমার হাতেও অস্ত্র দাও, আমিও তোমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে সাহায্য করবো! বল—পার্‌বে না?

অনঙ্গ। কর্ত্তব্য কর্ম্মে উদাসীন থাক্‌লে পাপের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে মা! যাঁর অনুগ্রহে পথের ভিখারী থেকে আজ আমি সৈন্যাপত্য লাভ করেছি, যাঁর আদর্শ পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে আমার জীবনগতি সাফল্য-মণ্ডিত, যিনি আমার আশ্রয়দাতা, অন্নদাতা, জীবনদাতা, প্রতি মুহূর্ত্তে যাঁর দয়ার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনেও জীবনের তৃপ্তিসাধন হয় না, তিনি আজ তস্করের মত অপরাধীর মত কারাগারে বন্দী, অকৃতজ্ঞের মত আমি তাঁর উদ্ধারকার্য্যে উদাসীন! সাগরমেখলা ধরার শাসনদণ্ড নিয়ে অধিষ্ঠিতা থাক মা তুমি রাজসিংহাসনে, জাগরূক থাক মা জগন্মাতা জগদ্ধাত্রীর অংশরূপিণী অসাধুর অত্যাচার নিবারণের প্রহরণহাতে! অভয় দাও মা—আদেশ কর মা! রাজরাণীর রক্ষিত সাম্রাজ্যর বিদ্রোহী-দল দমন ক'রে কারাগারের লৌহদ্বার ভেঙ্গে ফেলি!

চন্দ্রাবতী। এখনি—এই মুহূর্ত্তে! যে বাধা দেবে, তার ছিন্নমুণ্ড নিয়ে আস্‌বে! বিদ্রোহীদল জানুক্, অসতের অত্যাচারে মহতেরও সহ্যের একটা সীমা আছে!

অনঙ্গ। কমল! মাতৃমন্দিরে এখন তুমিই মায়ের রক্ষক। আমি বৎসরের ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন যোগাতে চলেছি; অগ্নিশিখা এখানেও আস্‌তে পারে, সাবধানে থেকো— [প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। অগ্নিশিখা এখানে প্রবেশ কর্‌বার পূর্ব্বেই, কমল শোণিত-প্লাবন সঞ্চিত রাখ্‌বে অগ্নিনির্ব্বাণের।

কমল। মা!

চন্দ্রাবতী। কি পুত্র?

কমল। আদেশ প্রত্যাহার কর মা!

চন্দ্রাবতী। আদেশ প্রত্যাহার কর্‌বার জন্য পুত্রকে আদেশ করি নাই!

কমল। কিন্তু মা, পুষ্পার্ণ যে আমার ছোট ভাই!

চন্দ্রাবতী। যে ভাই জগতে শিক্ষা করে শুধু বড় ভাইকে নির্য্যাতন কর্‌তে? যে ভাই সৃষ্টি করে সংসার-বিচ্ছেদ? আত্মীয়তার মূলে কুঠারাঘাত ক'রে সৃষ্টি করে সর্ব্বনাশী বাদ-বিসম্বাদ?

কমল। মা! মা! সম্বরণ কর তোমার সর্ব্ব-সংহারিণী-মূর্ত্তি! তুমি ভুলে গেছ আপনাকে—ভুলে গেছ তুমি রাজরাণী—ভুলে গেছ তুমি সাম্রাজ্যবাসীর জননী! নিজের হৃদয়কে তুমি প্রবঞ্চনা কর্‌ছো! তোমার মাতৃত্ব নিয়ে একবার বিশ্বের দুয়ারে দৃষ্টিপাত কর মা! চেয়ে দেখ, তোমার কত বড় কর্ত্তব্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কল্যাণের দায়িত্ব নিয়ে! সেখানে তোমার স্নেহ আর মাতৃত্ব-কবচ অতিক্রম কর্‌বার অস্ত্র নাই! অন্যায়ের বাধা সেখানে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে অনন্তের কোলে বিলীন হ'য়ে যায়! বল তো মা, পুত্র তার সজল দৃষ্টি নিয়ে মায়ের মুখের পানে তাকিয়ে থাক্‌লে মা কি সে কাতর মুখের কাতর দৃষ্টির জলধারার মর্ম্ম উপলব্ধি কর্‌তে পারেন না?

চন্দ্রাবতী। পারে, কিন্তু যারা আমার স্বামীর উপর অত্যাচার করে—যারা আমার পুত্রের সাম্‌নে বিষের থালা ধরে, তাদের কপট অশ্রুর মর্ম্ম উপলব্ধি কর্‌বার প্রয়োজন করে না! অস্ত্র ধর কুমার!

ইতিপূর্ব্বে তুমিও প্রতিজ্ঞা করেছিলে, পিতৃ-উদ্ধারে আত্মীয়নিধনের প্রয়োজন! তোমার প্রতি আমার আদেশ—আজ সূর্য্যাস্তর মধ্যে তোমার পিতৃ-উদ্ধার না হ'লে আমি তোমায় হাতে পুষ্পার্ণর ছিন্নমুণ্ড দেখ্‌তে চাই!

পুষ্পার্ণকে লইয়া সুবীথির প্রবেশ।

সুবীথি। সে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না দিদি! এই নাও জীবন্ত পুষ্পার্ণ—তুমি গচ্ছিত রাখ তোমার সান্ধ্য-যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর্‌তে! সাপিনীর বিষ নিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম, এ তার প্রায়শ্চিত্ত দিদি—[প্রস্থানোদ্যত]

চন্দ্রাবতী। সুবীথি! সুবীথি! তোর এ দংশন যে আরও বিষাক্ত—

সুবীথি। অবিশ্বাসিনী ক'রে আমায় যে শুধু দংশন কর্‌তেই শিক্ষা দিয়েছ! কিন্তু তাঁতে বিষ নেই দিদি, বিষ তুল্‌তে এসেছি! তাই আমার এ আত্মনিবেদন তোমার বাঞ্ছিত কুসুম দিয়ে সম্পন্ন ক'রে যাচ্ছি!

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। সুবীথি—সুবীথি!

পুষ্পার্ণ। জ্যাঠাইমা! তুমি বুঝি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করেছ? তাই বুঝি মা কেবল কাঁদে! কিন্তু তুমিও তো কাঁদ্‌ছ জ্যাঠাইমা! না জ্যাঠাইমা, তুমি মায়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রো না—আমাদের পর ক'রে দিও না জ্যাঠাইমা!

চন্দ্রাবতী। পুষ্পার্ণ! ওরে কমল! হবে না—হবে না! আমার সকল সঙ্কল্প বৃথা!

কমল। তুমি পার্‌বে না, আমি জানি মা! তোমার মাতৃত্ব যে আদর্শ! বিবেকের বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াতে পার্‌বে না; তোমার কল্পনার অনুতাপ তোমার সঙ্কল্পিত হত্যাক্রিয়ার চাকা ঘুরিয়ে দিয়ে যাবে!

অমানুষিক দানবীয় আচরণে তোমার মাতৃত্ব যে কলুষিত হবার নয় মা! পুত্রের উপর থেকে আদেশ ফিরিয়ে নাও জননী! তা যদি না পার, যদি রক্তপ্লাবনের উপর শ্মশান-দৃশ্য দেখ্‌বার সাধ থাকে, তবে এই নাও তীক্ষ্ণধার অস্ত্র—সম্মুখে মহাপূজার বলি-উপাদান—তুমি নিজের হাতে তোমার এত উদ্‌যাপন কর্! [সম্মুখে অস্ত্র ফেলিয়া দিল।]

চন্দ্রাবতী। আমায় তোরা ব্রত উদ্‌যাপনের সুযোগ দিবি, তবু তোর পিতৃ-উদ্ধার ক'রে আমার কঠিন ব্রত ভঙ্গ কর্‌বি না?

পুষ্পার্ণ। জ্যাঠাইমা! বাবা আমার সেই নারায়ণ ঠাকুর কেড়ে নিয়েছে; বলে, কথা না কইলে নারায়ণ ঠাকুরকে আর আমার হাতে দেবে না! পাথরের ঠাকুর আবার কথা কইবে কি জ্যাঠাইমা? বাবা ভারি দুষ্টু হয়েছে! জ্যাঠামশাইকে বন্দী করেছে—বলেছে তাঁকে কেটে ফেল্‌বে!

কমল। [পুষ্পার্ণকে কাছে লইয়া] পুষ্পার্ণ! চুপ্ কর্, তোর জ্যাঠাইমার মনে কষ্ট হবে।

চন্দ্রাবতী। অস্ত্র তুলে নে কমল! বজ্র উঠেছে মাথার উপর—বজ্রপতনের পূর্ব্বেই মাতৃ-আজ্ঞা পালন করা চাই! পুষ্পার্ণ! তোর জ্যাঠামশাইকে কেটে ফেল্‌বে, তুই দেখ্‌তে যাবি না—রক্ত মেখে হাস্‌বি না?

পুষ্পার্ণ। কে কেটে ফেল্‌বে? কমল দাদা! একখানা অস্ত্র এনে আমার হাতে দাও তো! কারাগারের লোহার দ্বারে যমদূতের মত রক্ষীগুলোকে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে কেটে জ্যাঠামশাইয়ের প্রাণরক্ষা করি! দাও না—তোমার ঐ অস্ত্রখানাই আমার হাতে দাও না!

কমল। না ভাই! হও তুমি ক্ষত্রিয়সন্তান—অস্ত্র ধ'রে আর হস্ত কলঙ্কিত ক'রো না। অস্ত্রে আগুন থাকে, সে আগুন শত্রু মিত্র

বিচার করে না—অস্ত্রধারীকেও রক্ষা করে না! অস্ত্র হাতে নিলে তুই যে আগে আমারই বক্ষ লক্ষ্য ক'রে অস্ত্রের আঘাত বসাবি! বুকে অস্ত্রাঘাত করিস্ নি ভাই! তার চেয়ে মিলন-মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় জয়ের নিশান তুলে দিয়ে—ভাই ভাই আমরা মিশে যাই আয় এমনি ক'রে পরস্পরে বক্ষের মিলনে! কমল পুষ্পার্ণকে বক্ষে ধরিল।]

চন্দ্রাবতী। কমল—কমল! নামিয়ে দে আদরের কোল থেকে আমার ব্রত-উদ্‌যাপনের বলি-উপাদান! মিলনে তৃপ্তি নাই—নিজের নিঃশ্বাসপতনকেও বিশ্বাস নাই।

কমল। [পুষ্পার্ণকে নামাইয়া দিল।]

গীতকণ্ঠে বিপ্রদাসের প্রবেশ।

বিপ্রদাস।—

গীত।

কেন মা, মা হ'য়ে এত নিদয়া হ'লি?
মিলন-বাঁশী থামিয়ে দিয়ে বাজেৎ বাজন মাথায় দিলি॥
সরল প্রাণের মুক্ত খেলা, যারা তাতে আত্মভোলা,
জ্বালিয়ে তাদের মর্ম্মজ্বালা, কি আনন্দ বল্ মা পেলি?
সেধে যে মা বৈষ্ণবী হয়, রক্ত-আশে পিয়াসী নয়,
মায়ের স্নেহ অসার কি হয়, সন্তানে সে চায় কি বলি?

কমল। বিপ্রদাস ঠাকুর! বাইরে যাও; বিপদ শিয়রে নিয়ে মা আমার প্রকৃতিস্থ নয়, আমি তাঁকে শান্ত কর্‌বার চেষ্টা করছি! [বিপ্রদাসের প্রস্থান।] মা গো, তোমার চরণে ধরি—মিনতি করি, তুমি শান্ত হও! পিতৃ-উদ্ধার প্রাণ দিয়েও সুসম্পন্ন কর্‌বো! যদি বেঁচে থাকি, পিতাকে নিয়ে তোমাকে নিয়ে আমাদের সকল অধিকার

পরিত্যাগ ক'রে বনবাসী হবো—ভিক্ষান্নে দিনযাপন করবো, তবু পুষ্পার্ণর উপর অবিচার ক'রো না!

পুষ্পার্ণ। কেন দাদা, কি হয়েছে? তোমরা বনবাসে যাবে কেন?

কমল। ভায়ে ভায়ে মিলন হয় না কমল, তাই বনবাসে যাবো—

চন্দ্রাবতী। সেই পরিণতি বরণ করাই কি স্থির? নিজের ঘরে নিজে চোর হ'য়ে আধিপত্য পরিত্যাগ ক'রে, অবিচারে দলিত হ'য়ে হাতে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গাছতলায় সংসার পাতবো? মা তোর তাও পারতো—তাও করতে চেয়েছিলুম! কিন্তু শিয়রে যখন হত্যার খড়্গ উঠেছে, তখন রক্তের প্লাবন আমিও সৃষ্টি করতে জানি! আমি রাজরাণী, এ সিংহাসন আমার—এখানকার একটী শত্রুকেও জীবিত রেখে আমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাবো না!

বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। আমার অগ্রজপত্নী সিংহাসন অধিকার করেছেন, এ কথা সত্য হ'লেও তাঁকে সিংহাসন পরিত্যাগ ক'রে ভিখারিণী সেজে বনবাস গ্রহণ করতে হবে বিধবার বেশে!

চন্দ্রাবতী। দেবর! ভগবান কি নেই?

বৎসর। না, থাকলে এসে দেখা দিতেন—অগ্রজের হাতে শৃঙ্খল খুলে দিতেন! বরং মানুষের শক্তিতে বিশ্বাস আছে, তবু ভগবানের শক্তিতে বিশ্বাস নাই! আজ অগ্রজের বলিদান হবে; ভগবান থাকে, তাঁর স্বরূপমূর্ত্তিতে এসে দেখা দেবেন।

চন্দ্রাবতী। কমল—কমল!

কমল। পিতৃব্য! পিতাকে মুক্তি দেবেন না?

বৎসর। আমি? আমার সে শক্তি নেই।

কমল। আমি বাধ্য করবো তোমার মুক্তিদান করতে।

বৎসর। তা পার, কিন্তু ভগবানে অবিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পাবে। যাদের এতখানি বিশ্বাস ভগবানের উপর, সে ভগবান স্বরূপ মূর্ত্তিতে একবার এসে দাঁড়ালে আমিও না হয় দেখ্তুম—বিশ্বাস করতুম! ভগবান না আসেন, তোমার পিতৃমুক্তি নাই।

কমল। তবে তোমার অদৃষ্টেও কারাবাস—

বৎসর। উত্তম; সিংহাসন থেকে নেমে এসো রাজরাণী!

কমল। সিংহাসনের পাদমূলে উপবেশন ক'রে যুক্তকরে রাজরাণীর চরণপ্রান্তে মাথা নত কর অবিবেকী!

বৎসর। তার বিলম্ব আছে! তোমায় পিতৃহত্যার পর—তোমাদের ভিক্ষাবৃত্তি দেবার পর; পুষ্পার্ণর ছিন্নমুণ্ড ভিক্ষা চাও, তাও পাবে! চাও?

চন্দ্রাবতী। হ্যাঁ—চাই!

বৎসর। হাত পেতে ভিক্ষা চেও, পাবে! পুষ্পার্ণ! চ'লে এসো—

পুষ্পার্ণ। না, আমি যাবো না! জ্যাঠাইমা—

বৎসর। আঃ, চ'লে এসো, অবাধ্য হ'য়ো না! [পুষ্পার্ণর হাত ধরিল] রাজরাণী রাজসিংহাসনেই থাকুন; তাঁর অভিষেক হয় নি, আমি মাল্যবরণ পাঠিয়ে দিচ্ছি!

[পুষ্পার্ণকে লইয়া প্রস্থান।

কমল। মা! পিতৃব্যের মনের গতি ভাল নয়! পুষ্পার্ণকে তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে আন্তে হবে!

চন্দ্রাবতী। পূজ্যপাদ পিতার চেয়ে নিজের ভাইকে বড় করছো মূর্খ! কিন্তু সেই ভাই একদিন তোমার বুকে ছুরি বসাবে!

কমল। সে বিচার পরে মা! আগে আদেশ দাও, পুষ্পার্ণকে রক্ষা করি!

চন্দ্রাবতী। না।

কমল। আমি তবে অবাধ্য হ'বো মা!

চন্দ্রাবতী। অবাধ্য পুত্রই তো এখন আমি চাই!

কমল। কিন্তু এই অবাধ্য পুত্র তোমার জন্য প্রাণ বলি দেবে মা! আর ভায়ের জন্য তার শিয়রে অস্ত্রধারী রক্ষক! আমায় ক্ষমা কর—

[প্রস্থান।

চন্দ্রাবতী। ডুবে গেছে—ডুবে গেছে গভীর চক্রান্তে
জগতের যাহা কিছু সমুদায়!
স্বার্থ নিয়ে খেলা!
স্বার্থ ধরে আশার আলোক,
স্বার্থ শেষে গলা টিপে চরণে দলিত করে!
স্বার্থ হ'তে ছিনায়ে এনেছি তাই রাজসিংহাসন,
আমি—আমি তার পূজারিণী, আমিই রক্ষিণী!

গীতকণ্ঠে রঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

রঙ্গিনীগণ।—

গীত।

পূজারিণী হ'য়ে তোমার আরতি করি।
সঙ্গীতে সুর ছন্দে চারু নর্ত্তণে মনোহারী।
মোরা উষার কিরণে সোণার বরণী ঝরা ফুল,
হাওয়ায় দোলায় দোল খেয়েছি কানের রূপালী দুল,
শিশির বিলাসে গন্ধে আসি বরণে আগুসারি।
সাজ ফুলের বেশে যদি পরাণ হাসে,
আনন্দতরঙ্গে চল না মিশে
আবার পুলকে রঙ্গে সাথে চলিব সারি সারি।

চন্দ্রাবতী। এ তোদের মাল্যবরণ, কিম্বা আমার রাণীত্বের উপর পরিহাস-অগ্নিবর্ষণ? এ রাণীত্ব দেখাবো আমার প্রজামণ্ডলীকে, যারা যথার্থ আমায় মা ব'লে তাদের নয়নাশ্রু উপঢৌকন দেবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কারাগৃহ।

উৎকল ও গোরক্ষনাথ।

উৎকল। ভেঙ্গে ফেল—ভেঙ্গে ফেল গোরক্ষনাথ এই লৌহ-কারাগার! নইলে সর্ব্বনাশের চিত্র দেখ্‌বার আর অধিক বিলম্ব নেই!

গোরক্ষ। সময় হয় নি রাজা—সাধনা হয় নি এই লৌহ-কারাগার ভাঙ্গবার! ভাব্‌ছ তোমার রাজদণ্ড পরিচালনা, খুঁজে বেড়াচ্ছ মন্ত্রীর মন্ত্রণা, চিন্তা কর্‌ছো দারুণ ষড়যন্ত্রের করাল কবল থেকে রাজ্যরক্ষার উপায়? সে চিন্তায় হবে না; সিংহাসনের পাশ থেকে বিদ্রোহ-অস্ত্র সরিয়ে দিতে অলক্ষিতভাবে সাধনা কর্‌তে হবে তাঁর—যিনি মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহমূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠ পরিত্যাগ ক'রে অস্ত্রধারণ ক'রেছিলেন ভক্তরক্ষায়; নতুবা উষ্ণ অশ্রুজলে জীবন পর্য্যন্ত লৌহশৃঙ্খল কলঙ্কিত কর্‌তে হবে!

উৎকল। পীড়নে নির্য্যাতনে ভগবানের উপরে বিশ্বাস হারিয়ে ফেল্‌ছি গোরক্ষনাথ!

গোরক্ষ। না, কর্ত্তব্য হারালে চল্‌বে না! এ দৌর্ব্বল্য—ভীরুতা—কাপুরুষতা! এ কারা-সাম্রাজ্যে আমি তোমার পুরোহিত; তুমি যাজ্ঞিক—আমি হোতা! রাজনীতিবিশারদের দম্ভ ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে সমান পা ফেলে যাও—আমার সঙ্গে উঠে দাঁড়াও—আমার সঙ্গে সুর মিশিয়ে ঊর্দ্ধে ঐ বিরাট পুরুষের চরণতলে আত্মনিবেদনে সঙ্গীত-সুধা ঢেলে দাও! এইখানে ব'সে একটা মহাযজ্ঞ সম্পন্ন কর—ফল-লাভে বিলম্ব হবে না!

উৎকল। শুনেছ? বৎসর আজ হত্যাযজ্ঞের উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন কর্‌বে আমায় হত্যা ক'রে?

গোরক্ষ। শুনে রাখ, এখানে গোরক্ষনাথও আছে হত্যাযজ্ঞের আহুতিপাত্রে বিফলতার মন্ত্র প্রয়োগ কর্‌তে!

রক্তাক্তহস্তে অনঙ্গসিংহের প্রবেশ।

অনঙ্গ। হত্যাযজ্ঞের পূর্ণ ফল নিয়ে আমিও তাই কারাদ্বার খুলে দিয়েছি!

গোরক্ষ। কে? অনঙ্গসিংহ?

উৎকল। তোমার হাতে রক্ত কিসের?

অনঙ্গ। হত্যা করেছি বাধাদানকারী রক্ষীদের!

ছুরিহস্তে মহান্তীর প্রবেশ।

মহান্তী। কোথায়? কোন্ কারাগারে? আমার পিতা—আমার পিতা—

গোরক্ষ। কে, মহান্তী? তুমি এখানে? পালাও—পালাও—আত্ম রক্ষা কর! এখানে তোমার সম্মুখ বিপদ!

অনঙ্গ। বিপদের মেঘ অপসারিত কর্‌তে অস্ত্রের খেলা আরম্ভ হ'য়ে গেছে ব্রাহ্মণ! রক্তের আস্বাদ পেয়ে এ অস্ত্র আজ ক্ষান্ত! কারো সাধ্য নেই, এ অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে! আসুন মহারাজ, আপনাকে শৃঙ্খলমুক্ত করি! [মুক্তিদানে উদ্যত]

একটী করঙ্কহস্তে বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। না—না, তুমি নও—এ ভার ভগবানের!

অনঙ্গ। না—না, ভগবান আসিবে না!
নিয়তির ভীষণ সংগ্রামে,
পীড়িতের আর্ত্তনাদে মানুষ জেগেছে আগে
মনুষ্যত্ব দেখাতে তাহার!
ভগবান আসেন যদ্যপি,
চক্রহাতে আসিবেন তিনি
পাপ দেহ তব খণ্ড খণ্ড করি
ফেলে দিতে শৃগাল-কুক্কুরমুখে!

বৎসর। মম চক্রে ঘুরে যাবে
বিধাতার ভীষণ অমোঘ চক্র!

গোরক্ষ। ওঃ, বৎসর! বিধাতার মহাসৃষ্টি
মানবত্ব পেয়ে, নাস্তিকতা ল'য়ে
কত নীচতায় নেমে গেছ কত নিম্নস্তরে?
পুণ্যভাগে থাকে ভগবান!
তব দত্ত পাপফল নিতে—
প্রত্যেকটী কার্য্যের লাগি
আসিবে না সম্মুখে তোমার!

এখনো সতর্ক হও!
অস্তিত্বে তাঁহার করিয়া বিশ্বাস
খুলে দাও হাতের বাঁধন,
নহে সৌম্যমূর্ত্তি দেবতা আমার
রক্তপায়ী মূর্ত্তি ধরি আসিলে সম্মুখে,
সেই দণ্ডে পাপ মুণ্ড তব দেহচ্যুত করি
রক্ত গন্ধে ভেজা—রক্ত পুষ্প সম
পাদপদ্মে তাঁর অঞ্জলি অর্পিব।
তখন—তখন রে বৎসর—

মহান্তী। এই ছুরি বক্ষে তব
আমূল বসায়ে দিব!
বল, কোথা মম বৃদ্ধ পিতা?

বৎসর। বলিব না—
উপরন্তু তোমারেও বাঁধিয়া রাখিব
সম্পদের ছায়াতলে রাজপুরীমাঝে,
যতটুকু পারি
আত্মীয়তা-ডোরে করিয়া বন্ধন!

মহান্তী। এখনো সতর্ক হও!

বৎসর। প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা অবশ্য পালিব।

গোরক্ষ। বৎসর!

বৎসর। বন্দী আছ—বন্দী রহ—
একমনে ডাক নারায়ণে।
বুঝিবে না এ হেন তত্ত্ব!
অনঙ্গ! বালিকায় ত্বরায় বন্দী কর!

অনঙ্গ। আমি ?

বৎসর। হ্যাঁ—হ্যাঁ, তুমি—পুরস্কার পাবে !

অনঙ্গ। পদাঘাত সেই পুরস্কারে !

বৎসর। এই দেখ সেই পুরস্কার—একটী করঙ্ক !
এ করঙ্কে আছে রত্নধন,
কিম্বা খুঁজিলে পাইতে পার
তোমাদের প্রভু নারায়ণ !

অনঙ্গ। করঙ্ক ? ও কার ? বহু অতীতের কথা,
ও করঙ্ক পিতার আমার—

মহান্তী। না—না, আমার পিতার।

বৎসর। এক পিতা তবে তোমা দোঁহাকার ?

অনঙ্গ। না—না, আমার—আমার !

মহান্তী। না—না, আমার—আমার !
চুরি ক'রে নিয়ে ছিলে তুমি
পালানো কেউটের সে খোলা ঝাঁপি হ'তে,
মন্দিরে যেদিন করিনু প্রবেশ,
তোমাদের সনে সেই
যে দিন প্রথম সাক্ষাৎ মম !

বৎসর। জানে সেই বৃদ্ধ যাদুকর !
অনঙ্গসিংহ ! ল'য়ে এসো বৃদ্ধ সে জালন্ধরে !

[অনঙ্গসিংহের প্রস্থান ।

নিরুপায়—নিরুপায় সাপুড়ের মেয়ে !
বাধ্য তুমি বন্দিনী হইতে রাজপুরীমাঝে ;
অতি চমৎকার পরাবো বন্ধন !

গোরক্ষ। কি কর—কি কর বৎসর?
পৈশাচিক আচরণে তব ধর্ম্ম লুপ্ত হবে।

বৎসর। অধার্ম্মিকে নাহি দাও ধর্ম্মজ্ঞান!
প্রতিজ্ঞা আমার—মহান্তী সুন্দরী
বন্দী করি রেখে দিব রাজপুরীমাঝে,
তোমারি সম্মুখে নিষ্পত্তি হইবে তার!

গোরক্ষ। নীচাশয়! শৃঙ্খলিত করিয়া আমায়,
আমারি সম্মুখে
অনূঢ়া এ অবলার প্রতি করি অত্যাচার,
দিয়ে ঘৃণ্য শক্তি-পরিচয়
ভাবিয়াছ যথারীতি পাবে অব্যাহতি?
না—না, মহানর্থ ঘটিবে নিশ্চয়!
ধর্ম্ম আছে—আছেন দেবতা—
আছেন সে পরিত্রাতা দেব নারায়ণ!

বৎসর। অবলা রক্ষিতে আসিবে তো সম্মুখে আমার?
কই দেখি, নহে কোথা মুক্তি অবলার?

[মহান্তীকে ধরিবার চেষ্টা]

গোরক্ষ। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও লম্পট বৎসর
পৈশাচিক ঘৃণ্য কার্য্য হ'তে!

মহান্তী। ভগবান—ভগবান!

বৎসর। আসিবে না ভগবান—

গোরক্ষ। [শৃঙ্খল ছিঁড়িবার চেষ্টা।]

উৎকল। নারায়ণ—নারায়ণ! চাহি না জীবন—
চাহি না এ দৃষ্টিশক্তি! তোমার মঙ্গল মূর্ত্তি

দেখা যদি না হ'লো জীবনে,
আর্ত্তপরিত্রাণে নাহি যদি জাগ তুমি প্রভু,
তবে কেড়ে নাও হীন এই অবজ্ঞার প্রাণ!
অশুভ আগুনভরা মরীচিকা লক্ষ্য করি
অবিশ্রান্ত ছুটিতে ছুটিতে পরিশ্রান্ত আমি;
পারি না সহিতে আর মিথ্যার যাতনা,
পারি না দেখিতে আর দস্যুর তাড়না!

মহান্তী। না—না, রক্ষা কর—রক্ষা কর মোরে!

বৎসর। কে রক্ষিবে?

[মহান্তীর হাত ধরিবার চেষ্টা]

গোরক্ষ। ভগবান! সত্য সে কি নাই?
মহামন্ত্র সার দিয়ে জীবনের পদ্মতরুমূলে,
কর্ষণে কর্ষণে নীরস অন্তরে
ঢেলে দিয়ে সঞ্চিত নয়নজল
ক্ষুধায় ক্ষুধিত আমি—
পিপাসায় শুখাইয়া মরি,
সে কি শুধু প্রকৃতির রাক্ষসী মায়ার লাগি?
দৃষ্টি বদ্ধ, গতি রুদ্ধ,
উল্কা-আকর্ষণে আকুল অস্থির—
এই কি সাধনা মম?
না—না, সহিব না আমি!
সত্য যদি আজীবন ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকি
দিয়ে থাকি এতটুকু গঙ্গাজল নিবেদন,
তবে ওগো দেবতা আমার!

ক্ষুদ্র বক্ষে দাও তব ভীষণ অনন্ত শক্তি,
এনে দাও মহাবজ্র হাতে,
বিশ্বনাশী শক্তি দিয়ে
ছিঁড়ে দাও হাতের বাঁধন,
করুণার হিরণ্ময়ী ছবি রমণীর পরিত্রাণে
শক্তি দাও—শক্তি দাও প্রভু জনার্দ্দন !

[শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেলিল।]

অস্ত্র দাও—অস্ত্র দাও কে আছ কোথায় !
রক্তস্রোতে ভাসাবো মেদিনী—

তরবারিহস্তে পাতঞ্জলের প্রবেশ।

পাতঞ্জল। অস্ত্র আছে—অস্ত্র আছে ; এই অস্ত্রে
বসুধার বুকে ঢেলে দাও তৃষার শোণিত !

[গোরক্ষনাথকে অস্ত্র দিল।]

বৎসর। পুরোহিত ! পুরোহিত !
নারায়ণে পার না আনিতে,
আনিয়াছ অস্ত্র ? ভাল,
নারায়ণ দেখিবার আশে
আত্মরক্ষা হেতু ধরিলাম অস্ত্র !

[গোরক্ষনাথের সহিত বৎসরের যুদ্ধ ও উৎকল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।]

উৎকল। সংসার বাহিরে যেন সবাই মেতেছে রণে !
আমি শুধু রহিব পড়িয়া কারাগারে
দূর হ'তে মর্ম্মঘাতী কোলাহল শুনি !

ওগো ভগবান!
বন্দী—বন্দী আমি,
জান কি—দেখ কি নয়নে?

ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। ভগবান—ভগবান ক'রে আকুল হ'লে কি হবে? ভগবান তোমার ডাক শুন্‌তে পেলে তবে তো আস্‌বে? আমি এই কাছেই ছিলুম—শুন্‌তে পেলুম; কেউ এখানে নেই দেখে তোমার বাঁধন খুলে দিতে এসেছি। তারা সবাই যুদ্ধে মত্ত! এসো—তাড়াতাড়ি তোমার বাঁধন খুলে দিই!

উৎকল। তুমি আমায় বাঁধন খুলে দেবে? এই কারাগারের আশে-পাশে তুমি খেলা কর্‌ছিলে? তবু মনে হয়, বুঝি ভগবানের মতই তুমি আমার হাতের বাঁধন খুলে দিতে এসেছ!

নারায়ণ। ছিঃ! ও কথা বল্‌তে নেই, আমার পাপ হবে।

গীত।

আমি সরল মনে এসেছি গো বাঁধন খুলিতে।
মনের যদি বাঁধন থাকে, আল্‌গা হ'লে বাঁধন দিতে॥
মনের মতন বাঁধন হ'লে কঠিন ক'রে বাঁধি,
মনে প্রাণে অমিল হ'লে সেই বাঁধনে বাদী,
নকল বাঁধন ঘুচিয়ে বাঁধি আসল বাঁধন চারি ভিতে॥

[এই গানের মধ্যে উৎকলের বন্ধন খুলিয়া দিল ও গীতান্তে উভয়ের প্রস্থান।]

তৃতীয় দৃশ্য।

মাণিকচাঁদের বাড়ী।

চঞ্চলা ও মাণিকচাঁদ।

মাণিক। তারপর—তারপর ?

চঞ্চলা। তারপর আর কি! ভেতরে ভেতরে মন্থরার কাজ ক'রে আগুন জ্বেলে দিলুম। বড়গিন্নী, ছোটগিন্নী দু'জনেই শক্ত, আগুন কি লাগ্‌তে চায়! কত দেবতার দ্বোর ধ'রে তবে ঘরে ঘরে আগুন জ্বেলেছি! বড়গিন্নী যা হোক্ একমুঠো সোনা-দানা দিলে, ছোটগিন্নীর কাছে কিন্তু ধরা প'ড়ে গেছি—আগুনখাগীর মত খালি ঝাঁটা মারতে আসে! বড়গিন্নীকে তো হাত করেছি; ছোটগিন্নী মন্থরা বল্‌লে তো বড় ব'য়েই গেল!

মাণিক। এখন তা হ'লে একহাতে তালি বাজ্‌ছে?

চঞ্চলা। তা বাজ্‌ছে, কিন্তু তাতে মজা হ'লো কই? দু'হাতে তালি বাজ্‌লে তবে তো আদায় হবে কিছু! ছোটগিন্নী বলে কি জানো? বলে বাড়ী ঘর ছেড়ে উঠে যাও—দেশ ছেড়ে চ'লে যাও—তোমার কর্ত্তাকে ব'লে দিও, ছোট রাজার সঙ্গে মেলামেশা চল্‌বে না! মুখ কি—কথায় কথায় বলে বৃত্তি বন্ধ ক'রে দেবে!

মাণিক। বলেছে না কি? তবে নিশ্চয় বন্ধ করবে! তবে ছোটরাজা থাক্‌তে সে ভয় করি না। তাঁর বড় বড় কাজ আমি নইলে চলেই না! সেই মহান্তী ব'লে সাপুড়ের মেয়েটাকে ধ'রে আন্‌বার কি রকম পাকা বন্দোবস্ত ক'রে দিয়েছি—

চঞ্চলা। খুব বন্দোবস্ত করেছ! তার বদলে নিয়ে এলো তার বুড়ো বাপটাকে ধ'রে!

মাণিক। তা বুঝি জান না—মহান্তীও বাপ বাপ ব'লে আপনি ধরা দিয়েছে!

চঞ্চলা। ধর্‌লে কে? তোমার বিদ্যে বুদ্ধি-জানা গেছে! একদিন কানমলা খেয়েই তোমাকে আর তার কাছে এগুতে হ'চ্ছে না!

মাণিক। কানমলা খেয়েছি কে বল্‌লে? কানের ভেতর একটা মাকড়সার জাল হয়েছিল, সেটাকে পরিষ্কার করাচ্ছিলুম্—কান দেখাচ্ছিলুম!

চঞ্চলা। মাকড়সার জালই হোক্ আর বাঘের বাসাই হোক্, সেখানে সেই বনের ভেতর সাপের আড্ডায় কি করতে গেলে? এখানে মাকড়সার জালের ব্যবস্থা হ'তো না? আমি কি মরেছি?

মাণিক। বালাই! ষাট্—ষাট্! তুমি ম'লে আমায় যে বোম্ ভোলনাথ হ'য়ে একবারে অনাথ ভিখিরীর মত তোমায় কাঁধে নিয়ে যেখানে সেখানে ঘুরে ঘুরে আবার গোটাকতক পীঠস্থাপন করতে হয়! তোমার কল্যাণে আমার সংসার-দুর্গে কোন কাক চিল প্রবেশ করতে পারে না—তোমার শতমুখীর সপ্‌সপানিতে দেশের যত লাঠি তলোয়ার গদা বল্লম সব লজ্জাবতী লতা হ'য়ে প'ড়ে আছে।

চঞ্চলা। বলি হ'চ্ছে কি? রসিকতা হ'চ্ছে না টিপ্পনী কাটা হ'চ্ছে? আসল কথায় উত্তর দাও! বলি আমি তো এই ক'দিন একমুঠো সোনা রাজকার করলুম, তুমি কি কর্‌লে বল তো?

মাণিক। কি আর করবো—বাজার বড়ই মন্দা! খোসামোদ জিনিষটার আজ কাল আর তেমন আদর নেই! আগে ছিল, খোসামোদের ঠ্যালায় বড় বড় বোকচণ্ডী দাঁত বার ক'রে ডিগ্‌বাজী খেতো

আর মুঠো মুঠো সোনা দান করতো! ছোট রাজা ঐ মুখেই মাণিকচাঁদ মাণিকচাঁদ করে! আমি আজ্ঞে হ্যাঁ আজ্ঞে না ক'রে হাত কচ্‌লে কচ্‌লে তেঁতো ক'রে ফেলি, তবু একটা দেঁতো হাসি হাসে না। পুরস্কার চাইলে কেবল চোখ ঘুরিয়ে পিঠ চাপড়ায়!

চঞ্চলা। ওঃ, পড়্‌তো একবার আমার পাল্লায়, দেখিয়ে দিতুম আদায় কি ক'রে করতে হয়! তাও তো শুনতে পাই অনেক দিয়েছে —যথেষ্ট দিয়েছে! মঙ্গল ঠাকুরপোর মুখে শুনলুম, তুমি না কি সর্ব্বস্ব সেই সাপুড়ের মেয়েকে গিয়ে দিয়ে আস?

মাণিক। মঙ্গলটা এই কথা বলেছে না কি? সেটা সর্ব্বনেশে লোক চঞ্চলা! তুমি আমি রাজবাড়ী যাই মন্থরার কাজ করতে, আর মঙ্গলটাও এখানে আসে মন্থরা সেজে। সত্যি বল্‌ছি—তোমার দিব্বি, একটা কাণা কড়ি যদি কাউকে দিয়ে থাকি! এ সব মঙ্গলের ধাপ্পা!

চঞ্চলা। মঙ্গল ঠাকুরপো মিছে কথা বল্‌লে? যে মেয়ে মানুষের হাতের কানমলা খেতে পারে, সে সব করতে পারে! যে বাইরে গিয়ে দশটা গোলা লোকের গালাগালি খেতে পারে, সে সব করতে পারে!

মাণিক। ওঃ, তোমারও খাতির খুব! পাড়াশুদ্ধ লোক কেবল ঝ্যাঁটা মারতে বাকি রাখে। এর কথা তাকে—তার কথা ওকে—এর ঘর ভাড়্‌ছো—ওর দোর ভাড়্‌ছো! তুমি ঘরেও মন্থরা, বাইরেও মন্থরা!

চঞ্চলা। তুমি কালনেমী—কালনেমী—

মাণিক। তুমি তাড়কা রাক্ষসী—সূর্পনখা—

মঙ্গলের প্রবেশ।

মঙ্গল। ওরে সর্ব্বনাশ! এ যে রাম রাবণের যুদ্ধ দেখ্‌ছি!

মাণিক। হ্যাঁ, আমি রাবণ—তোকে বধ করবো।

মঙ্গল। এই সেরেছে! বউদিদি! তোমার রাবণকে ব'লে দাও, আমি রামচন্দ্র নই—আমি রামদাস মহাশয়—খুব সদালাপী ও মিষ্টভাষী।

মাণিক। খুব সদালাপী মিষ্টভাষী! আমার নামে বদ্‌নাম দিয়েছিস্ কেন? মেরে কেটে পুতে ফেল্‌বো জানিস্?

মঙ্গল। আমি ভাই কিছুই জানি না!

চঞ্চলা। কি—হয়েছে কি? দোষ কর্‌লে তুমি, আর ভদ্দর লোকের ছেলেকে কেটে পুতে ফেল্‌বে? তুমি মনে করেছ কি? মনে মনে সাপুড়ের মেয়েকে ভাল না বাস্‌লে তার কাণমলা খেতে যাও? ঘর থাকৃতে যে পরের দ্বোরে যায়, দেশ শুদ্ধু লোক তার কান ম'লে দিলেও পাপের পেরাশ্চিত্তি হয় না!

মঙ্গল। দোবো না কি কানটা ম'লে, আমার হাত হু'টো নিস্‌পিস্ কর্‌ছে!

মাণিক। দেখ্ মঙ্গল! সন্ধ্যেবেলা কেলেঙ্কারী করিস্ নি বল্‌ছি—

মঙ্গল। যাক্ গে ও সব কথা! বউদিদি! খান কতক লুচি ভেজে দাও তো, বড় ক্ষিদে পেয়েছে!

মাণিক। ওঃ—লুচি খাবে! ভারি আস্বা যে? আমার বাড়ীতে ব'সে আমারই দাড়ী ওপ্‌ড়াচ্ছেন—আবার গরম গরম লুচি খাবে! রাবড়ি খাবে? কড়াপাকের সন্দেশ? মুড়িঘণ্ট? রুইমাছের ডিম? ঘোড়ার ডিম দেবে—মাথার বেহ্মতলায় শুপুরি বসিয়ে খালি হাতুড়িপেটা!

মঙ্গল। তা পিটুক্‌গে হাতুড়ি। বউদিদি! তুমি লুচি ভাজগে!

চঞ্চলা। শুধু লুচি? যে যে খাবারের নাম শুন্‌লে—সব খাওয়াবো, তার ওপর সরের নাড়ু আছে—ক্ষীরপুলি আছে—চাটনী আছে—ইয়ে আছে—তা আছে! আমি যোগাড় কর্‌ছি সব—

[প্রস্থান।

মাণিক। মঙ্গল! তৈরী হ’—হাতাহাতি হবে!

মঙ্গল। ওরে মাণিক রে—[কাঁদিয়া ফেলিল।]

মাণিক। এই—এই, কাঁদছিস্ যে? আমি তো এখনো গায়ে হাত ঠেকাই নি!

মঙ্গল। আমি নিতান্ত প্রকাণ্ড অভাগা রে! সেই মহান্তী—ছোট কর্ত্তা বল্‌লে তাকে বিয়ে কর্‌তে! সেজে গুজে, টোপর চেলি প’রে যেই গেছি, অমনি খ্যাক্-খ্যাক্ ক’রে কামড়াতে এলো! খালি বলে, মাণিকচাঁদ ছাড়া বিয়ে কর্‌বো না! ঐ ঘরে টোপর চেলি খুলে রেখে তোর কাছে মনের দুঃখে ভেউ-ভেউ করতে এলুম! মাণিক রে, তোর বরাত ভাল! বউদিদির সঙ্গে আর ঝগড়া করতে হবে না। যদি বিয়ে করিস্ তো ঐ ঘরে টোপর চেলি আছে, প’রে আয়! সাপুড়ের মেয়ে তোর জন্যে হাউ-হাউ ক’রে কাঁদ্‌ছে! শীগ্‌গির আমার সঙ্গে চল্!

মাণিক। মঙ্গল রে, পায়ের ধূলো দে! দূর হোক্ চঞ্চলা; আমি মহান্তীকে বিয়ে ক’রে চঞ্চলার দর্প চূর্ণ কর্‌বো! টোপর চেলি প’রে আসি—

[প্রস্থান।

মঙ্গল। মাণ্‌কে! যাবি কোথা তুই? তুই যা পেটুক, একখানা বাতাসা দিয়ে তোকে ইঁদুরকলে ফেল্‌বো! মানুষের লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু! মনে করেছ, সত্যি সত্যিই মহান্তী তোকে বিয়ে করতে চেয়েছে! আমি যে তোকে ছিপে গেঁথে মাছ ধরার খেয়াল মেটাতে সুতো ছেড়ে সুতো গুটিয়ে খেলা করছি, তা বুঝ্‌লি নি রে মাণ্‌কে?

চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। হ্যাঁ গো ঠাকুরপো! মুড়িঘণ্টর বদলে ঝিঙে দিয়ে ডাল রাঁধ্‌বো? মাছের মুড়ো তো নেই—ঝিঙে আছে!

মঙ্গল। ঝিঙে ঝিঙেই সই! খালি নূন ঝালটা যেন সমান হয়—যেন বারোয়ারীর রান্না রেঁধো না!

চঞ্চলা। আগে রাঁধি—আগে খাও! এ যে আমাদের শেখা রান্না! ভটচার্যিমশাই উচ্ছেভাতে খেয়ে বলেছিল, কি রান্নাই রেঁধেছিস্ মা! বুঝি যে বয়সে আছি, ঐ বয়েসেই থেকে গেলুম! জান ঠাকুরপো, একবার স্থক্তো রেঁধেছিলুম—

মঙ্গল। থাক্ বউদিদি! যত শুন্‌বো, ততই জিব দিয়ে জল ঝর্‌বে!

চঞ্চলা। তা ঝরুক্‌কে বাবু, আমি কি তোমার জন্যে এখন শুক্তো রাঁধ্‌তে বস্‌বো না কি? লুচি দিয়ে বুঝি স্থক্তো খায়? রাঁধুনীর এ রকম অপমান করলে আমি কিছুই রাঁধ্‌বো না বাছা!

মঙ্গল। না—না, তোমার যা ইচ্ছে তাই রাঁধ।

চঞ্চলা। হ্যাঁ ঠাকুরপো! আমাদের ইনি গেলেন কোথা?

মঙ্গল। রেগে চতুর্দ্দোলা ডাকৃতে গেছেন।

চঞ্চলা। চতুর্দ্দোলা কি হবে?

মঙ্গল। বাবুর রাগ হয়েছে, বিয়ে করতে যাবেন।

চঞ্চলা। কি করতে যাবেন?

মঙ্গল। আমার ওপর তম্বা ক'রো না বাপু! যে রকম মুখ চোখ পাকাচ্ছ, রীতিমত ভয় হয়। বলে চঞ্চলাকে দেখিয়ে দোবো, সাপুড়ের মেয়েকে বিয়ে করতে পারি কি না! বউদিদি! মাণকে যখন কাণমলা পরিপাক করেছে, তখন ও বিয়ে করবেই! তুমি একটু তক্কে তক্কে থেকো—আমিও দেখ্‌ছি কি করে! তুমি ততক্ষণ লুচি ভাজগে!

চঞ্চলা। লুচি ভাজ্‌বো কি, আমার পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছে! দিই তবে উনুনে জল ঢেলে—

[প্রস্থান।

মঙ্গল। না—না, লুচি ক'খানা ভেজে ফেল—লুচি ক'খানা ভেজে ফেল!

বরবেশে মাণিকচাঁদের প্রবেশ।

মাণিক। তা তুই উচিৎ কথাই বলেছিস্! আর আমার রাগ নেই, তুই যত পারিস্ লুচি খা! আমার নতুন ঘরে নতুন বিয়ে—তুই লুচি না খেলে লুচির জন্মই বৃথা!

মঙ্গল। এখানে বর সেজে লুচি লুচি কর্‌ছিস, বউদিদি দেখ্‌তে পেলে বিয়ে করা ঘুচিয়ে দেবে! [হঠাৎ মাণিকচাঁদের হাত ধরিয়া] ও বউদি! শীগ্‌গির এসো—মাণ্‌কে টোপর চেলী প'রে বিয়ে কর্‌তে যাচ্ছে! ধরেছি—ধরেছি—

মাণিক। বিশ্বাসঘাতক! ছাড়্—ছাড়্ বল্‌ছি—

মঙ্গল। বউদিদি! শীগ্‌গির একগাছা দড়ি আনো—

দড়িহস্তে চঞ্চলার প্রবেশ।

চঞ্চলা। সে আর বল্‌তে! [দড়ির দ্বারা হাত বাঁধিতে বাঁধিতে] এ দড়ি ছিঁড়লে তবে তো বিয়ে কর্‌তে যাবে! কি সাঙ্ঘাতিক সোয়ামী গো—আমার সাম্‌নে বলে বিয়ে কর্‌বো! এই দড়ি দিয়ে বাঁধ্‌লুম, কত বিয়ে কর্‌তে পার, কর তো দেখি! আ-হা-হা, বর সেজেছে—মাথায় টোপর—গলায় মালা—

মঙ্গল। দে মালা—বউদিদির গলায় দে, আমি পেছন ফিরে দাঁড়াচ্ছি—

চঞ্চলা। শীগ্‌গির দাও—

মাণিক। খুব আক্কেল তোমাদের! হাত বাঁধা রয়েছে, দেখ্‌তে পাচ্ছ না?

মঙ্গল। আর বউদি, তোমাকেও বলি! মালাছড়াটা তুমিই না হয় গলা থেকে খুলে নিলে! দড়িগাছটা আমায় দাও—

চঞ্চলা। তাই না তাই! ওদিকে উনুন জ্বল্‌ছে, মাথার ঠিক আছে? নীচু হও না! [মাণিকের গলা হইতে মালা খুলিয়া নিজের গলায় পরিল।]

মঙ্গল। বউদি! এইবার লুচি ভাজ গে—বরকে বাসরঘরে নিয়ে যাচ্ছি!

চঞ্চলা। ঘরে নিয়ে এসে একেবারে শেকল তুলে দাও—

[প্রস্থান।

মাণিক। ওঃ, মঙ্গল রে! এত বড় বিশ্বাসঘাতক পৃথিবীতে থাকে! দাঁড়া, এর একটা হেস্তনেস্ত কর্‌বোই—

মঙ্গল। বাসরঘর থেকে আগে বেরো, তবে তো!

[মাণিকচাঁদকে লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কারাগারের পথ।

জালন্ধর ও অনঙ্গ।

জালন্ধর। কই, কোথায় সে করঙ্ক, আমায় দেখ্‌তে দাও!

অনঙ্গ। করঙ্ক আমার হস্তগত নয়, শুধু চোখে দেখেই চিন্‌তে পেরেছি! বল, পেয়েছিলে কোন্ রূপোর করঙ্ক? তোমার কন্যা বলে তার পিতার করঙ্ক—

জালন্ধর। ও, বুঝ্‌তে পেরেছি; সে করঙ্ক আমিই তাকে দিয়েছিলুম।

অনঙ্গ। কিন্তু আমার মনে হয়, সে আমার পিতার করঙ্ক! বল বৃদ্ধ, তুমি পেয়েছিলে কোন্ রূপোর করঙ্ক? পুরস্কার হোক্, তস্কর-বৃত্তিতে হোক্, জান তার ইতিহাস? জান সেই করঙ্কের প্রকৃত অধিকারী কে ছিল?

জালন্ধর। এক ব্রাহ্মণ, নাম ছিল তার সারদ্বাজ!

অনঙ্গ। সারদ্বাজ?

জালন্ধর। তুমি সারদ্বাজকে চেন না কি?

অনঙ্গ। আমার পিতার নাম ছিল সারদ্বাজ। তারপর?

জালন্ধর। বন্যার জলে ভরা নদীতে তার নৌকাডুবি হয়েছিল, আমি তখন চরের ওপর দাঁড়িয়ে। জলের টানে নৌকা ছুটছিল তীরবেগে! প্রাণরক্ষার কি আর্ত্তনাদ সেই নৌকার ভিতর থেকে! চড়ায় আঘাত লেগে নৌকা উল্‌টে গেল। আধমরা সারদ্বাজকে পাওয়া গেল, আর তারই বুকের ওপর কাপড় জড়ানো একটা কচি মেয়ে!

কিন্তু তার স্ত্রী-পুত্রের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না! সারদ্বাজ সেই কচি মেয়েটী আর একটি করঙ্ক আমার হাতে দিয়েছিল; বলেছিল এতে আমার পুত্র-কন্যার আর পরিবারের কোষ্ঠিপত্র আছে। বলেছিল—পুত্রটীর সন্ধান ক'রো। তারপর মৃত্যু এসে তাকে গ্রাস করলে—বন্যার জল তার মৃতদেহ ভাসিয়ে নিয়ে গেল—আমি নিরুপায় হ'য়ে সেই কচি মেয়েটীকে বুকে ক'রে কুটীরে ফিরে এলুম। সেই ঐ বামুনের মেয়ে সাপুড়ের মেয়ে সেজে কথা কইতে শিখেছে। কই, সে করঙ্ক কোথা? আমি দেখ্‌লে চিন্‌তে পার্‌বো।

অনঙ্গ। হে বৃদ্ধ! দয়ালুহৃদয় প্রকৃত মানুষ! ও তোমার কন্যা নয়? সাপুড়ের মেয়ে নয়? তুমি শুধু প্রতিপালন ক'রে পিতৃস্থান অধিকার করেছ?

জালন্ধর। হ্যাঁ রাজপুরুষ! তাকে এতটুকু বেলা থেকে আমি মানুষ করেছি। যত বড় হ'চ্ছে, ততই আমায় মায়ায় বাঁধ্‌ছে। এমন দিন গেছে, আমি নিজে না খেয়ে ওর মুখে আহার্য্য তুলে দিয়েছি! যদি ওর ভাইটীকেও পেতুম, তা হ'লে তাকেও মানুষ কর্‌তুম!

অনঙ্গ। ওগো মহামানব, ভগ্নীর সে ভাই আজ তোমার সম্মুখে! তাকে তুমি প্রতিপালন কর নি সত্য, কিন্তু তার ভগ্নীকে প্রতিপালন ক'রে তার জীবনে অনন্ত ক্ষীরধারা ঢেলে দিয়েছ! তার তৃপ্তির কৃতজ্ঞতা জানাতে এসো বৃদ্ধ, তোমার দেবত্বের পরশরেখা আমার বক্ষে অঙ্কিত ক'রে নিই! [উভয়ের আলিঙ্গন]

জালন্ধর। তুমি? তুমি সেই সারদ্বাজের পুত্র? আমার মহাস্তীর ভাই? আমি স্থবির অশক্ত, এইবার তুমি তার সকল ভার গ্রহণ কর মহান্—আমার মুক্তি দাও! ভগবান! অদ্ভুত তোমার লীলারহস্য!

করঙ্কহস্তে বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। না, এ ভগবানের লীলা-রহস্য নয়; এ আমার লীলা-রহস্য! এ করঙ্কের মধ্যে তোমাদের অরূপ রতন ব্রহ্ম ভগবান বর্ত্তমান!

জালন্ধর। হ্যাঁ, ঐ করঙ্ক—

অনঙ্গ। প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে, ও করঙ্ক আমার পিতার—

বৎসর। কিন্তু আজ আমার হস্তগত—

মহান্তীর প্রবেশ।

মহান্তী। চুরি করেছ তুমি ঝাঁপির ভিতর থেকে! তুমি চোর!

জালন্ধর। মহান্তী! মহান্তী!

মহান্তী। বাবা—বাবা! তোমাকে এরা বেঁধে রেখেছে—এরা দস্যু!

জালন্ধর। এইবার তোকেও বাঁধবে মা তোর ওপর সত্যের দাবী নিয়ে! এরা চোর নয়, চোর আমি; আমিই এতদিন তোকে চুরি ক'রে লুকিয়ে রেখেছিলুম!

মহান্তী। কে বল্‌লে?

বৎসর। আমি বল্‌ছি! তুমি জালন্ধরের কন্যা নও—তোমার পিতা মৃত—তুমি ব্রাহ্মণকন্যা—সাপুড়ের ঘরে প্রতিপালিতা!

অনঙ্গ। মহান্তী—মহান্তী! তুই আমার ভগ্নী—এই করঙ্কের নিদর্শনে জালন্ধরের প্রমাণ বাক্যে! কাছে আয় বোন্ তোকে আশীর্ব্বাদ করি!

মহান্তী। দাদা—দাদা! [পদতলে পড়িল।]

বৎসর। নাও, এই করঙ্ক দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর! [অনঙ্গসিংহের হাতে করঙ্ক দিল।] বৃদ্ধ জালন্ধর! মুক্ত তুমি—তোমাকে এই জন্যই

প্রয়োজন হ'য়েছিল; বন্ধন করেছিলাম শাস্তি দিতে নয়, মুক্তি দিতে!
[শৃঙ্খল খুলিয়া দিল।]

জালন্ধর। রাজা! কৃতজ্ঞতায় তোমার পায়ের তলায় মাথাটা নুয়ে পড়ছে! ভগবান তোমার—

বৎসর। স্তব্ধ হও; তোমার মঙ্গল কামনা আমি শুন্‌তে চাই না—আমি সেই প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি ভগবানের মঙ্গল কীর্ত্তি! যাও—যাও আমার সামনে থেকে, নতুবা আমি বাধ্য হবো তোমায় আবার বন্দী কর্‌তে!

জালন্ধর। মহান্তী! যাবি না?

বৎসর। না।

মহান্তী। বাবা—বাবা—

বৎসর। স্থির হও; সে অরণ্যে তোমার বাবার প্রয়োজন হবে না।

জালন্ধর। চুরি করা সামগ্রী তুই—আমার নয়, তাই ছিনিয়ে নিলে। মহান্তী! আমি আবার আস্‌বো—তোকে না দেখে আমি বাঁচ্‌বো না। ওরে! বিশ্বের দুয়ারে আজ তুই বামুনের মেয়ে, কিন্তু আমার কাছে তুই সাপুড়ের মেয়ে—এই গরীবের মেয়ে—তার আঁধার ঘরের আলো—
[প্রস্থান।

মহান্তী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমি সাপুড়ের মেয়ে। বাবা—বাবা—
[প্রস্থানোদ্যতা]

অনঙ্গ। ভগ্নী! তোর দাদার মুখের দিকে চা! ওরে, কেউ নাই আমার এ সংসারে—

উৎকলের প্রবেশ।

উৎকল। অনঙ্গসিংহ! আমার আশ্রিত তুমি—সহস্র শত্রুতার মাঝখানে আমি আছি তোমার শুভাশুভ লক্ষ্য কর্‌তে! আক্ষেপ কিসের?

অনঙ্গ। রাজা—রাজা—[পদতলে উপবেশন।]

বৎসর। কে রাজা ? আমার উন্মাদ অগ্রজকে মুক্তিদান কর্‌লে কে ?

উৎকল। বুঝি ভগবানই এসেছিল বৎসর! কারাগারের লৌহ-দ্বার গলিয়ে, হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে বুঝি তিনিই আমায় মুক্তি দান করেছেন! যদি আবার আমায় বাঁধ্‌তে চাও ভাই, নাও—এই দুর্ব্বল হস্ত তোমার সম্মুখে ধ'রে দিচ্ছি, আরো কঠিন শৃঙ্খলে বন্দী কর!

বৎসর। অনঙ্গসিংহ! আজ আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাবার তোমার সুযোগ এসেছে! এখনো ঐ করঙ্ক তোমার হাতে—এখনো তোমার ভগ্নী তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে! তোমার এই শান্তির মুহূর্ত্তে তুমি নিজের হাতে বন্দী কর আমার অগ্রজকে!

অনঙ্গ। কৃতজ্ঞতা দেখানো হ'লো না মহান্‌! এ করঙ্ক দানের কৃতজ্ঞতা দেখাতে আমি অন্নদাতার শিরে কুঠারঘাত কর্‌তে পারবো না! অন্নের ঋণ পরিশোধ কর্‌তে দেবভক্ত রাজার মণিবন্ধে শৃঙ্খল পরাবার শক্তি আমার নেই! ফিরিয়ে নাও এই করঙ্ক! ফিরে যা ভগ্নী বনবাসে সেই বৃদ্ধ জালন্ধরের আশ্রয়ে! মানুষের এই সংসার হ'তে সাপের সংসার অনেক সুখের।

উৎকল। সেই ভাল মা! চল্‌—আমিও যাই, সেই সাপের সংসারে বাস কর্‌বো! এত গাম্ভীর্য্যের ভিতর আর বাস কর্‌তে পার্‌বো না! অশ্রুঘেরা সম্পদে আর প্রয়োজন নাই; সাপের সংসারে যদি কপট হাসিও পাই, সেও হবে অনন্ত সুখের! বিপর্য্যস্ত অন্তর আমার অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে! চল্‌—চল্‌, পালিয়ে চল্‌!

কমলের প্রবেশ।

কমল। কোথায় যাবে পিতা ? কালবৈশাখীর কালো মেঘ তোমার ভাগ্যাকাশ আচ্ছন্ন ক'রে থাকে, সরিয়ে দাও সে বিপদ-ঝঞ্ঝা!

শক্তি সহায় থাক্‌তে কেন প'ড়ে থাকবে তুমি নিতান্ত পঙ্গুর মত? কাদম্বিনীর অট্টহাসি, প্রকৃতির ভীষণ গর্জ্জন, অস্বাভাবিক এ অনিয়ম চূর্ণ কর্‌তে রাষ্ট্র-বিপ্লবের সৃষ্টি হ'লেও তোমার পক্ষে শত্রুবিমর্দ্দন তরবারির অভাব নেই!

উৎকল। না—না পুত্র, তার চেয়ে চল আমরা অন্ধকারে মুখ লুকাবো, তাতে হয় তো সংসার রক্ষা হবে! এ বড় ভীষণ স্থান!

কমল। এই ভীষণতার মধ্য থেকেই প্রাপ্য সৌন্দর্য্য আদায় ক'রে নিতে হবে পিতা!

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষ। না—না রাজা! সৌন্দর্য্য-মরীচিকা জল ব'লে ধর্‌তে চাও? সেই মিথ্যা জলের মাঝে পাবে সত্যিকারের আগুন।

কমল। ব্রাহ্মণ! তুমি বিনয়ে আগুন নেভাতে চাও, আমি চাই শাসন-অস্ত্রের তলায় তাকে চাপা দিতে।

গোরক্ষ। শাসনশক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছ; এখন দাঁড়িয়েছ অপঘাত মৃত্যুর তীরে। এখন জীবন রক্ষা কর অবিকল এই ব্রাহ্মণের বিনয়ে। রাজা! যতক্ষণ রাজ-অট্টালিকায় থাক্‌বে, ততক্ষণ মনে হবে তুমি রাজা! নর-ব্যাঘ্র তোমার শিয়রে—মানুষ তোমায় ঠকাচ্ছে! তার চেয়ে ত্যাগ দিয়ে শান্তি অর্জ্জন কর!

কমল। কাপুরুষের কথা! ইচ্ছাকৃত ত্যাগ আর শঙ্কিত অন্তরে ত্যাগ, প্রভেদ আছে! স্বেচ্ছায় দান, আর প্রাণের ভয়ে দান, তার পার্থক্য আছে! আমি বর্ত্তমান থাক্‌তে পিতাকে কাপুরুষতা অবলম্বন কর্‌তে দোবো না! শোনো পিতা! দেবতা আমার তুমি; তোমার সম্মুখে আমার এই অঙ্গীকার—লক্ষ লক্ষ নর-ব্যাঘ্রের আক্রমণ দলিত

ক'রে, বিপদের আবর্ত্তন থেকে উদ্ধার ক'রে আজিই এই অট্টালিকায় তোমায় সিংহাসনে বসাবো।

গোরক্ষ। পারবে না; বিপক্ষের দৃঢ়প্রাথিত লৌহস্তম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ না করলে আশার বস্তু করায়ত্ত হবে না! সে স্তম্ভ চূর্ণ করতে পারে কে? ঊর্দ্ধে নারায়ণ, আর মর্ত্ত্যে নরের সাধনা; সেই সাধনার আকর্ষণে মর্ত্ত্যে আজ প্রয়োজন জাগ্রত চতুর্ভুজ নারায়ণ মূর্ত্তি।

কমল। কে জাগাবে সে পরম মূর্ত্তি? সে শক্তি কই? সাধনার সে সুযোগ কই?

গোরক্ষ। আছে সেই শক্তি, আছে সেই সাধনা।

কমল। কই—কই সে সাধক মহাপুরুষ?

গোরক্ষ। আমি—আমি—এই ব্রাহ্মণ—সাগ্নিক আচারী এই দীন ব্রাহ্মণ!

বৎসর। তোমার ব্রাহ্মণত্বের বলে, তোমার ক্রিয়াচারে পার সেই রূপসাধনা সম্পন্ন করতে?

গোরক্ষ। পারি—পারি! ব্রহ্মজ্ঞানে জন্ম আমার; নীচ নাস্তিকতায় লগ্নমূর্ত্তির পূজা করতে নয়! জান হে মহান্! ব্রাহ্মণশিশু, তারও থাকে ব্রহ্মজ্ঞান! নীচতায় সহস্র প্রতিবন্ধকেও ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ; তারই শক্তি আছে রূপ-সাধনায় অরূপ রতনকে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল পর্য্যন্ত ভেদ ক'রে মূর্ত্তিমান্ ক'রে গড়ে তুলতে।

বৎসর। পার? তবে দেখাও সেই রূপ-সাধনার জীবন্ত বিগ্রহ নারায়ণ।

উৎকল। ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণ! দেখাও তোমার সাধনশক্তি! শত মত্ত মাতঙ্গের বিপত্তি শক্তি মহারিপু দলিত ক'রে সাধন-সংগ্রামে জয়ী হও তুমি বিশ্ববিজয়ী মহাপুরুষকে আকর্ষণ করতে!

কমল। যদি ব্রাহ্মণত্ব তোমার সত্য হয়, তবে বিজয়ী মহাপুরুষের মত শত বাধায় মূল উৎপাটন ক'রে সাধনার আনন্দে নৃত্য কর এই পৃথিবীর বুকে; ত্রস্ত হোক্ সর্ব্বগ্রাসী রিপুর দল!

অনঙ্গ। মহারাজ! লৌহ-কারাগার চূর্ণ-বিচূর্ণ—মণিবন্ধের কঠিন শৃঙ্খল ছিন্ন-ভিন্ন, নারায়ণের অস্তিত্বে এখনো সন্দেহ? লৌহদ্বার ভঙ্গ করেছে কে? সে আমি—নারায়ণের প্রেরণা। হাতের শৃঙ্খল খুলে দিয়েছে কে?

ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। সে আমি—সে নারায়ণের প্রেরণা!

বৎসর। [তরবারি উন্মুক্ত করিয়া] হাতের শৃঙ্খল খুলে দিয়েছ তুমি? তোমার মধ্যে নারায়ণের প্রেরণা? কই দেখি—

নারায়ণ। আগে আমায় ধর, তবে বুঝ্‌তে পার্‌বে—

[দ্রুত প্রস্থান।

বৎসর। শিশু বৃদ্ধ যুবক, সকলেই আত্মবলি দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ! চল সকলে উন্মাদ নর্ত্তনে! তোমাদের বলিদান হবে তোমাদেরই ধর্ম্মমন্দিরে।

[প্রস্থান।

উৎকল। অনঙ্গসিংহ! কমল! গোরক্ষনাথ! সঙ্গে এসো! শিশুর বিরুদ্ধে যেখানে অস্ত্র ওঠে, সেখানে জীবন-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে! পৃথিবী ক্ষত-বিক্ষত হ'তে চলেছে—রুধিরের সাজ পর্‌বে! আগে বাধা দাও—তোমাদেরই শক্তির উপর নির্ভর!

[প্রস্থান।

অনঙ্গ। গোরক্ষনাথ! কমল! কালভুজঙ্গকে দমন ক'রে আজ

তর্পণকার্য্য সমাধা কর্‌বো! হিংসায় হিংসা বিতরণ কর, তাতে পাপ নেই। আয় বোন্! তোর হাতেও একখানা অস্ত্র তুলে দোবো—আমার অন্ন-ঋণ পরিশোধ করতে তোকেও রণরঙ্গিণী সাজতে হবে!

[অনঙ্গসিংহ ও মহান্তীর প্রস্থান।

কমল। গোরক্ষনাথ! আমার শোকসন্তপ্ত পিতাকে বাঁচাতে হবে; তুমিও অস্ত্র ধর!

গোরক্ষ। স্থির হও! কর্ম্মভোগের শেষ না হ'লে অব্যাহতি নাই। রক্তপাতে ঈর্ষার কুচক্র দলিত হবে না। আমিও ভুল ক'রে অস্ত্র ধ'রেছিলুম; নরশক্তিতে বাধার সৃষ্টি হবে না, দেবশক্তির প্রয়োজন! ভেবে দেখ, আর্য্য-ঋষি তুল্য পিতা তোমার কেন আজ রাজ্যহারা? কেন তিনি সূর্য্যতাপে তাপিত নিত্যদগ্ধ বালুময় স্থানে নিপতিত? ভেবে দেখ, সহস্র বীরের সহায় বর্ত্তমানে কেন তার স্বর্ণমুকুট হস্তা স্তরিত?

কমল। সে বিচার কর্‌বার সময় নেই—

গোরক্ষ। তোমার পিতার শুভাশুভ প্রতিহত প্রভাবশালিনী নিয়তির হাতে! নিয়তি যদি অপঘাত মৃত্যু দেয়, তার গতিরোধ কর্‌বার শক্তি কারো নেই! তোমার পিতার মৃত্যুর কারণ তুমিও হ'তে পার—আমিও হ'তে পারি!

কমল। আমি চেষ্টা কর্‌বো না? শোকে তাপে পিতা আমার সংজ্ঞাশূন্য, আজ পীড়নে অস্থির, কঠোরের কুটিলতা-বিষে জর্জ্জরিত, কাপুরুষের মত তোমার মূর্খতার বিচার নিয়ে প'ড়ে থাক্‌বো? না—না, প'ড়ে থাকো তোমার উন্মত্ততা নিয়ে; পিতার যোগ্য সন্তান অসমর্থের পায়ে আত্মবলি দেয় না—

[দ্রুত প্রস্থান।

গোরক্ষ। ব্রাহ্মণত্ব—ব্রাহ্মণত্ব গৌরব আবার!
ভুল ক'রে অস্ত্র ধরা পাপ অহঙ্কার!
উচ্চকুলে জন্ম মম;
মূর্ত্তিমান জনার্দ্দনে বাঁধিয়া আনিব,
সে কি মিথ্যা?
রূপের-সাধনা দেখিবে জগত,
পরীক্ষা সম্মুখে মোর;
সংসার বাঁচিবে তায়। ওগো বিধি!
তব দত্ত শক্তিবলে পারিব না
স্বর্গ হ'তে নামাতে তোমারে
তোমার মাহাত্ম্য-চিত্র-প্রতিষ্ঠা করিতে?

অস্ত্রহস্তে গীতকণ্ঠে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের প্রবেশ।

সকলে।—

গীত।

পারিবে তুমি হে ব্রাহ্মণগৌরব রাখিতে।
অস্ত্র ধ'রেছি তোমার কারণ জয়ের নিশান তুলিতে।
আজীবন তব সাধনা এনেছে পুণ্য জাগরণ,
কীর্ত্তি তোমার কর্ম্ম তোমার বহিয়া বেড়ায় সমীরণ,
সুফল তাহার নয়নে তোমার ভাসিয়া উঠিবে মহীতে॥

গোরক্ষ। শিশু তোমরা—তোমরাও আজ অস্ত্রধারী? হাত ধর—নিয়ে চল আমায় উজল শ্যামল ক্ষেত্রে কর্ম্মের মাতনে যুগান্তর সৃষ্টির মানসে—তার প্রতিষ্ঠার পুণ্য পতাকামূলে!

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুবীথির মহল।

সুবীথি।

সুবীথি। চমৎকার সংসার! এখানে শুধু ঝড়ই বয়, আর সে ঝড়কে প্রবল করে সংসারের মানুষ—তাকে মরুভূমি করে সংসারের মানুষ। এখানকার শ্যাম-তৃণের সুন্দর অঙ্গনে সে যাবার সুযোগ পায় না। যে রাজত্ব করে, সেও একটা দাসত্ব নিয়ে বিচরণ করে। সংসারের আগুন তখন নিভে যায়—শান্তিভোগ কর্‌বার সময় থাকে না—জীবন-দীপও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হয়!

ছদ্মবেশী নারায়ণের প্রবেশ।

নারায়ণ। ও গো, আমি লুকুবো—আমায় ধর্‌তে আস্‌ছে—মহারাজ বৎসর আমায় কেটে ফেল্‌বে!

সুবীথি। সে কি?

নারায়ণ। হ্যাঁ, আমায় লুকিয়ে রাখ!

সুবীথি। কেন, কি করেছ তুমি?

নারায়ণ। বড় রাজাকে আমি কারাগারে গিয়ে লুকিয়ে হাতের শেকল খুলে দিয়ে মুক্তি দিয়েছি, তাই ছোট রাজা আমায় কাট্‌তে আস্‌ছে।

সুবীথি। তুমি কারাগারে গেলে কেন? হাতের বাঁধনই বা খুলে দিতে গেলে কেন?

নারায়ণ। দেখ্‌লুম কারাগারের দোর খোলা—দেখ্‌লুম কেউ নেই; রাজা কাঁদ্‌ছিল—কাকে ডাক্‌ছিল, আমি খেলা কর্‌তে দেখ্‌তে গেলুম—আমারও প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো; তাই ছুটে গিয়ে বাঁধন খুলে দিলুম! এখন কি হবে, কি ক'রে বাঁচবো?

সুবীথি। আমার ঘরে তোমার বাঁচা হবে না শিশু! যাও ঐখানে—ঐ বড়রাণীর গৃহে, ঐখানে লুকোও! আমার ঘরে চারিদিকে বিষ!

নারায়ণ। সেখানে যদি আমায় থাক্‌তে না দেয়?

সুবীথি। সেখানে তারা বুকে ক'রে লুকিয়ে রাখ্‌বে। এখানে বাঁচাতে পার্‌বো না তোমায়! এখানে তো স্থান নেই—বিষের বাতাস এখানে সকল গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে! পালাও—পালাও শিশু! ঐখানে যাও—ঐ গৃহে—

নারায়ণ। তাই যাই; কিন্তু ব'লে দিও না যেন আমি ঐখানে আছি!

[প্রস্থান।

সুবীথি। একি? শ্মশান সৃষ্টি কর্‌তে শিশুর রক্ত চাই? এতদূর হ'য়েছে? সংসার-বৈষম্যের তাণ্ডব নৃত্যের আর বাকি রইলো কি? ভগবান! আশ্চর্য্য তোমার মহিমা! এখনো আমার আশায় নিরাশ কর নি—এখনো বাঁচিয়ে রেখেছে!

নারায়ণ-মূর্ত্তিহস্তে পুষ্পার্ণর প্রবেশ।

পুষ্পার্ণ। মা! বাবা গুপ্ত গৃহে আমার এই নারায়ণ লুকিয়ে রেখেছিল, আমি চুরি ক'রে এনেছি—তুমি লুকিয়ে রাখ।

সুবীথি। কি হবে ও নারায়ণ? কেন একটা পুতুলকে বেশ-ভূষায় সাজিয়ে বুকে বুকে রেখে ঘুরে মরিস্?

পুষ্পার্ণ। তুমি দেখো মা, এই নারায়ণ কথা কইবে। এখনো ভাল পোষ মানে নি কি না! যখন কথা কইবে, তখন বাবাকে দেখাবো, এই দেখ আমার নারায়ণ কথা কইছে! বাবা বলে নারায়ণ পুতুলই থাকবে, কথা কইবে না! নারায়ণ ঠাকুর নয়—জগতে ভগবান নেই! হ্যাঁ মা, বাবা অমন কথা বলে কেন? বাবা বুঝি দাদুর মত ভক্ত নয়? জ্যাঠামশায়ের মত ভাল নয়?

সুবীথি। চুপ্ কর, ও কথা বল্‌তে নেই—

পুষ্পার্ণ। তুমি নারায়ণকে আগে লুকিয়ে রাখ; বাবা যদি দেখ্‌তে পায়, আবার কেড়ে নিয়ে যাবে—রাগ ক'রে ভেঙ্গে দেবে!

সুবীথি। তোমার নারায়ণকে বুকে রেখে ঐখানে লুকিয়ে চুপ্‌টী ক'রে শুয়ে থাক—আমি তোমায় লুকিয়ে রাখ্‌ছি বস্ত্রের অবরণে! শীগ্‌গির লুকোও—এখনি এসে পড়্‌বে! [পুষ্পার্ণ শয়ন করিল, সুবীথি একখানি বস্ত্রখণ্ড তাহার গাত্রে চাপা দিল।] মানুষকে দেখে মানুষ ভয় পায়, জীবনে এই প্রথম শিক্ষা পেলুম! আর সাহস হয় না কারো সাম্‌নে দাঁড়াতে! যারা বেশী আত্মীয়, তাদের দেখ্‌লে আরও ভয় হয়!

অস্ত্রহস্তে বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। কই, কোথা গেল?

সুবীথি। কে? কাকে খুঁজ্‌ছো?

বৎসর। তোমার সেই আদর পাওয়া ছেলেটি।

সুবীথি। কে, পুষ্পার্ণ?

বৎসর। না—না, দরিদ্রের ছেলে ব'লে প্রশ্রয় দিয়ে যাকে আজ আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছ!

সুবিথী। সে কি?

বৎসর। তার স্পর্দ্ধায় আমি শিউরে উঠেছি!

সুবীথি। কেন, কি করেছে?

বৎসর। কারাগারে প্রবেশ ক'রে আমার অগ্রজকে মুক্তিদান করেছে।

সুবীথি। খুব ছেলেমানুষ তো! তা হোক্, ভগবানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়েছে, তাতে তোমার আক্ষেপ কর্‌বার কিছু নেই!

বৎসর। স্তব্ধ হও! ক্ষিপ্ত সিংহের পরিহাস সহ্য কর্‌বার হৃদয় নেই।

সুবিথী। কি কর্‌বে?

বৎসর। আমার কথার উত্তর দাও; সেই বালককে দেখেছ?

সুবীথি। যদি বলি দেখেছি? যদি বলি, আমি তাকে লুকিয়ে রেখেছি?

বৎসর। আমার সাম্‌নে তাকে ধ'রে দাও!

সুবীথি। তাতে আমার লাভ?

বৎসর। তোমার লাভালাভ খতিয়ে দেখ্‌বার আমার অবসর নেই—আমার তাতে আশা চরিতার্থ হবে।

সুবীথি। কি আশা চরিতার্থ হবে?

বৎসর। তাকে হত্যা কর্‌বো!

সুবীথি। পরের ছেলেকে হত্যা কর্‌লে, তার বাপ-মা কাঁদ্‌বে না? দেশের সকলে তোমায় অভিশাপ দেবে না?

বৎসর। অভিশাপ আশীর্ব্বাদ আমি গ্রাহ্য করি না।

সুবীথি। তাকে আমি দেখি নি—জানি না—

বৎসর। তা হ'লে সন্ধান করতে হ'লো—[প্রস্থানোদ্যত]

সুবীথি। কোথা যাও?

বৎসর। তোমার দিদির মহলে ; সেইখানে হয় তো লুকিয়ে আছে!

সুবীথি। না—না, সেখানে নেই—সেখানে যেও না তোমার ওই ভয়াবহ মূর্ত্তি নিয়ে! হত্যাকার্য্যে বিরত হও—

বৎসর। যুক্তি রাখ—সত্য কথা বল!

সুবীথি। কি সত্য বল্‌বো? তুমি যে সত্য মান না—সত্য নিয়ে সংসার রক্ষা করতে পারলে না! তোমার পাপেরও সীমা নেই—তার প্রায়শ্চিত্তও নেই—

বৎসর। [দৃঢ়স্বরে] সুবীথি!

সুবীথি। কি, বল? না হয় আমাকেই হত্যা কর—

বৎলর। তথাপি বল্‌বে না?

সুবীথি। তুমি শিশুহত্যায় নিরস্ত হবে না?

বৎসর। না।

সুবীথি। তার জন্য অনুতাপ করতে হবে।

বৎসর। অনুতাপ কিসের?

সুবীথি। রক্তদর্শনে শিউরে উঠ্‌বে।

বৎসর। আমি দৃঢ়—অচঞ্চল।

সুবীথি। বালকের মুখে মৃত্যুর করুণ ছবি দেখে আতঙ্ক হবে না?

বৎসর। যে হত্যার অস্ত্র হাতে ধরে, আতঙ্ক তার কাছে উপকথার উপাখ্যান মাত্র—

সুবীথি। তাই যদি হয়, তবে ওই সেই বালক, বস্ত্রাবৃত—নিদ্রা যাচ্ছে! [নিদ্রিত পুষ্পার্ণের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।] অস্ত্রধারী মহাবীর! ঐ নিদ্রিত বালককে হত্যা কর—ঐ ভাবে! বস্ত্রাবরণ উন্মোচন

ক'রো না—হত্যা করতে পারবে না—হাতের অস্ত্র খ'সে পড়বে! নাও, হত্যা কর—

বৎসর। চমৎকার! এই অস্ত্রাঘাতে—[বস্ত্রাবৃত অবস্থায় পুষ্পার্ণর বুকে অস্ত্রাঘাত করিল।]

পুষ্পার্ণ। মা—মা—[মৃত্যু]

সুবীথি। ভগবান—ভগবান! প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত—

[মূর্চ্ছিতা হইল]

বৎসর। মরেছে! মরেছে! শিশুহত্যা প্রয়োজন ছিল—তাও সম্পন্ন হ'লো—! দেখি—দেখি একবার মৃত্যুযন্ত্রণার মুখখানা! [বস্ত্র উন্মোচন করিয়া] একি! পুষ্পার্ণ? এ কি সত্য? বজ্রাঘাত—বজ্রাঘাত! আমি পালাই—আমি পালাই—

[প্রস্থান।

সুবীথি। [মূর্চ্ছাভঙ্গ] পুষ্পার্ণ—পুষ্পার্ণ! এই যে, স্তব্ধ—চিরনিদ্রায় অভিভূত! শ্মশান-শোভা আমার গৃহে! আর জাগবে না—কথা কইবে না! বিলিয়ে দিতে হবে অগ্নির মুখে! না—না, আগে আমার দিদির পায়ের তলায় উৎসর্গ ক'রে দিই! অন্তর্দাহের যন্ত্রণায় সে চেয়েছিল পুষ্পার্ণর ছিন্নমুণ্ড; মৃত্যুদেহ তারই প্রাপ্য! চল্ পুষ্পার্ণ! এই ঘুমন্ত চোখে তোর জ্যাঠাইমার কোলে, আমার কোলে তোর আর স্থান নেই।

[পুষ্পার্ণকে লইয়া প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

তোরণদ্বার।

উৎকল ও চন্দ্রাবতী।

উৎকল। প’ড়ে থাক—প’ড়ে থাক সব ঘন অন্ধকারে!
অমানিশা মূর্ত্তি ধ’রি জীবন্ত অস্তিত্ব ল’য়ে,
অন্ধকার আলোড়ন
মানবের মানবত্ব মিশায়ে আঁধারে
ধ’রে থাক অনুজে আমার অন্তরঙ্গ করি!

চন্দ্রাবতী। এই ভাল,
জগতের সর্ব্ব প্রাণী করিবে বিচার
সংসারের পাপ পুণ্য যত!
উচ্চ লোভ সংসারের অনর্থ ঘটায়,
এ কি সত্য কথা?

কমলের প্রবেশ।

কমল। মা! মা! কোথা যাও?
পিতা! অনাচারী মহাপাপী জনে
নাহি করি শাস্তিদান,
কোথা যাও?

উৎকল। কুটীল কালের স্রোতে চলেছি ভাসিয়া।
ওরে পুত্র, তোমারেও ভাসিতে হইবে
অপরাধী হ’য়ে সেই মহাস্রোতে!

অবাধ্য না হও, ফেলে দাও অস্ত্র—
নত শিরে ভিক্ষাপাত্র ধর করে !

কমল। না—না পিতা, শত্রুনাশ প্রতিজ্ঞা আমার !
ভিক্ষাপাত্র নিতে যদি হয়,
রাখিয়া যাব না পিতা অরাতির শেষ !
অস্ত্রমুখে তুলে দিব সব—
এতটুকু চিহ্ন রাখিব না !

উৎকল। কমল—কমল !

কমল। অবাধ্য সন্তান আমি তব !
তোমা হেন মহাত্মার পুণ্যের আসন
তস্করের হাতে ছেড়ে দেওয়া অধর্ম্ম আমার।
ক্ষণেক অপেক্ষা কর পিতা !
এনে দিই দুরাত্মা পিতৃব্যে সম্মুখে তোমার,
অন্তরের তৃপ্তি হেতু তব
এই অস্ত্রাঘাতে বিদারিয়া বক্ষ তার
দুই হস্ত করিও রঞ্জিত !

চন্দ্রাবতী। কমল ! পুত্র আমার ! ক্ষান্ত হও—
কাজ নাই রাজসিংহাসন !
অত্যাচারী পিতৃব্যে তোমার
ক্ষমা ক'রে চল বনবাসে।

কমল। ক্ষমা ? হেন পাপী কৃতাঞ্জলিপুটে
দীননেত্রে চাহে যদি ক্ষমা,
বিচারক ভগবান
মর্ম্ম ছিঁড়ে তার মৃত্যুদণ্ড দিবে।

মৃত পুষ্পার্ণকে লইয়া সুবীথির প্রবেশ।

সুবীথি। বিচারক ভগবান মর্ম্ম ছিঁড়ে সেই দণ্ডই দিয়েছে। এই দেখ দিদি, অত্যাচারে অত্যাচার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলে—পুষ্পার্ণর ছিন্নমুণ্ড চেয়েছিলে, এইবার নাও তার মুণ্ড ছিঁড়ে! সে প্রাণহীন—পুষ্পার্ণ মরেছে!

চন্দ্রাবতী। সে কি! সুবীথি! করেছিস্ কি? নিজের হাতে ছেলেকে হত্যা করেছিস্ না কি? পুষ্পার্ণ! বাপ রে আমার!

কমল। কাকীমা! একি? পুষ্পার্ণ মৃত! আমার স্নেহের ভাইটীকে কে হত্যা করেছে কাকীমা? পুষ্পার্ণ! পুষ্পার্ণ! কথা ক' ভাই! বল কাকীমা, পুষ্পার্ণের এ দশা কর্‌লে কে?

সুবীথি। তোমার পিতৃব্য।

কমল। পিতৃব্য? তিনি স্বয়ং? নিজের হাতে পুত্রহত্যা করেছেন? পিতা! পিতা! মানুষের এত বড় অপরাধের মার্জ্জনা আছে?

উৎকল। না—না, মার্জ্জনা নাই! কমল! কমল! যে কোন কৌশলে তোমার পিতৃব্যকে আমার সম্মুখে নিয়ে এসো, আমি তাকে দণ্ড দোবো!

বৎসরের প্রবেশ।

বৎসর। আমি স্বয়ং উপস্থিত! কে কি দণ্ড দিয়ে পরিতৃপ্ত হ'তে চাও—দাও?

উৎকল। তুমি পুত্রহত্যা করেছ?

বৎসর। করেছি।

উৎকল। পিশাচ! এতখানি হৃদয়হীন তুমি?

বৎসর। হৃদয়হীন তোমরা—হৃদয়হীন তোমাদের ভগবান। যদি তিনি সত্য হন—

গোরক্ষনাথের প্রবেশ।

গোরক্ষ। ভগবান সত্য—ভগবান সত্য—ভগবান সত্য!

বৎসর। অরূপ সাধনায় সত্য তোমাদের গুপ্ত গহ্বরে প'ড়ে আছে। রূপ-সাধনায় আন্‌তে পার তাকে? দেখাতে পার সেই মূর্ত্তি? পরিচয় দিতে পারে তোমার নারায়ণ তার দেবশক্তির? ঐ দেখ তোমার সম্মুখে আমার পুত্রের মৃতদেহ; বাঁচাতে পার তোমাদের সাধনায় মৃতদেহে জীবনীসঞ্চার ক'রে?

গোরক্ষ। পারি না; নারায়ণে বিশ্বাস নাই যার, নরহত্যার প্রতিফলে সে রত্ন পুরস্কার পায় না।

বৎসর। আমার জন্য নয়, তোমাদের জন্য—ভগবানের নিজের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য! আমার অগ্রজ বলেন ভগবান আছে—তুমি বল ভগবান আছে; কই সে ভগবান? কই সে নারায়ণ?

উৎকল। ওরে বৎসর! ভগবান আছে; যুক্তকরে নতজানু হ'য়ে তাকে ডাক্, তৃপ্তি পাবি—আশা পাবি—শান্তি পাবি!

বৎসর। সত্য ভগবান আছে? যদি থাকে, যদি সত্য তোমাদের সাধনা থাকে, যদি অরূপ সাধনার মধ্য দিয়ে রূপের সাধনা ক'রে থাক, তবে তোমাদের মত ভক্তের সাধনায় গুপ্ত কন্দরের অভ্যন্তর থেকে রূপ-সাধনায় নারায়ণ ছুটে আস্‌বে! পুষ্পার্ণের মৃত দেহে জীবনীসঞ্চারের উপর ভগবানে বিশ্বাস নির্ভর কর্‌ছে! ডাক সাধক—ডাক তোমরা নারায়ণকে! দেখাও নারায়ণের জাগ্রত বিগ্রহ—সত্য প্রতিষ্ঠা কর, নইলে আমি নৃশংস ঘাতক—পিশাচ!

উৎকল। ভগবান—ভগবান! জাগৃহি—জাগৃহি! আজ ধর্ম্মের পরীক্ষা—সত্যের প্রতিষ্ঠা—

গোরক্ষ। বহু দূরে—বহু উচ্চে, বহু কাছে তুমি অরূপ ব্রহ্ম! আমি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, কর্ণে আমার গুরুদত্ত মন্ত্র—অন্তরে আমার তার অর্থকরী মন্থনরস। গুরু যদি সত্য হয়, সত্যে যদি বিশ্বাসী হই, মন্ত্র যদি কথা কয়, বীজ যদি ব্রহ্ম হয়, তবে শ্রীগুরুচরণ স্মরণে বীজের জাগরণে জাগো—জাগো—জাগো তুমি পরমব্রহ্ম নারায়ণ! নারায়ণ—নারায়ণ—নারায়ণ—[সংজ্ঞাশূন্য হইল।]

নারায়ণ মূর্ত্তির আবির্ভাব।

নারায়ণ। শান্তি—শান্তি—শান্তি—[সকলে মাথা নত করিল।]

বৎসর। নারায়ণ? তুমি নারায়ণ?

নারায়ণ। হ্যাঁ, তোমার পুরুষকার সাধনার ফল—তোমার রূপ-সাধনার নারায়ণ! পুষ্পার্ণ! ওঠো—দেখ, আমি তোমার সেই খেলার সাথী! [স্পর্শ করিবামাত্র পুষ্পার্ণের চৈতন্যলাভ]

পুষ্পার্ণ। মা—মা—কই মা—

সুবীথি। পুষ্পার্ণ—পুষ্পার্ণ—[কোলে লইল।]

বৎসর। হে অগ্রজ! তোমার নারায়ণ সাক্ষী—আমার রূপ-সাধনার সাফল্যে মুকুট দণ্ড ফিরিয়ে দিয়ে তোমার পায়ের তলায় মস্তক অবনত করছি; আমায় ক্ষমা কর! [পদতলে উপবেশন]

উৎকল। পায়ের তলায় নয় ভাই, তোমার স্থান এই বক্ষে—[উভয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইল।]

নারায়ণ। আর আমার স্থান এই মায়ের বুকে! [চন্দ্রাবতীর প্রতি] মা! আমায় কোলে নাও না মা!

চন্দ্রাবতী। এসো ব্যথাহারী! ভগবানকে কোলে নেবার ভাগ্য ক'জনের ... ? [নারায়ণে কোলে লইলেন।]

গোরক্ষ। [মূর্চ্ছাভঙ্গে] নারায়ণ! নারায়ণ! কই নারায়ণ?

পাতঞ্জল ও মহান্তীর প্রবেশ।

পাতঞ্জল। নারায়ণ! নারায়ণ! পাপীর মুক্তিদাতা! ওরে গোরক্ষনাথ! আমি তোর গুরু নই—তুই আমার গুরু; তাই তোর মানবতার পুরস্কার এই মানবী।

গোরক্ষ। গুরুদেব—গুরুদেব!

পাতঞ্জল। দ্বিধাশূন্য হ'য়ে হাত ধর—পরম পুরুষের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর! [মহান্তীকে গোরক্ষনাথের হাতে দিলেন।] মায়ের কোল থেকে হাস তুমি হাস্যময়! আমরা শতকণ্ঠে দিগ্‌দিগন্ত মুখরিত করি—**রূপ-সাধনায়** নারায়ণের জয়ঘোষণা করি! বল—হরিবোল—

সকলে। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল—

যবনিকা